বিজ্ঞাপন।



সুবিখ্যাত জর্ম্মনীয় পণ্ডিত শ্লেগেল্ সাহেব নাটক
ন সম্বন্ধে যে সমূহ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তত্তাবৎ
নিবেশ সহকারে পাঠ করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান
য, নিয়মান্বিত নিরবদ্য নাটক অদ্যাপি বঙ্গভাষায়
ত হয় নাই। বস্তুতঃ ইংরাজী ও সংস্কৃত ভাষায়
ত নাটকরূপদবাচ্য যে সকল গ্রন্থ আছে, তৎসমুদায়ের
ত তুলনা করিতে গেলে প্রায় অনেক বাঙ্গলা নাটকই
তলে যায়।

যখন বঙ্গ-প্রদেশে বঙ্গভাষায় সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন নাটক
লপর্য্যন্ত বিরচিত হয় নাই, তখন মৎপ্রকাশিত এই
মান্য নাটকখণ্ড যে জন-সমাজে সমাদৃত হইবে,
স্বপ্নের অগোচর! ফলতঃ ইহা নাটকিত-উপন্যাস
ত আর কিছুই নহে। গ্রন্থকার নাটকাভিনয়
ই দর্শন করেন নাই, সুতরাং তিনি ইহা অভি-
দ্দেশে না লিখিয়া কেবল পঠনোদ্দেশেই যে লিখি-
ছেন, ইহা বলা বাহুল্য। উড়িষ্যা হইতে সর্ব্ব প্রথমে
নাটক প্রকাশিত হইতেছে, বিশেষতঃ রচয়িতার
প্রথমোদ্যম, ও তাঁহার সহিত আমার একান্ত সৌহার্দ্দ

বলিয়া, তাঁহাকে উৎসাহ প্রদানার্থে আমি প্রবৃত্ত হইয়াছি। বর্ত্তমান আমার এই প্রার্থনা। পাঠকমণ্ডলী ইহার দোষাংশ উপেক্ষা করিয়া মাত্র গ্রহণ করিলেই আমার মনোভিলাষ চরিতা

"কাঁটা সরাইয়া যেন পরিমল গুণে।
"চতুর চয়ন করে কেতকী প্রসূনে।"

বালেশ্বর
২০ আষাঢ়
সন ১২৭৯।

শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দে,
প্রকাশক



To

JOHN BEAMES, Esq., B.C.S.,

THIS LITTLE WORK IS RESPECTFULLY

DEDICATED,

AS A TOKEN OF

ESTEEM AND GRATITUDE

FOR

THE LIVELY INTEREST HE HAS EVINCED IN

THE WELFARE OF BALASORE,

BY

HIS MOST HUMBLE SERVANT,

THE EDITOR.

উৎসর্গ পত্রিকা।

পরমপূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ দে

প্রিয়মাতুল মহাশয় শ্রীচরণাম্বুজেষু।

বহু প্রণতিপূর্ব্বক নিবেদন মিদং।—

মহোদয়!

অস্মতময় বাল্যকালাবধি আপনি আমার প্রতি অকৃত্রিম স্নেহ ও অপরিসীম করুণা প্রদর্শন করিয়া আসিতেছেন। বলিতে কি, আমার যৎকালীন যে বিপদাপাত হইয়াছে, অভিভাবক স্বরূপে তৎক্ষণাৎই তাহার প্রতিবিধানার্থে যত্নশীল হইয়াছেন। আপনি আমার তত্ত্বাবধারণ না করিলে বোধ হয় বহুকাল আমাকে প্রায়োপবেশনে প্রাণত্যাগ করিতে হইত। সারল্য, সহৃদয়তা ও আশ্রিত-বাৎসল্য যে আপনার স্বভাব-সিদ্ধ ধর্ম্ম তদ্বিষয়ে আমার অণুমাত্র সন্দেহ নাই। অধিকন্তু, আমার স্বল্পবুদ্ধি-সম্ভূত প্রবন্ধাদি পাঠে আপনি অনুক্ষণ আহ্লাদিত হয়েন, ও তন্নিবন্ধন ভূরিশঃ উৎসাহ ও উত্তেজনা প্রদান করিয়া থাকেন। সংপ্রতি আমিও তদ্দ্বারা প্রোৎসাহিত ও উত্তেজিত হইয়া আমার নেত্র-মণি স্বরূপিণী সরোজিনীকে আপনার করপল্লবে সমর্পণ করিলাম। প্রফুল্লান্তঃকরণে গ্রহণ করিলেই চরিতার্থ হইব। কিমধিকমিতি।

বালেশ্বর, ১ লা আষাঢ়, সন ১২৭৯।

ভবদীয় একান্ত অনুগত ভৃত্য
শ্রীরাধানাথ বর্দ্ধন।

উপকার স্বীকার।



পরম-প্রণয়াস্পদ শ্রীযুক্ত রাধানাথ রায়

হৃদয়বান্ধবেষু।

সহোদর প্রতিম রাধানাথ!

আমার সরোজিনী নৃপ-নন্দিনী ও সৎকুলশীল-সম্পন্না আমি তাহাকে তদবস্থাতেই সুধী-সমাজে আনয়ন করিবার জন্য সমধিক আয়াস ও অধ্যবসায় স্বীকার করিয়াছিলাম বটে, কিন্তু আশানুরূপ কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। আমি সরোজিনীকে যৎসামান্য বেশভূষা মাত্র প্রদান করিয়াছিলাম, তদ্দ্বারা তাহাকে একটী ভদ্র মহিলা ব্যতীত আর অধিক কিছু বলা যাইতে পারিত না; কিন্তু ভাই! তুমি এক্ষণে তাহার যেরূপ বেশ-বিন্যাস ও অলঙ্কার সমাবেশ করিয়া দিয়াছ, তদ্দর্শনে উদার পাঠকবৃন্দ তাহাকে রাজবালা বলিলেও বলিতে পারেন। সে রাজকুমারী হউক বা কাঙ্গালিনী হউক, গুণগ্রাহী পাঠকমণ্ডলী তদ্প্রতি কৃপাবলোকন করিলেই আমাদের শ্রম সার্থক হয়! ভাই! বিশেষ ঔৎসুক্য সহকারে তুমি আমার সাহায্য করিতে সযত্ন না হইলে, আমি এ অসমসাহসিক কার্য্যে কখনই প্রবৃত্ত হইতাম না। আমাকে নিশ্চয়ই নৈরাশ্য-নীরে নিমগ্ন হইতে হইত। ইতি।

বালেশ্বর,
৫ই আষাঢ়, সন ১২৭৯।

নিতান্ত প্রণয়ানুরাগী

শ্রীরাধানাথ বৰ্দ্ধন।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

আদিত্য সিংহ	রত্নগিরির রাজা।
ধনঞ্জয় সিংহ	ঐ যুবরাজ।
রঞ্জিতসিংহ	সিতারার রাজা।
ভাস্কর রাও	রঞ্জিতসিংহের মন্ত্রী।
মধুকর সিংহ	ঐ সেনাপতি।
গঙ্গাধর শর্ম্মা	মধুকরের বয়স্য।
তোকারাম স্বামী ..	তপস্বী।
কৃপাচার্য্য	সরোজিনীর শিক্ষাগুরু।

সেনাপতি, কঞ্চুকী ও বিদূষক ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ।

উর্ম্মিলা	আদিত্যসিংহের পট্টমহিষী।
সরোজিনী	ঐ কুমারী।
মদনিকা	ধনঞ্জয় সিংহের পত্নী।
মালতিকা	সরোজিনীর সখী।
মধুরিকা	ঐ ঐ
মুরলা	ঐ পরিচারিকা।

অসিক্নী, চেড়ীগণ ইত্যাদি।

সরোজিনী নাটক।



শ্রীরাধানাথ বর্দ্ধন প্রণীত

ও

শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দে কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

"সমানয়ংস্তুল্য গুণৈঃ বধূবরং
"চিরস্য বাচ্যং নগতঃ প্রজাপতিঃ।"

কালিদাস।

কলিকাতা।

শ্রীযুত্ ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ ২৪৯ সংখ্যক
ভবনে ষ্ট্যান্হোপ্ যন্ত্রে মুদ্রিত।

সন ১২৮০ সাল।

সরোজিনী নাটক।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রত্নগিরি—আদিত্যসিংহের অন্তঃপুর।

(মালতিকা ও মধুরিকার প্রবেশ।)

মাল। অ্যাঁ—বলিস্ কি লো!

মধু। হ্যাঁ লো—যা বল্‌চি।

মাল। মদন জ্বর, ওমা সত্যি না কি?

মধু। তা নয় ত কি?

মাল। এ রোগ আবার কি করে হলো?

মধু। তার অনেক কথা আছে।

মাল। তা কি, বল্‌না ভাই, শুনি।

মধু। তুই কি সে কথা মোটেও জানিস্‌নে?

মাল। তা বোন্, আমি আর কোথেকে জান্‌বো বল্। আমি কি তোমাদের সঙ্গে পুরুষোত্তমে গিছিলেম?

মধু। নে ভাই. তোর ঠাট্ দেখে যে আর বাঁচিনে। তুই জেনে শুনেও আবার মাঝে মাঝে নেকা হোস্।

মাল। মাইরি ভাই, আমি তার গন্ধ বাষ্পও জানি না। আর জেনে শুনে কি তোর কাছে মিছে বল্‌চি। (কিঞ্চিৎ ভাবিয়া) তা ছাই, জান্‌বোই বা কি করেই বল্।

মধু। কেন ?

মাল্। আঃ! আবার বলে কেন, ওলো তোরা ত কাল সকাল ব্যালায় এলি, এরি মধ্যে সব কথা ফুট্‌লো কই, যে আমি জান্‌বো ?

মধু। তবে শোন ভাই বলি, সে ভারি মজার কথা !

মাল। বল্ তবে, শীগ্‌গির করে বল।

মধু। ও ভাই, আমরা যে দিন সন্ধ্যের সময় পুরুষোত্তমে পৌঁছি, সে দিন বাসা খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তেই রাত্রির দুপুর বেজে গেল। তার পর, কতক্ষণের পর, শঙ্কর মঠে গিয়ে বাসা ঠিক কল্লেম। সে মঠের পূর্ব্ব পার্শ্বে প্রায় ৮টা কুঠ্‌রী আছে; তার মধ্যে দুটা এক জন সেনাপতি নিয়েছিল, আর বাকী ছটা আমরা নিল্যেম।

মাল। হ্যাঁ বোন, সে মঠ শ্রীমন্দির হতে কত টা ?

মধু। প্রায় আদ্‌পোয়া হবে।

মাল। তবে খুব কম রাস্তা ?

মধু। তা বই কি, যেমন এই দর্‌দালান আর ঐ বৈঠকখানা।

মাল। সে যা হগ্‌গে, এখন বল্‌দেখি তোর গল্পটা কি শুনি।

মধু। রাজনন্দিনীর জন্য যে কামরাটা স্থির হয়েছিল, তার ঠিক্ ওপাশের কাম্‌রাতে সে সেনাপতি ঘুমুয়েছিল।

আমরা তাড়াতাড়ি, ওম্নি জিনিস-পত্তর গুলোন্ ঘরে তুলে দে, ধূল-পায়েই জগন্নাথ দর্শনে গেলেম্।

মাল। কেন ? ধূল-পায়ে যাওয়া কি বিধি ?

মধু। তা অত শত কে জানে ভাই। দেখ্লেম্ ত প্রায় সকল যাত্রীই ঐ রকম করে থাকে।

মাল। মরুগগে, তার পর ?

মধু। তার পর আমরা সেই লোকারণ্যের মধ্যিখান দে শশব্যস্ত হয়ে যেতে লাগ্লুম্। খানিক্ দূর গিয়ে দেখি যে, সিংদরজা লোকে ওম্নি থৈ থৈ কচ্চে,তার মাঝ্দে ঢুকা ভার।

মাল। তবে কি সে দিন দর্শন হলো না ?

মধু। হ্যাঁ, শেষে হলো বৈ কি, কিন্তু অনেক কায়ক্লেশে। যে দ্বারীরা সে দ্বার রক্ষা কচ্ছিলো, তাদের কিছু দেওয়াতেই তারা পথ করে দিলে। আমরা তারি ভিতর দে শ্রীমন্দিরে ঢুক্লেম্। ও—ভাই ! সেখানে ঢুকে আর যাই কোথা। লোকের চাপনে মরি আর কি !

মাল। তবে কি করে ভিতরে গ্যালে ?

মধু। কি করি, আবার দুজন পাণ্ডাকে কিছু দেওয়ায়, তারা খুব যত্ন করে আমাদের দর্শন করিয়ে দিলে।

মাল। হ্যাঁ ভাই, জগন্নাথ কেমন দেখ্লে ?

মধু। তাঁর অতি প্রকাণ্ড মূর্ত্তি। দেখ্লে ভয় ও ভক্তি এক্বারেই মনে উদয় হয়।

মাল। তাই জন্যেই বটে এত লোক দেক্তে যায় ?

মধু। তা নয় তো কি লো। কিছু আচাভুয়া না থাক্লে, লোকের মনে কুতূহল জন্মাবে কেন ?

মাল। তা বৈ কি, তাঁর যথার্থই কোন মাহাত্ম্য আছে। নৈলে, অপর সাধারণ সকলে মান্‌বে কেন? হ্যাঁ—তার পর?

মধু। তার পর দর্শনাদি করে বাইরে এলেম্। এসে খুব ভাল রকমের মহাপ্রসাদ কিনে একটি মন্দিরের পেছুনে খেতে বসেছি; ও—ভাই! এমন সময় দেখি যে, একটা নাগা না বগল বাজাতে বাজাতে এসে, চিলের মত ছোঁ মেরে, আমাদের বলরামীকুঁণ্ডেটী নিয়ে গ্যাল।

মাল। কি জঞ্জাল! তার পর?

মধু। তার পর আমরা সবে মাত্র খেয়ে দেয়ে বসেছি, এমন সময় রাজ্‌নন্দিনী বল্লেন যে, "মা, আমার বড় ঘুম ধরেচে, আমি আর বড় শিংহার পর্য্যন্ত জাগ্‌তে পার্‌ব না। আমি চল্লেম্। তোমরা বরং দেখেশুনে যেও।"

মাল। রাণী তাতে কি বল্লেন্?

মধু। তিনি বল্লেন, "বেশ্‌তো, তুমি ঐ বুড়-পাণ্ডা ঠাকুরের সঙ্গে বাসায় যাওনা কেন, আমরা নয় বড়-শিংহার দেখে যাচ্চি।"

মাল। হ্যাঁ বোন্। বাসায় কি তখন আর কেউ ছিল না?

মধু। হ্যাঁ, ছিল বৈ কি।

মাল। কে ছিল?

মধু। রাজনন্দিনার ছোট ভাইটীর শরীর অসুস্থ থাকায়, সে তাঁর ঘরেই ঘুমুয়েছিল।

মাল। তার পর কি হলো বোন্?

মধু। রাণী অনুমতি দেওয়ায়, তিনি সেই বৃদ্ধ বামুনটীর সঙ্গে বাসায় এলেন, আর এসেই ত বিষম গোল বাধালেন।

মাল। গোল আবার কি লো?

মধু। সে কথা আর বল্‌ব কি, তিনি তাঁর শোবার ঘরে না শুয়ে, ভুলে সেই সেনাপতির ঘরে গে ঘুম্‌য়ে পড়্‌লেন্। (হাস্য।)

মাল। হাঃ! হাঃ! এক খাটের উপরে না কি লো? (হাস্য।)

মধু। হ্যাঁ লো, এক খাটের উপরেইত। তবে আর বল্‌চি কি?

মাল। ওমা, কি লজ্জা! ছি! ছি! এমনোকি ভুল হয়? (দন্তে জিহ্বা কর্ত্তন।)

মধু। তা হবার আর আশ্চর্জ্জিটা কি? বিদেশে অমন ভুল অনেকেরই ত হয়। রাজনন্দিনী তাঁর ছোট ভাই ভ্রমেই সে সেনাপতির কাছে গে ঘুম্‌য়েছিলেন।

মাল। ভাল, সে ঘরে কি আলো ছিল না?

মধু। তখন সে ঘরে অন্য কোন রকম আলো ছিল না। কেবল দর-ভেজান জানালার ভিতর দে অল্প অল্প জ্যোৎস্নাই যা পড়েছিল।

মাল। যাক্, এখন্ বল দেখি বোন্. যখন তিনি শুতে গেলেন, তখন রাত্তির কত হবে?

মধু। প্রায় তিন প্রহর হবে।

মাল। তবে, বোধ হয় সেনাপতি তখন গভীর নিদ্রায় অচেতন ছিলেন।

মধু। হ্যাঁ, তা বই কি। তখন তাঁর শাড়াশব্দ কিছুই ছিল না।

মাল। হঁ্যা ভাই, রাজনন্দিনী সেখানে কতক্ষণ পর্য্যন্ত ঘুমিয়েছিলেন?

মধু। প্রায় ভোর ব্যালা পর্য্যন্ত।

মাল। আচ্ছা ভাই, এঘটনাটী কি রূপে হলো?

মধু। কেন, এতো হতেই পারে।

মাল। ভাল, তোমরা ঘুরে এসে, তাঁর কি খোঁজ্ কর নাই?

মধু। ওলো! তা আমরা সে রাত্তিরে আর এলেম্ কই।

মাল। বাঃ, তোমরা তবে কখন এলে?

মধু। প্রায় ভোর ব্যালায়।

মাল। যাগ্‌গে বোন্! সে কথায় আর কাজ্ নাই। তিনি শুলে পর শেষটা কি হলো বল।

মধু। যখন রাত্তির প্রভাত হয়ে গ্যালো, চার্‌দিকে কাক্‌কোকিল ডেকে উঠ্‌লো, জানালার পথ দিয়ে শীতল বাতাস ফুর ফুর করে আস্তে নাগ্‌লো, তখন রাজনন্দিনী প্রায় ওঠ ওঠ হয়ে, আলিস্যি ভাঙ্গবার জন্যে, যেই হাত ছড়িয়েচেন্, ওম্নি তাঁর দক্ষিণ হাত্‌টা সেনাপতির ওপর ধুপ্ করে গে পড়লো!

মাল। ছি—ছি—ছি! কি লজ্জা! তার পর?

মধু। তার পর, নারীর পরশ পেয়ে তাঁর নিদ্রা ভঙ্গ হলো। তিনি তখন দেখেন যে—

শরদ-চন্দ্রমা আসি, উদয় তথায়!

মাল। হাঃ! হাঃ! হাঃ! ভাল মজা! তার পর কি হলো?

মধু। তার পর রাজনন্দিনী যখন দেখ্‌লেন যে, এক জন পর্‌পুরুষের কাছে ঘুমুয়ে রয়েচেন, তিনি তখন ভয়ে জড় সড় হয়ে, শীগ্‌গির ওম্নি তাঁর শোবার ঘরে পাল্‌য়ে গেলেন্।

মাল। (করতালি দিয়া) হাঃ! হাঃ! হাঃ!—

পালাল হরিণ-নেত্রা, ছাড়ি নটবরে।

মধু। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, ভ্রমবশতঃ তাঁর আংটিটে সেখানে ফেলে এলেন্।

মাল। আংটি আবার খসে পড়লো কি করে?

মধু। ওলো! সেটা এটু ঢিলা ছিল, তাইতে কেমন করে খসে পড়েচে।

মাল। হ্যাঁ ভাই, সেনাপতি কি এঁরে কোন কথা বল্লেন না?

মধু। না বোন্, তিনি এঁরে দেখে, না রাম না গঙ্গা, কোন কথাই নেই, সুধু ভেল্কি-ভেকার মত এঁর মুখ্‌পানে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়েছিলেন।

মাল। হ্যাঁ, তা বড় চমৎকার নয়। এঁর যে মোহিনী মূর্ত্তিখানি।

প্রফুল্ল নলিনী যেন সরসী-সলিলে!

মধু। তা বই কি বোন্। ওরূপ-লাবণ্য দেখে কে না মোহিত হয়?

মাল। হ্যাঁ, সে সময়টা বোধ হয় আরো কিছু বেশি বাহার হয়ে থাক্‌বে।

মধু। তাত হবারই কথা।—

সরমে সুন্দরীমুখ, আরো কিছু সাজে!

মাল। ভাল বল দেখিন্, রাজকুমারী যখন তাঁর শোবার ঘরে যান, তখন কি তাঁর ছোট ভাইটী জাগে নি?

মধু। 'না বোন্, সে তখন কুম্ভকর্ণের মত ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে নিদ্রা যাচ্ছিলো।

মাল। যাক্, তারই আর কি হলো বল ?

মধু। তার পর, আমি আসায়, আমার কাছে সেই সব কথা খুল্লেন্, আর বল্লেন্ যে—

"সখি! মন মম গেছে লয়ে সে মনোমোহন।"

মাল। হ্যাঁ ভাই, সে মনোমোহন কোন্ রাজার সেনানায়ক ?

মধু। তিনি, সিতারার রাজা রঞ্জিৎসিংহের সেনানায়ক।

মাল। ভাল, পুরুষটী দেখ্‌তে কেমন ?—বেশ সুশ্রী তো ?

মধু। তা আর বল্‌তে ? অমন শ্রীছাঁদ আমি ত কোথাও দেখি নাই। দেখ্‌লে চক্ষের পাপ যায়, ওম্নি আঁখি জুড়ায় !

মাল। আচ্ছা! তাঁর বয়েস কত হবে ?

মধু। আন্দাজ বছর চব্বিশেক্ হবে ? আহা!—

কিবা সে গোঁফের রেখা, হাসি [illegible] মুখে !
কিবা সে লোচন,—যেন ভ্রমর পঙ্কজে !
কিবা সে চাঁচর চুল; কিবা বিম্বাধর !
দেখিলে তাঁহারে প্রাণ জুড়ায় সত্বর।

মাল। তবে রাজবালা অপাত্রে অনুরাগিণী হন নাই ?

মধু। তা হন নাই সত্যি, কিন্তু ওরকম অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে, ওঁর বিবাহ-সম্বন্ধ ঘটনা হওয়া ভার।

মাল। কেন, ভার আর কি, যোগাড় কল্লে, সবই ত হতে

পারে। (ক্ষণেক ভাবিয়া) ভাল, বল দেখিন্ ভাই, সে সেনাপতির পরিচয় তুমি কার মুখে শুন্‌লে?

মধু। আমি মহন্তমশায়কে জিজ্ঞেস করায়, তিনিই আমায় বলেছিলেন।

মাল। ভাল, তিনি তোমাদের কত দিন পূর্ব্বে সেখানে গিয়েছিলেন?

মধু। প্রায় পনের দিন।

মাল। আবার গ্যালেন্ কবে?

মধু। যে দিন এ ঘটনা হয়, সে দিন ভোর ব্যালাই তিনি বাড়ী আসেন।

মাল। তবে, রাণীর সঙ্গে তাঁর দেখা শুনা হয় নি?

মধু। না, তা কি করে হবে, দেখা সাক্ষাতের দিনেই ত তিনি চলে এলেন্।

মাল। ফাঁকি দিয়ে মধুপুরে, চলে গেলেন্ হরি।
হেথা বৃন্দাবনে রাই, মরিছে গুমরি!

(সরোজিনীর প্রবেশ।)

সরো। ছি ছি ভাই! এই বুঝি তোমাদের শীগ্‌গির আসা?

মাল। না—বেশ্! শেষে দোষটা বুঝি আমাদেরই হলো?

সরো। তোমাদের নয় ত আর কার?

মাল। কেন? কেবল্ গুণের ব্যালায় তোমার, আর দোষের ব্যালায় আমার?—

"বড়র পারিতি বালির বাঁধ,
ক্ষণে হাতে দড়ি, ক্ষণেকে চাঁদ।"

সরো। তোমরা কি আজ সকাল ব্যালা আমার ওখানে গেছ্‌লে?

মধু। গেছ্‌লেম বই কি? তুমি উঠ্‌লে না ত আমরা আর কি কর্‌বো?

সরো। তোমরা আমায় যত্ন করে তুল্লে না কেন?

মাল। তা কি উচিত, ঘুম যে ভাঙ্গাতে নাই।

সরো। যাগ্‌গে, সে কথায় আর কায নাই, এখন কি কর্‌বে বল।

মাল। কর্‌ব আর কি সখি?

"মন মম গেছে লয়ে সে মনোমোহন!"

সরো। ঐঃ যা! তুমিও যে সব শুনেচ দেখ্‌চি!

মাল। কেন? আমার শুনায় কি কিছু বাধা আছে?

সরো। বাধা এমন কি, তবে কি না, কথাটা ক্রমে রাষ্ট্র হয়ে পড়্‌লো।

মধু। তা ত হবেই, তবে তুমি আমায় যা বলেচ সেটী তোমার চেঁচ্‌য়ে ভাবা হয়েচে। আমাদের বল্‌বে না ত আর কাকে বল্‌বে?

মাল। তা বই কি?——

ফুটিলে চম্পক-কলি নিভৃত-নিকুঞ্জে,
কতক্ষণ বল সখি, সৌরভ তাহার,
থাকে লো গোপনভাবে?——

সরো। থাকে না তা জানি——

তাই এ বিষয়ে এত শঙ্কা লো স্বজনি।
বিষম সংসার, সখি! দুরন্ত-সঙ্কুল,

বহু-জিহ্বা জন-শ্রুতি, এ কাহিনী লয়ে
রটাবে লো ঘরে ঘরে, তিলে তাল হবে।
তোমরা লো প্রিয় জন, তোমাদের কাছে
খুলিলে মনের দুঃখ, বিভক্ত হইয়া
সহনীয় হয় সে লো! তাই অকপটে,
বলিয়াছি, শুনেছ যা———

মাল। তবে তোমার তা নুকবার তরে এত পর্‌দা পড়েছিল কেন? সকলে শুনে শুনুক্, তায় চিন্তা কি? নারীর-ধর্ম্ম আজ্‌কাল কে না জানে?

(মুরলার প্রবেশ।)

মুর। ওগো! তোমাদের সবাইকে রাণী স্মরণ করেচেন্।

মাল। তিনি কি কচ্চেন্ লা?

মুর। তিনি এখন স্নান করে পূজায় বসেচেন্।

মাল। তবে ত বড় গোল দেখ্‌চ্চি।

মধু। কেন?

মাল। ওলো তাঁর পূজার শেষ পর্য্যন্ত কে বসে থাক্‌বে?

সরো। তা হক্ না কেন; তায় আর ক্ষতি কি?

মধু। চল তবে যাওয়া যাক্।

সরো। হ্যাঁ চল। না গ্যালে তিনি আবার মুক্ ঝুক্ কোর্ব্বেন।

মাল। চল, তবে যাই।

[সকলের প্রস্থান।

প্রথম অঙ্ক।



দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।



রত্নগিরি, প্রধান পরিষদ-মন্দির।

(ধনঞ্জয়-সিংহ উপস্থিত।)

ধন। কি আশ্চর্য্য! প্রায় বার বছর হলো, রঞ্জিতের সঙ্গে আমাদের লাঠালাঠী চলেছে, কত রক্তারক্তি যুদ্ধ, কত প্রবঞ্চনা, কত কল কৌশল, কত অর্থ ব্যয় ও কত পরিশ্রম যে করা হয়েচে—তা মনে হলে, শরীর কাঁটা দিয়ে ওঠে। বাপ! প্রথমবার যখন সে পাঁচ লক্ষ সেনা নিয়ে আমাদের দুর্গ আক্রমণ করে, তখন কার ভরসা ছিল যে আমরা সে যাত্রা নিস্তার পাব? কিন্তু জগদীশ্বরের কি অলৌকিক মায়া, তিনি কোন রকমে [illegible], আমাদের সে যাত্রায় বাঁচিয়ে দিলেন। নৈলে, এত দিন আমাদের ভিটা মাটি চাট্ হয়ে যেত।

(প্রধান সেনানীর প্রবেশ।)

সেনা। যুবরাজের জয় হউক।

ধন। কি সেনাপতি, সংবাদ কি?

সেনা। সংবাদ সমস্ত মঙ্গল। তবে একটা বিষয়ের জন্য বড় গোল বেধেচে।

ধন। সে আবার কি!——কোন্ বিষয়?

সেনা। যুবরাজ! রঞ্জিতের সঙ্গে সন্ধি না হলে আমাদের আর পরিত্রাণ নাই। প্রায় ১০। ১২ বছর হলো অনবরত যুদ্ধ করে সেনারা বড়ই ক্লান্ত হয়েচে। তাদের ইচ্ছা নয় যে তারা আর যুদ্ধকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়।

ধন। কৈ, এখন ত আর কোন যুদ্ধের আশঙ্কা নাই। তাঁর যে সৈন্যাধ্যক্ষের প্রতাপে আমাদের এত কষ্ট স্বীকার কত্তে হয়েচে, তিনি ত শিঙ্গা ফুঁকেছেন। আর এখন যিনি তাঁর কর্ম্মে নিযুক্ত হয়েচেন, তিনি যদিও যুদ্ধ-বিদ্যায় বিলক্ষণ নিপুণ, কিন্তু তত রণপ্রিয় নন্। শুন্‌চি যে তাঁর শৌর্য্য-বীর্য্য প্রতিভায় ও শান্ত-শীলতায় রাজা অত্যন্ত তুষ্ট হয়েচেন।

সেনা। আজ্ঞা হাঁ, সে কথা যথার্থ। যুদ্ধ করে রক্ত-স্রাব করা তাঁর অভিপ্রেত নয়। (কিঞ্চিৎপরে) তিনি বুঝি তোকারাম-স্বামীর পুষ্যিপুত্তুর?

ধন। হ্যাঁ, এই রূপ কথাত আমিও শুনিচি, কিন্তু তা কত দূর সত্য বল্‌তে পারি না।

সেনা। যুবরাজ! যখন তিনি রাজা রঞ্জিত সিংহের এক জন প্রিয় পাত্র, তখন আমার মতে, তাঁরি দ্বারায় এ সন্ধি প্রস্তাব কল্লেই ভাল হয়।

ধন। তার আর চিন্তা কি? সন্ধির জন্য আমি ৩। ৪ খান পত্তর লিখিচি। বোধ হয়, আজ্‌কেলের মধ্যে তার উত্তর এসে পৌঁছবে।

সেনা। সে সব পত্রে মহারাজার স্বাক্ষর আছে ত?

ধন। না, তায় তাঁর স্বাক্ষর নাই।

সেনা। তবে ত সেটি কাঁচা কাজ্ হয়েচে!

ধন। কেন?

সেনা। কুমার! প্রধান ব্যক্তির স্বাক্ষর না থাক্‌লে কি সন্ধির ন্যায় মহৎকার্য্যের মীমাংসা হয়ে থাকে?

ধন। হবে না কেন? রঞ্জিৎ বেশ জানে যে, যুদ্ধবিষয়ক সমস্ত কর্ম্মের ভারই আমার উপর আছে। আমি তাঁর বিনা অনুমতিতেও অনেক কাজ্ কত্তে পারি। বিশেষ আবার এর মধ্যে আমি রঞ্জিতের সঙ্গে আলাপও করে নিয়েছি।

সেনা। পত্রের দ্বারায়, না সাক্ষাৎ করে?

ধন। পত্রের দ্বারায়।

সেনা। তিনি আপনার সে সব পত্রের উত্তর লিখেচেন্?

ধন। না, সব কখানার লেখেন্ নি; কেবল শেষ খানারই লিখেচেন্।

সেনা। তাতে কি প্রার্থিত সন্ধি-বন্ধনের কোন উল্লেখ নাই?

ধন। না, এমন কিছু নাই, তবে এই মাত্র লেখা আছে যে,—"সন্ধির বিষয় পশ্চাদ্বিবেচ্য।"

সেনা। ওতে মহাশয়ের কি অনুভব হয়?

ধন। আমার এই বোধ হচ্চে যে, এখন তাঁর কায-কর্ম্মের ঝঞ্ঝট্ থাকায় যুক্তিযুক্ত উত্তর দিতে পাচ্চেন্ না, পরে অবকাশ হলে সচিবদের সঙ্গে পরামর্শ করে যাহোক্ একটা খোলসা জবাব দেবেন্।

সেনা। হঁা, আমারও ঐরূপ বোধ হয়। কিন্তু হেলায়

হেলায় দিন যে গ্যাল। স্থিরনিশ্চয় আর কবে হবে? আমরা পাঁচ্ রকম বুঝি সুঝি বলেই না ধৈর্য্য ধরে থাকি। অধিক বিলম্ব হলে সেনারা কি বুঝ্বে? তারা এইটী মনে কর্বে যে, এঁরা আমাদের সঙ্গে নুকোচুরি কচ্যেন্।

ধন। তুমি ওদের বেশ করে বুঝিয়ে সুঝিয়ে দেও না। তা হলে তারা এট্টু সুস্থির হবে।

সেনা। আমি কি তা কত্তে আর কসুর কচ্চি, আমার সাধ্যমত চেষ্টা কচ্চি।

ধন। তারা বলে কি?

সেনা। তারা বলে যে, "তোমরা কিছুই উজ্জুগ্ সুজ্জুগ্ কচ্চনা, কেবল আমোদ প্রমোদেই কাল কাট্চ্চ; আর মর্বার ব্যালায় আমরা মর্চ্চি; তোমরা বড় লোক, রাগের দরুণ তোমাদের গাল এট্টু রক্তবর্ণ হলেই আমাদের রক্তে পৃথিবী প্লাবিত হয়।"

ধন। তারা বলে যা তা মিথ্যা নয়। যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের যত কষ্ট তত কষ্ট কিছু আর আমাদের নয়। গেল যুদ্ধের সময় বার্ত্তাবহ যখন যুদ্ধ-সংবাদ নিয়ে এল, তখন প্রতিগ্রাম থেকে পিপ্ড়ার মত সার বেঁধে লোক আস্তে লাগ্লো। আহা! তখন তাদের ব্যগ্রতা, ভয় ও আশার দরুণে মুখ-বৈলক্ষণ্য দেখ্লে বেশ জানা যায় যে, আমাদের ন্যায় বিঘত পরিমিত কীটের দ্বারা পৃথিবীতে কত প্রকার অনিষ্টই সংঘটিত হচ্চে। সে দিন আমি বায়ু সেবন কর্বার জন্য, ঘোড়ায় চড়ে রাজ-পথে বেড়াতে বেড়াতে দেখ্লেম যে, কতগুলিন্ যুবতী অঝোরঝোরে কাঁদ্তে কাঁদ্তে ঘরে ফিরে যাচ্চে। দুটী

সেই রাস্তার ধারে বসে মস্তকে করঘাত কচ্চে। আহা! তাদের সেই এলোচুল, জীর্ণবস্ত্র ও ধূলায় ধূসর অঙ্গ দেখ্‌লে, নৃশংস পিশাচের মনেও দয়ার আবির্ভাব হয়। আর একটী বৃদ্ধকে দেখ্‌লেম্, সে বেচারী অন্ধ, হাতে একগাছি যষ্ঠি, মলিন-বস্ত্র পরিধান, দুচক দিয়ে দর দর করে অশ্রু বহে পড়চ্যে, ও গদ্ গদ্ স্বরে এই কথা বল্‌চে যে, "হা! বাছা, তুমি যখন বিদায় নিলে, তখনও তোমার মুখশ্রী দেখা আমার পোড়া কপালে ঘট্‌লো না।" আ! তার সেই বিলাপ—হৃদয়-বিদারক বিলাপ—শুনে অন্ধক মুনির পুত্রের কথা আমার মনে পড়্‌লো। আমি আর অশ্রু সম্বরণ কত্তে না পেরে, ঘোড়া ফিরয়ে ওম্নি বাড়ী এলেম্। হায়! যে আপদ হতে মানুষ, মানুষকে উদ্ধার কত্তে না পারে; তবে কেন সে জেনে শুনে সে আপদে তারে ফেলায়?

সেনা। তা ত যথার্থ কথা। আমার আর একটী জিজ্ঞাস্য আছে।

ধন। কি তা, বল?

সেনা। আপনি আর একখানা পত্তর লিখুন্।

ধন। তা পত্র লিখ্‌তে ত আমার আপত্তি নাই, মোদ্দা কথা এই যে এত ঘন ঘন পত্র লিখ্‌লে, আমাদের মর্য্যাদার হানি হবে।

সেনা। না হয় আর দিন দুই পরেই লিখ্‌বেন। এত দিন গ্যাল, আর দুদিনেতেই বা কি এসে যায়।

ধন। বোধ হয়, আর পত্তর লিখ্‌তেও হবে না। এই আজ্ কালের মধ্যে উত্তর পৌঁছবে।

(কঞ্চুকীর প্রবেশ।)

কঞ্চু। যুবরাজের জয় হউক্। যুবরাজ! রঞ্জিতসিংহের একজন দূত এখানে আসচ্যেন্।

ধন। কে? রঞ্জিতসিংহের দূত?

কঞ্চু। হাঁ যুবরাজ!

ধন। আচ্ছা আস্তে বল।

কঞ্চু। যে আজ্ঞা।

[কঞ্চুকীর প্রস্থান।

(ভাস্কর রাওর প্রবেশ।)

ভাস্ক। (স্বগত) এ সন্ধির বিষয় নিষ্পত্তি হলেই আমার হাড্‌ডা জুড়োয়। এক যুদ্ধ নিয়ে আর চিরকাল থাক্তে পারা যায় না। মন বড়ই বিরক্ত হয়ে উঠেচে, নাক্ মুছ্‌বার অবকাশ নাই। যত কাযই আমার ঘাড়ে। এত কষ্ট স্বীকার করে যখন এসেচি তখন যাহক্ একটা শেষ মীমাংসা করে যাব; কিন্তু বিবাহের সর্তটাই প্রবল রাখ্‌তে হবে, সেইটী রাজার জেদ; আর যে সন্ধি-পত্র প্রস্তুত করে এনেছি, তাতেও তাই লেখা আছে। প্রথমে এটু বাক্-বিতণ্ডা করে, তার পর এ কথা তুল্লেই কার্য্যসিদ্ধির সম্ভাবনা।

ধন। (ভাস্করকে নিকটবর্ত্তী দেখিয়া) আস্তে আজ্ঞা হয়, মহাশয়। নমস্কার। ঐ আসনের উপর উপবেশন করুন।

ভাস্ক। (উপবিষ্ট হইয়া) যুবরাজের সব মঙ্গল ত?

ধন। মঙ্গলামঙ্গল আপনার হাতে।

ভাস্ক। রাম! রাম! আমাদের কি সাধ্য যে, আমরা লোকের মঙ্গলামঙ্গল সাধন করি। সে সব ঈশ্বরের হাত।

ধন। আমার প্রার্থনাটার বিষয় কি হলো? মঞ্জুর কি না মঞ্জুর?

ভাস্ক। (চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করতঃ) একটা নির্জ্জন ঘরে গ্যালে ভাল হয় না?

ধন। সেনাপতি! এখন তুমি এসো। এটু ঘুরে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করো।

সেনা। যে আজ্ঞা।

[সৈনিক-বিধানে প্রণত হইয়া সেনাপতির প্রস্থান।

ভাস্ক। মঞ্জুর হয়েচে সত্য, কিন্তু আপনাকে অনেক ব্যয় সহ্য কত্তে হবে।

ধন। সে কি প্রকার?

ভাস্ক। মহারাজা রঞ্জিতসিংহ বলেছেন যে, রাজ্যের একচতুর্থাংশ না দিলে, তিনি কখনই সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর কোর্ব্বেন্ না।

ধন। এটী তাঁর ধনুকভাঙ্গা পণ না কি?

ভাস্ক। হাঁ, একরকম্ তা বল্লেও চলে।

ধন। গত-যুদ্ধে তাঁর এমন কি অর্থ-হানি হয়েচে যে, তিনি একবারে লক্ষবেঁধা পণ করেছেন। এ অসঙ্গত সর্ত কি বিচারানুমোদিত?

ভাস্ক। বলেন্ কি যুবরাজ? গেল যুদ্ধে আমাদের ৮ লক্ষ টাকা খরচ হয়েচে।

ধন। সে কি! তা কখনই হতে পারে না।

ভাস্ক। না হবে কেন? যা যা খরচ পত্তর হয়েচে, তার ত হিসাব ফর্দ্দ রয়েচে।

ধন। সে ফর্দ্দ রেখেদিন্, আমরা কি আর যুদ্ধ ব্রতে কখনই ব্রতী হই নাই। ঈশ! আট লক্ষ টাকা! এত টাকা কিসে খরচ হলো?

ভাস্ক। আপনি প্রত্যয় যাবেন্ না ত আমি কি কোর্ব্বো, কিন্তু যা খরচ হয়েচে তা সর্ব্বাংশে সত্য।

ধন। তা হলেও আমি একচতুর্থাংশ রাজ্য কখনই ছাড়্তে পারি না।

ভাস্ক। সে কি কাযের কথা। জেতার সঙ্গে জিতের আপত্তি করা বিধেয় নয়; আমরা যা বল্‌ব তাইতেই আপনাকে প্রতিশ্রুত হতে হবে।

ধন। তা কখনই হতে পারে না। জয় পরাজয় দৈবাধীন কথা। দেবরাজ ইন্দ্রও যুদ্ধে পরাস্ত হয়েছেন: আর সামান্য রাক্ষসেরাও বিজয়ী হয়েচে; তা বলে কি জয়ী পক্ষেরা বিজিতদের সর্ব্বস্ব লুটে নেবে? আজ্ আমি হেরেচি, হয়ত কাল আপনি হার্তে পারেন্। ভাল মন্দ, সুখ দুঃখ ত, মনুষ্য মাত্রেরই আছে। যদি ধর্ম্মতঃ বিচার কত্তে চান্; তবে সে পণ ছাড়ুন্। ন্যায়-সঙ্গত কথা বলুন্। আর আমরাও বিলক্ষণ জানি, জয় করা ও অধিকারে রাখা, এক কথা নয়।

ভাস্ক। (কম্পিত ক্রোধে) আমি এত গোলমাল বুঝি না, যদি প্রস্তাবিত সর্তে অনুমোদন কত্তে পারেন্, করুন্;

নৈলে যুদ্ধার্থে সুসজ্জ হউন্। (বিরক্তি-ব্যঞ্জক মুখ-ভঙ্গিতে) পরাজিতের পরামর্শে বিজয়ীরা কখন চল্‌তে পারে না।

ধন। (সক্রোধে) যুদ্ধ হয় হবে, তায় ক্ষতি কি; আমার সৈন্য সামন্ত এখনো নিজ বলে আছে।

ভাস্ক। (ভূমিতে মুষ্ট্যাঘাত করতঃ) তা পুনর্ব্বার যুদ্ধ হয়ত আমরাই জিত্‌বো। এতে সন্দেহ কি?

ধন। এত স্পর্দ্ধা করে কেউই ও কথা বল্‌তে পারে না। শার্দ্দূলও মাকড়্সার জালে জব্দ হয়ে যায়। প্রমত্ত মাতঙ্গও সামান্য জোঁকের কাছে নম্র হন। এমন কি নিশ্চয় আছে যে আপনারাই জিত্‌বেন, আর আমরাই হার্‌বো? কোন বীরই আপনার বলের অহঙ্কার কত্তে পারে না। কোন ধনীই আপনার ধনের গৌরব কত্তে পারে না। দুর্গতি ও দুর্দ্দশা মানুষের পদে পদে রয়েচে। অদ্য যে গৃহে মহোল্লাস, কল্য তথায় হাহাকার, অদ্য যে সুস্থ ও সবল, কল্য সে রোগ-শয্যায় শয়ান। আপনি কখনই এমন কথা বল্‌তে পারেন না যে, আমিই ত্রিভুবন-বিজয়ী হব; যদি বলেন, সে আপনার গাজোরী। মুখে বলায় আর কাজে করায় অনেক প্রভেদ জানবেন।

ভাস্ক। আর অধিক বাগ্বিতণ্ডার আবশ্যকতা নাই। এখন বলুন্ দেখি, আপনার কি অভিপ্রায়?

ধন। আমার অভিপ্রায় এই আমি কেবল যুদ্ধ সংক্রান্ত ন্যায্য ব্যয়টী প্রদান কোর্ব্বো; তা ছাড়া আর তিলার্দ্ধ বেশী দিতে পার্ব্বো না।

ভাস্ক। তা যদি দিবেন, তবে একচতুর্থাংশ রাজ্য দিবার ক্ষতি কি? তারি বা মূল্য কত?

ধন। তাজ্জন্যেত নয়, রাজ্য যখন আমাদের সর্ব্বস্বধন, প্রাণের অপেক্ষা আদরণীয় ও উন্নতির একমাত্র আধার, তখন তা আমরা কোনমতেই ছাড়্‌তে পারি না। বিশেষ আবার রত্নগিরি—রত্নের গিরি বল্লেও অত্যুক্তি হয় না।

ভাস্ক। তবে বিশ্‌ লক্ষ মুদ্রা দিউন্‌।

ধন। হাঃ! হাঃ! হাঃ! আরো লক্ষ দুই বাড়িয়ে বল্লে ভাল ছিল না!

ভাস্ক। কেন?

ধন। পান যদি ছাড়্‌বেন কেন, যথা ল্যাভ। আপনার কথা শুনে যে আর বাঁচিনে; আপনি একবারে পর্ব্বত গিল্‌তে চান্‌।

ভাস্ক। তবে সন্ধি কি করে হবে? আমি চল্লেম্‌।

ধন। না হবেই বা কেন? অবশ্য হবে; যখন বড় বড় ভূপতিদের হচ্যে, তখন আমরা কি এমন কীটের কীট্‌ যে, বিবাদ না করে এত বড় পৃথিবীতে থাক্‌তে পার্‌বো না। আমাদের জন্য পৃথিবী বিলক্ষণ প্রশস্ত। জানেন্‌ তো, জিহ্বা আর হস্তের মধ্যে অনেক পাহাড় পর্ব্বত আছে।

ভাস্ক। বলেন কি মশাই!—বলা আর করা কি এক জিনীস্‌?

ধন। তায় আমার দোষ কি? আপনিই ত না ছোড়্‌-বান্দা হয়ে পড়েচ্যেন্‌। দুই কাঁটা সমান হলে কি হয়, এটু নরম্‌ গরম্‌ হওয়া চাই!

ভাস্ক। তবে আপনিই নরম হউন। আপনার নরম হওয়া উচিত।

ধন। তা ত আমি হইচি, যখন সন্ধির জন্য প্রার্থী হয়েচি, তখন আর নরমের বাকী কি আছে? মানীর পক্ষে এই যথেষ্ট।

ভাস্ক। (স্বগত) এই ব্যালা আসল কথা তুলি, আর বাক্‌-যুদ্ধের আবশ্যক নাই। (পরে প্রকাশে) আর একটী উপায় আছে; তায় যদি সম্মত হতে পারেন, তবে আর কোন গোলটী থাক্‌বে না। সব দিক্‌ই বজায় থাক্‌বে।

ধন। সে ভালই তো। তা অনুমতি করুন্।

ভাস্ক। সরোজিনী ও রাজা রঞ্জিতসিংহকে বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ কত্তে পারেন?

ধন। (কিঞ্চিৎকাল চিন্তা করিয়া) হাঁ! তা বরং পারা যায়; কিন্তু———(অর্দ্ধোক্তি)

ভাস্ক। তাহলেই সর্ব্বত্রে শান্তি স্থাপিত হবে।

ধন। (স্বগত) এ যে আমার দুর্য্যোধনের হর্ষ-বিষাদ উপস্থিত। সম্মত হলে রাজ্যের কুশল হয় সত্য, কিন্তু সরোজিনীর বিপদ। সরোজিনী ও রাজ্য উভয়কে তৌলে তুল্লে বোধ হয়, রাজ্যের দিকটাই ভারি হবে; তবে রাজ্যের টানই রাখ্‌তে হয়েচে। (প্রকাশে) আচ্ছা মহাশয়, আমি আপনার প্রার্থনায় অনুমোদন কল্লেম।

ভাস্ক। (সন্ধিপত্র বাহির করিয়া) তবে এই সন্ধি-পত্রে স্বাক্ষর করুন। আমি তা রীতিমত প্রস্তুত করে এনেচি।

ধন। (পত্র পাঠ করতঃ) (সবিস্ময়ে) কৈঃ! এতে ত রাজ্য সম্পর্কে কোন কথারই উল্লেখ নাই?

ভাস্ক। না, তা নাই বটে।——

ধন। তবে আপনি এক রাজ্য নিয়ে অনর্থক এত বিবাদ কল্যেন কেন?

ভাস্ক। হাঃ! হাঃ! হাঃ! তা না করে, সব প্রথমেই বিবাহবিষয়ক প্রস্তাবের উত্থাপনা কল্যে আপনি কি তায় হঠাৎ স্বীকৃত হতেন?

ধন। (স্বগত) ঈশ! মানুষ্‌টা কি চালাক; যেন সাক্ষাৎ শৃগাল আর কি। (পরে প্রকাশে) হাঁ! হলেও হোতে পার্‌তেম্।

ভাস্ক। তাইতো, না হবেনই বা কেন? রঞ্জিতসিংহ কিছু হাজিপাজি লোক নয়, বিশেষতঃ তাঁর সহিত এ সম্পর্ক হলে ভবিষ্যতে অনেক মঙ্গল হবে; তিনি আপনাদের উপর আর কোন রকম উৎপাৎ কত্তে পার্‌বেন না।

ধন। তা বৈ কি, তা হলে যে তাঁর সহিত অধিক ঘনিষ্ঠতা হয়ে উঠ্‌বে।

ভাস্ক। ভাল, বলুন্ দেখি আমি কেমন সূক্ষ্ম উপায়টী উদ্ভাবন করেছি। আপনাদের গায় এটু আঁচও লাগে নি।

ধন। (স্বগত) এটা পাগলের মত কি বল্যে। (প্রকাশে) তা বৈ কি, আপনি কি সামান্য লোক, আপনার মত চতুর কজন আছে বলুন্?

ভাস্ক। স্বাক্ষরটা করে ফেলুন্ না। রোগের শেষ্‌টা যাক্।

ধন। হাঁ, তা গেলেই রক্ষা। (পরে স্বাক্ষর করিয়া) এই ধরুন। (সন্ধিপত্র প্রদান।)

ভাস্ক। (গ্রহণান্তে) আর একটী কথা—মহারাজার ত আর এবিষয়ে কোন আপত্তি নাই ?

ধন। না, আমার মতেই তাঁর মত ; তিনি এ বিষয়ে কোন প্রতিবাদই কর্‌বেন্ না ; আর একান্ত পক্ষে যদি কিছু করেন, তা আমি সেরেস্থুরে নেব।

ভাস্ক। দেখুন্ সে বিষয়ে খুব সাবধান হবেন। পিছে ঝগড়া ভাল নয়।

ধন। আপনি সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন ; সে দায় আমার, আমি যেমন করে পারি তাঁরে সম্মত করাব।

ভাস্ক। তবে আমি চল্যেম্, বাসায় ঢের কাজকর্ম্ম আছে।

ধন। তবে সন্ধ্যার সময় একবার পায়ের ধূল দিবেন্, আমার নিমন্ত্রণ রৈল।

ভাস্ক। হ্যাঁ তা নিশ্চয় আস্‌বো, নমস্কার।

ধন। নমস্কার।

[ভাস্কর রাওর প্রস্থান।

(সেনাপতির পুনঃ প্রবেশ।)

সেনা। (প্রণত হইয়া) যুবরাজ! সন্ধি সম্পর্কে কি মীমাংসা হলো ?

ধন। মীমাংসার চূড়ান্ত হয়ে গেছে।

সেনা। সন্ধিপত্রে কি সর্ত্ত লেখা ছিল ?

ধন। সর্ত্তটী বড় কঠিন।

সেনা। সে কেমন ?

ধন। রঞ্জিত ভগিনী সরোজিনীর পানিপ্রার্থী হয়েছেন।

সেনা। তা ত বেশ হয়েচে। এক রকম সাঁপে বর হয়েচে বল্লে হয়। বিশ্ জনার ভালর জন্য এক জনকে এট্টু কষ্ট দিলে, তায় হান্ কি ?

ধন। সে যা হবার তা হয়ে গেছে। এখন, এ কথা তুমি বড প্রকাশ করো না। কেবল সৈন্য সামন্তদের এই কথা বলে দেও যে, অদ্য মহারাজ আদিত্যসিংহের সঙ্গে রঞ্জিত সিংহের সন্ধি সংস্থাপন হলো।

সেনা। যে আজ্ঞা, আমি তাই বলে দিইগে।

ধন। হ্যাঁ, তবে তাই করগে।

[সেনাপতির প্রস্থান।

ধন। (পরিক্রম করিতে করিতে) ফাঁড়াটা এত দিনের পর উত্রে গ্যাল ! এই বিষয় নিয়ে আমি এম্নি ব্যতিব্যস্ত হয়েছিলেম যে, আমার অন্ন জল তিক্ত বোধ হচ্যিল। আমোদ প্রমোদ কিছুই ভাল লাগ্ছিল না। রাদ্দিন্ ভাব্তে ভাব্তেই শেষ হতো। (ক্ষণেক চিন্তা করিয়া) সব তো হলো বটে, কিন্তু এখন কি করি ? বাবা কি আমার কথা শুন্বেন। তা কি বল্তে পারি ? ঈশ্বর ইচ্ছায় যদি শুনেন্, তবে ত হাতে চাঁদ পাব, নচেৎ অপ্রস্তুতের আর ইয়ত্তা থাক্বে না। যা হোক্ তাঁর কাছে একবার যেতে হয়েচে। না গ্যালে কথাটা ভাল হবে না। যখন রাও মশাইকে জবাব দিয়েছি, তখন সব কথাই চুকে গেছে। এখন সে জবাব বজায় রাখাই প্রধান কর্ম্ম। (চিন্তা) হাঁ ! চেষ্টার অসাধ্য কোন্ বিষয়ই

বা আছে? যা করে প্যারি তাঁর মত করাব। পায় ধরে হক্ বা কলহ করেই হক্। (পরে গগনমণ্ডল দর্শন করিয়া) ঈশ! ব্যালা ঢের হয়েচে! যাই তবে স্নান করিগে।

[ধনঞ্জয়ের প্রস্থান।

প্রথম অঙ্ক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

রত্নগিরি—রাজ্ঞী ঊর্ম্মিলার শয়নমন্দির।

(আদিত্যসিংহ ও ঊর্ম্মিলা আসীন ও বহিঃপ্রকোষ্ঠে, কক্ষ-বাতায়ন নিম্নে মধুরিকা পুষ্প গুম্ফনে নিযুক্তা।)

আদি। ব্যাপারটা কি?

ঊর্ম্মি। বিষম ল্যাঠা উপস্থিত।

আদি। কেন, হয়েচে কি?

ঊর্ম্মি। সব উৎপাতের গোড়াই ত তুমি। বৃদ্ধ হলে লোকের যে বুদ্ধি সুদ্ধি লোপ পায়, একথা ত মিথ্যা নয়। কেবল পান চিবুলে বা আফিং খেয়ে ঝিমোলে, বা দুটো খোস গল্প কল্যে কি হবে? সংসারে কোথায় কি হচ্চে, চারদিকে নজর করা চাই। ওমা! দেশটা যুড়ে নিন্দে কচ্চে, তবুও এঁর ঘুম্ ভাংচে না, ইনি নিশ্চিন্দি হয়ে বসে রয়েচেন। এ কোন্ কথা? এমন্তর জেগে ঘুমালে কি চলে?

আদি। আমার অপরাধ কি? বলি কি হয়েছে তা বল। ভূতে পাওয়ার মত সুধু কতগুলা বক্‌লে কি হবে?

উর্ম্মি। এর মধ্যে আমার সরোজকে কখনো দেখেছিলে কি?

আদি। দেখ্‌বো না কেন, আজ্‌ সকাল ব্যালায় ত দেখেচি।

উর্ম্মি। ভাল, বল দেখি, তার মুখমণ্ডল দেখে তোমার কি অনুভব হয়? তার কি কোন বৈলক্ষণ্য হয়েচে বোধ হয়?

আদি। (স্বগত) কে! সরোজের মুখ দেখে ত আমি কিছুই ঠাওরাতে পাল্লুম্‌ না। তার কি হয়েচে? অসুখ?—কে জানে। (পরে প্রকাশে) তা কি করে জান্‌বো বল? আমি কি নিরীক্ষণ করে দেখিচি।

উর্ম্মি। তা তুমি দেখবে কেন? তোমার কি আর সে দিন আছে, তুমি যে এখন্‌ বুড় হয়েচ।

আদি। প্রিয়ে! তুমি আমার উপর অনর্থক এত বিরক্ত হও কেন? আমি কি বুড় নয় এখনও যুবক? ততদূর ঠিক্‌করে ঠাওরান কি আমাদের কর্ম্ম? এখন্‌ যে আমায় এটু ঝাপ্সা দেখায়। কেন? সে বিষয় কি তুমি জান না? আমি এখন মহাভারত পড়্‌তে পারি না, তুমিই ত কতবার আমায় পড়ে শুনিয়েছ।

উর্ম্মি। সে ঝাপ্সায় পুঁথির বর্ণ দেখা যায় না, তা বলে কি মানুষের মুখও দেখা যায় না? মুখে ও পুস্তকের বর্ণে বুঝি সমান? আমার সরোজিনীর মুখ সন্তাপ-কালিমায় কলঙ্কিত হয়েচে, তা তুমি ঠাওরাতে পাল্লে না! হ্যাঁ—তা পার্ব্বে কেন? এখন যে বড় ছেলের উপর সব বিষয়ের ভার দিয়ে, সবদিক্‌

থেকে আলগা হয়ে পড়েছ ; এখন তারি উপর স্নেহের টান্‌টা বেশী, তাই মেয়েটীর তত খোজ্ খবর্ নাই, তা থাক্‌বে কেন ? ঝীয়ের মায়া মাই জানে। আর সেই জন্যেইতো মাতৃহীন বালাকে কেউ বিবাহ কত্তে চায় না।

আদি। সে কি ? সরোজের মুখ মলিন্ হয়েচে কেন ?

উর্ম্মি। সে তোমারই গুণে।

আদি। কেন ? আমি কি তার কোন সুখের হানি করেছি ?

উর্ম্মি। করেছ বৈ কি। ভাল, এখন সরোজের বয়স কত বলুন দেখি ?

আদি। প্রায় পনের বছর হবে। কেমন ?

উর্ম্মি। আচ্ছা, বলুন্ দেখি, এমন সোমত্ত মেয়েকে কি আর ঘরে রাখা উচিত ? তা কল্লে যে বাসুদেব রাজার দশা হয়ে উঠ্‌বে। (অস্পষ্টস্বরে) ওমা ! ঝীকে স্ত্রী বলে ভ্রম না হলে বাঁচি !!

আদি। তাতো রাখ্‌তে নেই জানি, কিন্তু যোগ্যপাত্র না পেলে কি বে দিতে পারা যায় ?

উর্ম্মি। পাত্রের অভাব কি, তত্ত্ব তল্লাস কল্যে ঢের পাওয়া যাবে। ভারতের খনিতে কি মণির অভাব আছে ?

আদি। তবে যা হয় ধনঞ্জয়ের সঙ্গে পরামর্শ করে আজি তার শেষ-নিষ্পত্তি কোর্ব্বো ?

উর্ম্মি। তা বড় তোমায় কত্তে হবে না ; বিধেতা তা এক রকম করে রেখেচ্যেন্। সরোজ্ আমার যেমন সরোজ্ তেম্নি

মধুকরও যুটেচে!—মধুকরসিংহের মত যোগ্যপাত্র খুঁজে পাওয়া ভার।

আদি। সে আবার কি? সরোজ মধুকরের প্রতি তবে অনুরাগিণী হয়েচে না কি? (স্বগত) মধুকরই বা কে!

উর্ম্মি। হায়! তারি বিরহে ত ভেবে ভেবে বাছা আমার এমন্ শুকিয়ে যাচ্চে, (ক্ষণেক ভাবিয়া) আহা—

নব প্রেম-কলি, নাথ. হৃদয়-কাননে
ফোটে যবে; উৎসাহের শিশির-পীযূষ
না সিঞ্চিলে, সে মুকুল নৈরাশ্য-সন্তাপে
অকালে ঝলসি যায়; অবলার মন,
নিতান্ত কোমল. কান্ত!—শেফালিকা মত,
আশা-বৃন্ত শিথিলিলে, পড়ে তা অমনি।
নির্দ্দয় পুরুষ জাতি, পাষাণ-পরাণ,
সহস্র ব্যাপার-জালে ব্যস্ত নিরন্তর;
রণবাদ্য-কোলাহল-পূরিত শিবিরে
কেহ খুঁজে নিজ সুখ, দেশাটনে কেহ,
কেহ বা বাণিজ্যে রত; অকূল সাগর
হয়ে পার, অনুসরে রমায় প্রবাসে!
কৃপণ-স্বভাব কেহ, নিজ মুদ্রাস্তূপ
নিত্য গণি তোষে মনঃ, কিন্তু প্রাণনাথ!
অবলা-হৃদয়াকাশে, প্রেম-তারা বিনা
না ফুটে হে অন্য তারা, প্রেম-তামরস
বিনা অন্য তামরস, না ফুটে সে সরে।
কোমল অবলা প্রাণ তবুও হে পারে

সহিতে সহস্র দুঃখ ; প্রেম মার্গে তার
না পড়ে কণ্টক যদি। প্রেমের বাধায়
শতধা বিদরে হিয়া——

আদি। ভাল বল দেখি প্রিয়ে! মধুকর কোন্ রাজ-কুল-তিলক?

উর্ম্মি। তিনি কোন রাজ বংশজ নন।

আদি। তবে কি?

উর্ম্মি। তিনি কোন রাজার সেনাপতি।

আদি। কোন্ রাজার?

উর্ম্মি। রাজা রঞ্জিতসিংহের।

আদি। তাঁরি নাম বুঝি মধুকর সিংহ। হাঁ, হাঁ, অনেক দিন হলো আমি তাঁরে একবার দেখেছিলাম সত্য, কিন্তু তত স্মরণ হয় না।

উর্ম্মি। হ্যাঁ তা না হতে পারে। তোমার মন এখন বড় নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। আজ্‌কের কথা কাল্‌কে ভুলে যাও।

আদি। এ বয়েসে, তা হবারই কথা, কার মনের ঠিক থাকে যে আমার থাকবে? শরীর জ্বরা জীর্ণ হলে তার সঙ্গে মনোবৃত্তি সকলও দুর্ব্বল হয়ে পড়ে। (কিঞ্চিৎ পরে) তিনি কি এখন প্রধান সেনানায়ক?

উর্ম্মি। হ্যাঁ, সর্ব্বপ্রধান সেনানায়ক।

আদি। তিনি থাকেন কোথা?

উর্ম্মি। তোকারামস্বামীর তপোবনে। তিনি যে তাঁর পুষ্যিপুত্তুর!

আদি। বটে! আমি এসব খবর জানি না।

উর্ম্মি। আরও শুনিচি যে, তাঁর মত বিদ্যাবুদ্ধি-সম্পন্ন লোক রঞ্জিতের রাজসভায় অতি অল্প আছে। বিশেষতঃ আবার তাঁর চরিত্র অত্যন্ত পবিত্র, কেবল অনেক দিন বিদেশ ভ্রমণে কালযাপন করাতেই তিনি জন সাধারণে এত দূর অপরিচিত, নৈলে আবাল বৃদ্ধ সকলেই তাঁকে জান্‌তো।

আদি। বলচ্চ বটে, কিন্তু এরূপ অজ্ঞাতকুলশীলকে আমি জামাতৃপদে বরণ কত্তে পারি না। সরোজ ছেলে মানুষ, হয় ত ক্ষণিক মানসিক বিকারকে প্রকৃত প্রেম বলে মনে করেছে, বোধ হয়, আর দিন কতক বই, তা সবই ভুলে যাবে।

উর্ম্মি। আমি এমন অসহৃদয় কথা শুনতে চাই না। যদি তোমার মনে সে রূপ ভাবের উদয় হতো, তবে জান্তে পারতে যে রমণীরা কোন পুরুষের প্রতি অনুরাগিণী হলে কত মনো-বেদনা ভোগ করে।

স্বেচ্ছায় যাহারে বালা, অর্পে প্রাণ মন,
মোর মতে সেই তার, বল্লভ রতন।

আদি। আমি তোমার মতে মত কত্তেম, কিন্তু কি করি, সে যে অজানিত লোক, তার কুলশীল কিছুই জানা নাই।

উর্ম্মি। তাতে হান্‌ কি? রঞ্জিত যখন তাঁরে অপত্যবৎ স্নেহ করেন, তখন তাঁয় কন্যাদান কর্‌বার ক্ষতি কি? কি হবে সে কুলেশীলে?

আদি। ভাল, বল দেখি প্রিয়ে, তাঁর উপর এর এত আসক্তি হলো কিসে? সরোজ কি তাঁকে কখনো দেখেছিল?

উর্ম্মি। হ্যাঁ দেখেছিল, বৈ কি।

আদি। কখন?

ঊর্ম্মি। যখন আমি পুরিতে ছিলাম, সেই পুরিতেই এদের দুজনার অনুরাগ সঞ্চার হয়।

আদি। তাই বা কি করে হলো?

ঊর্ম্মি। না হবেই বা কেন? যে মঠে আমরা ছিলেম সেই মঠেতেই যে তিনি ছিলেন। তাদের প্রণয় মঞ্জরী সেই শঙ্কর মঠেই মঞ্জরিত হয়, এখন সে মঞ্জরীটী প্রস্ফুটিত হলেই সব কথা, নৈলে অকালে শুকিয়ে যাবে। নাথ! আপ্‌নি যদি বাঁচাতে চেষ্টা করেন, এট্টু আশা জল দেন্, তাহলেই বাঁচে নচেৎ—(অর্দ্ধোক্তি।)

আদি। (কিঞ্চিৎকাল চিন্তা করিয়া) হাঁ প্রিয়ে! মধুকর কি যথার্থই অসাধারণ রূপগুণসম্পন্ন?

ঊর্ম্মি। তা আর বল্‌তে আবার? সরোজ আমার যেমন কাঞ্চনলতা, তেম্নি সহকার তরুটীও ফুটেচে। আমার কথা রাখুন, এঁর করেই সরোজিনীকে সোঁপে দিন্, তাহলেই বাছার আমার চিত্তক্ষোভ দূর হয়। (অধোমুখে মৌন।)

আদি। আচ্ছা তাই দেব, তোমার ওকালতীতে কি আর না বল্‌বার যো আছে, তোমাদের এক বিন্দু অশ্রুতেই কত রাজার রাজ্য ভেসে যায়, কত নির্ধন ধনসম্পন্ন হয়, কত দোষী নির্দোষী হয়, ও কত সাধু অসাধু হয়।

মুক্তাফল গঞ্জি অশ্রু অসি চর্ম্ম যার,
ধন্য সীমন্তিনী তারে জয় করা ভার!

ঊর্ম্মি। (সহর্ষে) প্রাণনাথ! এ বিষয়ে সম্মত হয়ে তুমি যে কতদূর সুবিচারের কাজ করেছ তা বলা বাহুল্য! একথা

শুনলে বাছা আমার আহ্লাদে নেচে উঠ্‌বে, আহা! অমন দুটী সৎপাত্রে জায়াপতি হলে, শক্ররাও দুদণ্ড চেয়ে থাক্‌বে।

মধু। (স্বগত) বাঃ! আজ আমি এখানে ফুল গাঁথ্‌তে বসে তো খুব ভাল কায করেছি. এ যে আমার ঘুমুয়ে বিলাত দেখা হলো, আজ এখানটীতে যদি ফুল গাথ্‌তে না বস্‌তেম তবে এমন মহামূল্য কথোপকথনটী শুনতে পেতেম না। আঃ! যেমন সুক্ষণে বেরুয়ে ছিলেম, তেম্নি ফলটাও ফলেচে, ফাঁকে ফাঁকে সব কথাগুলোন্ শুনে নিয়েছি; যাই তবে. এই ব্যালা এখান থেকে সরে পড়ি. এখানে আর অধিকক্ষণ বস্‌বার আবশ্যক নাই. এসকল কথা রাজনন্দিনীকে বলিগে, বোধ হয়. তা হলে, তাঁর দুঃখানলে এক রকম জল দেওয়া হবে। (পরে সচকিতে) ঐ যাঃ! মদনিকা আমায় খাবার নিমন্ত্রণ করেছিল আমি তা একবারে ভুলে গিচি। যাই তবে, তার ওখানে খেয়েদেয়ে রাজনন্দিনীর কাছে যাব।

[মধুরিকার প্রস্থান।

(কঞ্চুকীর প্রবেশ।)

কঞ্চু। মহারাজের স্থির-লক্ষ্মী দিন্ দিন্ বৃদ্ধি হউক! মহারাজ! যুবরাজ ধনঞ্জয় দরজার ওপাশে দাঁড়িয়ে রয়েচেন, অনুমতি হলে আপনার পবিত্র দর্শন লাভ করেন।

আদি। কে, ধনঞ্জয়?

কঞ্চু। আজ্ঞা হাঁ, যুবরাজ।

আদি। আচ্ছা, আস্তে বল।

কঞ্চু। যে আজ্ঞা।

[প্রস্থান।

(কিঞ্চিৎ দূরে ধনঞ্জয়ের প্রবেশ।)

ধন। (স্বগত) এই যে আজ বেশ স্থানটীতে এঁর সাক্ষাৎ লাভ হলো। এখানে আমার বিপক্ষ পক্ষ কেহই নাই, কেবলমাত্র মাই যা বসে রয়েছেন; বোধ হয় আমার আশা চরিতার্থ হবে। (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) দেখি কি হয়। (উপবিষ্ট হইয়া উভয়কে অভিবাদনানন্তর প্রকাশে) মহাশয়ের শ্রীচরণে যৎকিঞ্চিৎ নিবেদন আছে। অনুজ্ঞা হলে সবিশেষ জ্ঞাত করি।

আদি। তা কি, বল না। তার আবার আজ্ঞাপেক্ষা কি?

ধন। রাজা রঞ্জিতসিংহের সহিত আজ আমি সন্ধি সংস্থাপন করেছি।

আদি। (সহর্ষে) কি! রঞ্জিতের সঙ্গে সন্ধি হয়েচে? বল কি!

ধন। আজ্ঞা হাঁ, তাঁর সঙ্গে আজ সন্ধির বিষয় স্থির-সিদ্ধান্ত হয়ে গেল।

আদি। আহা! বৎস, তুমি বড় বুদ্ধিমানের কায করেছ। আমি যারপর নাই আপ্যায়িত হলেম।

ঊর্ম্মি। হ্যাঁ বাছা! তিনি নিজে এসেছিলেন, না কোন দূত পাঠিয়েছিলেন?

ধন। আজ্ঞা, তাঁর মন্ত্রী ভাস্কররাওকে পাঠিয়েছিলেন।

আদি। আঃ! এত দিনের পর একটা মস্ত উদ্বেগের শান্তি হলো। সেই বদরিকাশ্রম হতে ফিরে আসা অবধি আজ ১০।১২ বৎসর হলো সেনারা যুদ্ধ করে করে অত্যন্ত

ক্লান্ত হয়েছিল। হয়তো এরমধ্যে তাঁর সহিত সন্ধিস্থাপন না হলে তারা বিদ্রোহাচরণ কর্ত্তো।

ধন। তা বড় আশ্চর্য্যের বিষয় নয়, সেনারা তা কর্ত্তোই।

কে চায় অর্পিতে তনু, আহব-সলিলে,
সর্ব্বসুখসার শান্তি-সুখ যদি মিলে।

আদি। সে পত্রে কি সর্ত লেখা আছে?

ধন। (স্বগত) কি বলি, বিবাহ সর্তের কথা বল্‌লে ত এখনি বিরক্ত হয়ে উঠ্‌বেন। উঠেন উঠবেন, তায় ক্ষতি কি? আমি যখন সেই বিষয়ের স্থির কর্ত্তে এসেছি, তখন আর ভয় কল্লে কি হবে। গাল্ গুলাত সবই সহ্য কত্তে হবে। পাষাণের ন্যায় সহিষ্ণু না হলে চল্‌বে না। এখন সে কথা ভাবা বৃথা। প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ হয়ে চিন্তা করা ছেলেমী। এখন সেই প্রতিজ্ঞার পক্ষ সমর্থন কত্তে পার্‌লেই কার্য্যসিদ্ধি হয়। (চিন্তা) বলবো কি?—হাঁ বলি। (পরে প্রকাশে) তায় যে সর্ত লেখা আছে তাতে আমাদের বড় কিছু হানি হচ্চে না; বরং ভালই হয়েচে। সেই সূত্রে রঞ্জিতের মত এক জন প্রতাপশালী রাজাকে অনায়াসে আয়ত্ত কত্তে পারা যাবে।

উর্ম্মি। সে সর্তটী কি বলনা বাপু?

ধন। সর্তটী এই, তিনি ভগিনীর পাণিগ্রহণ কত্তে চেয়েছেন।

উর্ম্মি। (সবিষাদে স্বগত) সর্ব্বনাশ! আমাদের এত কথা বাত্রা সবই যে আঁস্তাকুড়ে গ্যাল। এ আবার এক নূতন কাণ্ড উপস্থিত! দেখি এর মীমাংসা কি হয়?

আদি। এতো বড় পেঁচাপেঁচির কথা। রঞ্জিতের মত অনুপযুক্ত পাত্রকে আমি এমন সোণারচাঁদ কন্যা সম্প্রদান কর্ত্তে পারি না।

ঊর্ম্মি। তাইতো এমন বয়োধিকের সঙ্গে এত অল্প বয়স্কা কন্যার বিবাহ দেওয়া যুক্তিসিদ্ধ নয়। আর সেটা দেখ্‌তে শুন্‌তেও শোভনীয় হবে না।

ধন। তাত বল্‌চেন সত্য, কিন্তু সকল দিকে সহজ হয়ে উঠা ভার। যদি সরোজিনীকে সৎপাত্রে প্রতিপাদিত কর্ত্তে চান্, তবে এই মুহূর্ত্তে কবচ পরিধান করে নিষ্কোষিত অসি ধারণ করুন। নচেৎ——(অর্দ্ধোক্তি)

আদি। হাঁ, তুমি যা বলচ তাও ঠিক! কিন্তু এখন আমি কি করি? আঃ! ভাল সাত পাঁচের ফেরে পড়েচি।

ঊর্ম্মি। রাজ্য যায় যাবে, যুদ্ধ হয় হবে, তার চিন্তা কি? আমি ত বাছাকে কখনই সে বুড় হাবড়ার হস্তে সোঁপে দিতে পারি না।

ধন। তা না দিলে ত চলে না!

ঊর্ম্মি। সে চলুক আর না চলুক্ বাপু, এমন বুড়মিন্‌সের হাতে আমি সরোজিনীকে কোনক্রমেই সোঁপে দিতে পারি না। আজন্ম আইবুড় থাকা ভাল, তত্রাচ এমন অনুপযুক্ত স্বামী হওয়া ভাল নয়।

ধন। আপনি বলেন্ কি? তা না দিলে যে সর্ব্বনাশ উপস্থিত হবে।

ঊর্ম্মি। হয় হবে তার ক্ষতি কি। আমি এমন লোকের

হস্তে আমার জীবনসর্ব্বস্ব মেয়েটীকে দিয়ে আজীবন কেঁদে মর্ত্ত্যে পারি না।

আদি। হাঁ বৎস! বল্‌তে পার এ পরামর্শ তাঁকে কে দিয়েছে?

ধন। বোধ হয় ভাস্কর দিয়ে থাক্‌বে। তিনি যেমন হাবাচন্দ্র রাজা তাঁরে তেম্নি গবাচন্দ্র ভাস্করও যুটেছে। আঃ! সেটা কি ভয়ানক লোক! তার চাতরে এড়িবার পা দিলে আর রক্ষা নাই। সে এক ঘণ্টার মধ্যে ভিটায় ঘু ঘু চরিয়ে দিতে পারে। (কিঞ্চিৎ পরে) তবে সম্প্রতি কি কর্ত্তব্য?

উর্ম্মি। আমি ত বাছা সরোজিনীকে কখনই এমন বুড় বরে সমর্পণ কত্তে পারি না। আমার রাজ্য যায় যাবে, আমি ভিক্ষা মেগে খাব, বনবাসী হব, তত্রাচ, সে মিন্‌সেকে জামাতৃ পদে বরণ কত্তে পারবো না। কোন্ মায়ের হৃদয় এমন পাষাণ যে সে দেখ্‌তে দেখ্‌তে তার সর্ব্বস্বধন কুমারীটিকে জলশায়ী করে?

ধন। আঃ! আমি এখন কি করি? আমি যে সন্ধি পত্রে স্বাক্ষর করে দিয়েছি!

আদি। তুমি আগ্ পাছ্ না ভেবে এমন কার্য্যে প্রবৃত্ত হলে কেন? আমাদের পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত ছিল।

ধন। তখন আমি ভাব্‌ল্যেম যে, আপনারা এতে অসম্মত হবেন্ না, তাই আমি সে বিষয়ে কোন আপত্তিও করি নাই।

আদি। সে কাজ্‌টীতে তোমার নিতান্ত আলস্য

প্রকাশ পাচ্চে! তুমি রাজ্যলোভে পড়েই এরূপ দায়গ্রস্ত হয়েচ।

উর্ম্মি। তা বৈ কি, অমন আহাম্মকী কি কত্তে আছে? বাড়ীর পাঁচ্‌জনার মত না জেনে কে কোথায় এমন্‌তর গুরু-তর কায স্বইচ্ছায় করে থাকে। আঃ! কি বালচাপল্য!

ধন। তবে আপনার অভিপ্রায় কাকে অর্পণ করেন?

উর্ম্মি। মধুকরসিংহকে।

ধন। হ্যাঁ! মধুকর এক জন বিক্রম-বিশাল ও সচ্চরিত্র লোক সত্যি, কিন্তু আমাদের সমকক্ষ নয়। তার কুলমর্য্যাদা কিছুই নাই, সে এক জন অজ্ঞাত কুলশীল, আর এওত বড় আশ্চর্য্য যে, এত রাজা ও রাজ্‌পুত্ত্‌র থাক্‌তে, মধুকরকেই মনোনীত করেচেন।

উর্ম্মি। পাত্র রূপ-গুণ-সম্পন্ন হলেই হলো, কৌলিন্য মর্য্যাদা নিয়ে টানাটানি করা বৃথা, তা কল্যে আর চলে না, একবারে সবকটী বিষয় পাওয়া যার পর নাই কঠিন; কায কি সে রাজা রাজড়ায়?

ধন। ভাল, বলুন্‌ দেখি, যখন রঞ্জিতের সেনাপতিকে দিতে যাচ্চেন, তখন তাঁরে দিবার হানটা কি?

উর্ম্মি। তুমিত এও বল্‌তে পার, যখন যুবাকে দিচ্চ, তখন বৃদ্ধকে কেন দিবে না? কেমন—এই না?

ধন। তবে আপনার অভিপ্রায় কি? সন্ধি ভঙ্গ করা কি বিচারসিদ্ধ?

আদি। তাই বা কি করে বলা যায়?

ধন। কি উৎপাত! এও না ও—ও না, তবে কি?

আমি যে বিষম বিভ্রাটে পল্লুম, আমার মাথা ঘুরে পড়্ছে, এ সব কাণ্ড কারখানা দেখে ইচ্ছা হয় এখনি বনে গমন করি, এ রাজ্য-সুখে আর কায নাই, আঃ! এই এক যুদ্ধভার ঘাড়ে নিয়ে আমি যে কত কষ্ট ভুগচি তা আমি জানি আর জগদীশ্বরই জানেন। ওঃ! সংসার কি ভয়ানক স্থান! সুখ যে কি বস্তু তা এখানে অনুভব করাই দুর্ভার।

আদি। (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করতঃ) হা! রাম! রাম! কি দুর্দ্দৈব!

ধন। কি বল্‌চেন বলুন, আমি আর থাক্‌তে পারি না।

আদি। আমি আর ছাই কি মাথা মুণ্ডু বল্‌বো?

ঊর্ম্মি। আমার মতে সন্ধি-ভঙ্গ করে কোন রাজার নিকট সেনা প্রার্থনা করা উচিত, তাদের সাহায্যে রঞ্জিতকে অনায়াসে পরাজয় কত্তে পারা যাবে, সহায়তায় কি না হয়?

ধন। আমি আর তা পারি না, আপনারা সুধু কথা বল্‌তে পারেন, কিন্তু কাজের সময় আমি, সন্ধি ভঙ্গ করে যুদ্ধ করা কি সহজ ব্যাপার? যে করে সেই জানে, অবরোধবাসিনী রমণীরা সংগ্রামের বিষয় কি জানে! মা! তুমি আমায় মাপ্ কর, আর অসঙ্গত কথা বল না, ও সন্ধি-ভঙ্গের কথা শুন্‌লে আমার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হয়, বুক ফেটে দরজা হয়ে যায়, আমি এঘর ছেড়ে চল্লুম, আপনারা যা কর্ত্তে কর্ম্মাতে হয় করুন, আমি এই মোত্তর সন্ধিভঙ্গের পত্তর লিখে দিচ্চি, পত্র রঞ্জিতের কাছে পাঠ্‌য়ে দেন্, আর রাজ্য সাম্‌লান্। ভাল, বলুন্ দেখি, যুদ্ধ করে সহস্র সহস্র

প্রাণিসংহার করা উচিত, কি এক জনের সুখচিন্তা করা উচিত? রামচন্দ্র প্রজার হিতের জন্য প্রাণসম প্রেয়সীকে বনে দিতে পেরেছিলেন, আপনি দুহিতার সামান্য এটু কষ্ট স্বীকার কত্তে পার্‌বেন্ না? কি চমৎকার! এই কি প্রজা-বৎসল রাজার কর্ত্তব্য? প্রজার সুখ যাতে হয় তাই করুন, ও অস্থায়ী আত্মসুখে সুখী হলে কি হবে? সন্ধিভঙ্গ হলে সকল প্রজাই নিন্দা কর্ব্বে, কত ভূপতিরা কুৎসা কর্ব্বে, সেনারা বিদ্রোহী হবে; বল্‌তে কি সর্ব্বমতে আপদ এসে জুটবে, কিন্তু রঞ্জিতকে কন্যা দিলে ক জনা তায় অসন্তুষ্ট হবে? কেহই না, সকলে একতানে এই কথা বল্‌বে যে রাজা নিতান্ত প্রজাহিতৈষী। প্রজার হিতের জন্য আপনার স্নেহাস্পদ কুমারীটিকেও অপাত্রে দিলেন, আমার কথা শুনুন, মনস্থির করুন। এটু ভেবে দেখুন. তাহলেই এখন বুঝ্‌তে পার্‌বেন ধনঞ্জয় যথার্থবাদী কি বাচাল!

আদি। (চিন্তা করিয়া তৎপরে) আচ্ছা, বৎস আমি তোমার মতেই প্রতিশ্রুত হলেম, এখন তুমি যা করণীয় হয় করগে, এভার তোমার, আর পারত সরোজিনীকে এটু সান্ত্বনা করগে।

ধন। সে কি মধুকরের প্রতি অনুরাগিণী হয়েছে?

আদি। হাঁ বাছা! তাই জন্যেই ত এত গোল বেধেচে, নৈলে, চিন্তা কি ছিল?

ধন। আচ্ছা তার জন্য চিন্তা নাই। আমি তার মত পরিবর্ত্তন করে দেব। ভাল বলুন দেখি সে তার প্রতি অনু-রাগিণী কি করে হলো?

উর্ম্মি। যখন আমি পুরীতে গিছল্যেম, সে সেই খানেই তাঁরে দেখেছিল! তিনি আর আমরা এক মঠেই ছিলেম্।

ধন। তায় চিন্তা কি? আমি তার মত ফিরিয়ে দেব।

উর্ম্মি। (বৈরক্তি-ব্যঞ্জক মুখভঙ্গীতে) সে মিছে প্রয়াস, এখন ব্রহ্মার বাক্যেও তার মন টলে না।

আদি। না হয় বড়বৌর দ্বারায় ওকে পরামর্শ দিতে পার। সে নাকি তোমার কাছে তার মনের ভাব খুল্‌বে না।

ধন। হাঁ, তা অনায়াসেই পারা যায়, আমি আজ কেলের মধ্যেই তার চেষ্টা পাব।—তবে রঞ্জিৎকে পত্র লেখি?

উর্ম্মি। (স্বগতঃ) সেইটীত তোমার মুখ্য উদ্দেশ্য।

আদি। হাঁ, লিখ।

ধন। তবে আমি এখন আসি?

আদি। আচ্ছা।

[ধনঞ্জয়ের প্রস্থান।

উর্ম্মি। নাথ! আপনি অগত্যা ধনঞ্জয়ের কথায় স্বীকার পেলেন সত্তি, কিন্তু এ নিয়ে বিষম গোল বাধ্‌বে। হায়! ওকে বুঝালে কি ও আর বুঝ্‌বে! ও কারুরই কথা শুন্‌বে না। ওকে বলা আর অরণ্যে রোদন করা দুইই সমান। মনে একবার অনঙ্গ-বিলাস সঞ্চারিত হলে জিতেন্দ্রিয় তপস্বীরা যখন লজ্জা ধৈর্য্যে জলাঞ্জলি দেন; তখন সরলপ্রকৃতি অবলারা কি ধৈর্য্য ধর্ত্তে পারে!

আদি। তা বটে, কিন্তু কি করি এ যে দৈব দুর্ব্বিপাক উপস্থিত। স্বীকার না কল্লে যে চলেনা, এর উপায়ান্তরও দেখ্‌চি না।

উর্ম্মি। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক) এক মধুকর ব্যতীত তার চিত্তবিকার আরোগ্যের আর ভিন্ন ঔষধ নাই।

আদি। (ক্ষণকাল মৌনী হইয়া তৎপরে) যা হবার তাই হবে। সে বিষয়ে আর অনুতাপ কি? যেহেতুক,——(কণ্ঠ শব্দ)

ঈশ্বর নির্ব্বন্ধ প্রিয়ে! অন্যথা না হয়।
অঘটন হইলেও ঘটে সুনিশ্চয়॥

কে জানিত দশাননে, বধিবে শ্রীরাম রণে,
যবে পন্নগ-বন্ধনে, বাঁধে রাবণি দুর্জ্জয়। ১।

তবু দেখ সে বন্ধন, অবাধে হল মোচন,
অমর কিন্নরগণ, হল সুখিত-হৃদয়। ২।

আর দেখ যে রাবণ, সুরেশে করে দমন,
তাহারে কপি-রাজন, লাঙ্গুল-গুণে বাঁধয়। ৩।

অতএব প্রিয়ে! দৈবের গতি অতি বিচিত্র, তাঁর গতিরোধ কর্ত্তে কেহই সক্ষম হন্ না।

উর্ম্মি। হ্যাঁ তা ত ঠিক কথা, ললাট-লিপি কেহই খণ্ডাতে পারে না। আমার সরোজের ভাগ্যে যদি যোগ্য পতি থাকে, তবে সে তা বেঁধে ভোগ কর্ব্বে; আর যদি না থাকে, তবে অসুখভাগিনী হতেই হবে, তার আর সন্দেহ কি। কিন্তু তা বলে রঞ্জিৎকে বে দিতে আমার আসলে মত নেই। দেখ্তে দেখ্তে কি অমন সাজন্ত মেয়েকে কেহ অপাত্রে দিয়ে থাকে? হায়! ওর সঙ্গে আপনার যুদ্ধ বেধে ছিল, তা কেবল আমার সরোজের কপাল ভাঙ্গিবার তরে।

(নেপথ্যে মাধ্যাহ্নিক সঙ্গীত।)

রাগিণী সুরটমল্লার—তাল আড়াঠেকা।

প্রচণ্ড তপন তাপে, তাপিল মেদিনী।
প্রফুল্ল প্রসুন-রাজী হইল মলিনী॥
হাসে সরোবরে সুধু ভানু-সোহাগিনী।
নীরব বিহগ দল, চাতক-বধূ কেবল, ডাকিছে 'ফটিকজল'
উত্তাপে হয়ে তাপিনী। ১।
ভ্রমর ভ্রমরীকুলে, ফুল্ল কর্ণিকার ফুলে, প্রবেশিল প্রাণাকুলে,
তৃষাতে ধায় হরিণী। ২।
প্রমত্ত মাতঙ্গগণ, ছাড়ি গহন গহন, করিয়া অবগাহন,
মথিল যত নলিনী। ৩।
যতেক পথিকগণ, দেহ শীতল কারণ, করিছে ছায়া সেবন,
বিলে পশিল ফণিনী। ৪।

আদি। প্রিয়ে! আজ বড় গ্রীষ্ম, চল ঐ ফোয়ারার কাছে গিয়ে এটু শরীর জুড়াই।

উর্ম্মি। হ্যাঁ তাই চল, এখানটায় আর বস্‌তে পারা যাচ্চে না।

[উভয়ের প্রস্থান।

(পট-ক্ষেপণ।)

ইতি প্রথমাঙ্ক।

দ্বিতীয় অঙ্ক।



প্রথম গর্ভাঙ্ক।



সিতারা—তোকারাম স্বামীর তপোবনস্থ কোন নিভৃত প্রদেশ।

(মধুকর সিংহ উপস্থিত।)

মধু। (একটী বিশাল বকুলবৃক্ষমূলে বিমর্ষভাবে উপবিষ্ট হইয়া)

নামিলেন দিনদেব মলয়-শিখরে ;
কি মধুর কাল ! স্বর্ণ কিরণ-লহরী
প্লাবিছে পশ্চিমাকাশ। কোকনদ ছবি
নভোমণি ধীরে ধীরে গিরি অন্তরালে
লুকাইছে ; ডোবে বিশ্ব তিমির-সাগরে।
শান্তির রাজত্ব এবে। যতীন্দ্রনিকর
গিরি শৈবলিনী তটে বসি শান্ত মনে,
নমিছেন অস্তগামী-কমলিনী-নাথে।
মধুময় এই কাল ! কিন্তু মোর প্রতি
বিষময় ; বিকৃতের বিকৃত সকলি।
কেন রে অবোধ মন, শান্তি পরিহরি,
ধাইছ ধরিতে সেই, আকাশ-প্রসূনে।
কোথা তুই ! কোথা সেই ! ধিক রে নয়ন !

এ অনর্থ হেতু তুই! কেন নিরখিলি
সুহাসিনী-সরোজিনী বারিজ বদন?
আহা মরি কি মাধুরী! সে মোহন ছাঁদে,
হৈমবতী-ঊষা—রক্ত-কমল চরণা,
লাঞ্ছিত সে বর রূপে; লাঞ্ছিত চপলা।
সুন্দর অলকরাজী—অনাস্থা মধুর,
সুন্দর নয়ন, ঘুমে অর্দ্ধ মুকুলিত,
সুন্দর সে বাহুলতা, সুন্দর সে কটী।
বারিজ-কোরকনিভ উরজ যুগল,
সুনীল কাঁচলি তায়—শৈবাল কমলে।
লাজ মাখা মুখখানি, ঘুরায়ে রঙ্গিণী
পলাইল চাপি দন্তে বসন-অঞ্চল
যেইক্ষণে, আরম্ভিল সেইক্ষণে মম
(সুক্ষণ কি কুক্ষণ তা, সময়ে বলিবে)
জীবন-গ্রন্থের এই নব পরিচ্ছেদ।
অন্যভাবে আগে হেথা, শুনিতাম সুখে,
রুষ্মার নির্ঝর-নাদ, কোকিল কূজন,
মৃদুল-সমীর-স্বন, অলির ঝঙ্কার।
অন্যভাবে পূর্ব্বে হেথা, দেখিতাম সুখে
তমাল-কাননরাজী-শ্যামল মাধুরী,
নীলোজ্জ্বল-কান্তিমাখা নীলকণ্ঠকুল,
কৃষ্ণচূড়া-গুচ্ছ, নবচম্পক-কোরক,
নিরখিলে পূর্ব্বে, মম হৃদয় মাঝার
উপজিত অন্যভাব, এবে বিপরীত,

যা কিছু সুন্দর হায়, নিরখি নয়নে
স্মরায় সুন্দরতর, সে নারী রতনে ;
ইচ্ছি ভুলিবারে, কিন্তু বিদ্রোহী অন্তর
নিভৃতে সে চারু ছবি স্মরে নিরন্তর ॥

(গঙ্গাধরের প্রবেশ।)

গঙ্গাধর। (সহাস্য বদনে) ভাই মধুকর! দেখ দেখি আজ রজনীদেবী কি মনোহর শোভা ধারণ করেছেন! নির্ম্মল জ্যোৎস্নায় চতুর্দ্দিক আলোকিত হয়েছে। নির্ম্মল বসন্ত-কুসুমগুলিন ফুটে রয়েচে। উপরে নক্ষত্র মালায় অলঙ্কৃত নির্ম্মল গগন-মণ্ডল শোভা পাচ্চে। নির্ম্মল কুসুম-সুবাসিত সমীরণ প্রবাহিত হয়ে, সকলকে নির্ম্মল সুখ প্রদান কর্ত্তেছে। আহা! এমন সময় তোমার মধুর ঝঙ্কার না শুন্‌ল্যে, কি আর থাকা যায়?

মধুকর কর মধুর ঝঙ্কার,
শ্রবণ শীতল হউক আমার ॥

মধু। ভাই গঙ্গাধর! মধুকরের কি আর সে দিন আছে যে, সে মধুর ঝঙ্কার করে তোমার কর্ণ তৃপ্ত কর্ব্বে!

গঙ্গা। কেন, তোমার হয়েচে কি? পুরুষোত্তম থেকে আসা অবধি, তোমার মুখে আমি আনন্দের চিহ্ন দেখি নাই কেন? আগে তুমি সন্ধ্যার পর, এই তপোবনে বসে, কত বাঁশী বাজাতে, যুদ্ধবিষয়ক গল্প কর্ত্তে, বীণার সঙ্গে গান কর্ত্তে, কৈ, এখন যে তোমার সে সব কিছুই নাই? কেবল রাজসভায় যাও, আর গালে হাত দিয়ে, চুপ্‌টী করে বসে,

ভাবতে থাক। সুধু ভাব, তাও নয়, মাঝে মাঝে আবার তোমার চক্ থেকে দু এক ফোঁটা জল পড়্‌তেও দেখেচি! কেন? এ সকল শোক-চিহ্নের হেতু কি? কোন দোষের জন্য মহারাজা বকেছেন না কি?

মধু। না ভাই! তিনি বক্‌বেন কেন? আমি আমার মনের জ্বালাতেই জল্‌চি।

গঙ্গা। তোমার আবার কিসের জ্বালা? আমি ত কখনই তোমার এরূপ বিষণ্ণ ভাব দেখি নাই।

মধু। ভাই! সে কথা তোমায় আর কি বল্‌বো? তুমি তা শুনেও কি কোর্ব্বে?

দুর্লভ বস্তুতে স্পৃহা, হে মিত্র আমার,
বলিলে তা তব কাছে, কোন প্রতিকার
হবে না দুঃখের, ফলে কাতর কেবল,
হবে তুমি, তাই ইথে, ত্যজ কৌতূহল।

গঙ্গা। আঃ! তোমার ভূমিকা দেখে যে আর বাঁচিনে। তুমি আমার সঙ্গে আবার চাতুরী খেল্‌তে আরম্ভ করেচ।

মধু। কেন?

গঙ্গা। নয়, বল কি? কতশত গুপ্তকথা আমায় যেচে বলেছ; তার পরামর্শ জিগ্‌গেস্ করেচ; আমি আজ আপনা হতে, জিগ্‌গেস কল্লেম, তাই আদর খুঁজ্‌চ। আচ্ছা নাই বল, আমি তা শুন্‌তে চাই না। কিন্তু সাবধান; ভেবে ভেবে যেন পেটে গুল্ম না হয়।

মধু। একান্ত শুন্‌বে ত শোন।

গঙ্গা। হ্যাঁ, তাই পথে এস। জঙ্গলে যাচ্চ কেন? আমার কাছে আবার ঢাক্ ঢাক্ গুড়্ গুড়্ কি?

মধু। ভাই! পুরুষোত্তম হতে যে দিন আমি এখানে আসি, সেই দিন ঊষার সময়, আমার ঘুমবার ঘরের ভিতর, একটী ভুবন-মোহিনীকে দেখে, তার মনোহর শ্রী ছাঁদে, এম্নি মুগ্ধ হয়েচি যে, আমার চিত্তপটে, তার সেই রমণীয় মূর্ত্তি-খানি সর্ব্বদা অঙ্কিত রয়েছে। তজ্জন্য অবকাশ পেলে, সেই মনোমোহিনীর অপূর্ব্ব রূপ-মাধুরীই বসে ভাবি।

গঙ্গা। হাঃ! হাঃ! হাঃ! তুমি একটা মেয়েকে দেখে ক্ষেপে উঠেচ। ছি! ছি! আমি জানি বা আর কিছু। ভাল বল দেখি, আমরাও ত অনেক মেয়ে মানুষ দেখেছি, কিন্তু কৈ তোমার মত ত, এত ভাবি না।

মধু। এ ভাই তেমন মেয়ে নয়, এ মেয়ের মত মেয়ে, সৌন্দর্য্য ও সৌকুমার্য্যের আকর; ভাই, তুমি যেমন রসিক নাগর, তুমি ওরে যদি একবার দেখ্তে, তা হলে, নিশ্চয়ই পাগল হয়ে যেতে।

গঙ্গা। আমরা ভাই তত বাছাবাছি করিনা, আমাদের কাছে টক্ মিষ্টি সবই সমান, যখন যা পাই একবার চেখে নি, এই পর্য্যন্ত। আমাদের কাছে ভাল মন্দ বিচার নাই, আমরা বেশ্যা ও ভার্য্যাকে এক চক্ষে দেখি। ভাল, বল দেখি যখন আমরা কাশীতে বিট্টল শর্ম্মার নিকট শ্রুতি পড়্ছিলেম, তখন গঙ্গাস্নান কত্তে গে, গঙ্গাতীরে যে সকল সুন্দরীকে দেখ্তে, তাদের চেয়ে, তোমার মনোমোহিনী কি এত সুন্দর? আহা! তারা যখন, গলা পর্য্যন্ত জলে ডুব্য়ে দে, মুখ-গুলিন

উপর পানে তুলে, জল-কেলি কর্ত্তো, তখন কি মনোহর শোভাই হতো! যেন ভৃঙ্গাবলী-পরিচুম্বিত সরোজরাজী, নির্ম্মল-নীর-কণ-বাহী পবনসংযোগে, সুরধুনীর ধবল-তরঙ্গে আন্দোলিত হইতেছে।

মধু। আহা! তোমার যেমন পসন্দ, তুমি—(অর্দ্ধোক্তি)

গঙ্গা। কেন?

মধু। হায়! হায়! তারা কি এর কাছে? এর মত নব-যৌবনা-কুসুম-সুকুমারী-ললনা কি আর আছে?

এ নারী রতন, হেরেছে যে জন,
সার্থক নয়ন তার।
অমরী কিন্নরী, পরী বিদ্যাধরী,
সহচরী যোগ্য যার॥

গঙ্গা। ঐ যে বলে,—"যার সঙ্গে যার পড়ে মন, কিবা হাড়ি কিবা ডোম"। এও তেম্নি কথা—ওর রূপ-লাবণ্যে তুমি মুগ্ধ হয়েচ বলেই ওরে একবারে সপ্তম স্বর্গে তুল্‌চ, নৈলে ওর মত মেয়ে ঢের আছে। আমি মনে কল্লে সাত কুড়ি সাত্‌টা বের করে দিতে পারি।

মধু। তোমার ও বাহাদুরী রেখে দেও। আমি ও সব কথা শুন্‌তে চাই না।

গঙ্গা। তুমি যেমন ক্ষেপা। বল কি? বিধাতা কি সেই একটী সুন্দরী গড়ে রেখেচেন্? আর গড়্‌তে বুঝি তাঁর হাতে ব্যাথা লাগ্‌লো? তুমি তার রূপে মজেছ বলেই তার উপর তোমার এত টান্; নৈলে এমন সুন্দরীর অভাব নাই। বুঝেছ ভাই, লক্ষগুণে ভিন্ন ফল হয়।

মধু। সে কেমন ?

গঙ্গা। যে যারে যেমন চক্ষে দেখে, তার প্রতি তার তেম্‌নি টান হয়। এ একবারে প্রসিদ্ধ কথা। আমি বেশ বল্‌তে পারি, কাশীর সুন্দরীদের অপেক্ষা তোমার প্রমোদিনী প্রধান হবে না।

মধু। কি পসন্দ ! বস্‌রায়ি গোলাবে আর জবায় বুঝি সমান ? যে গোলাব সে গোলাব, যে জবা সে জবা। কাক কখনই রাজহংস হতে পারে না, বা কাচ কখন মণি হতে পারে না। হায় ! তারে দেখে অবধি আমার মন এম্নি চঞ্চল হয়েচে যে,তার জন্য আমি প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে স্বীকৃত আছি।

গঙ্গা। কিন্তু ভাই ! তুমি বড় বোকা। তুমি সে দিন তারে দেখার চেয়ে, আর বেশী কিছু কর্ত্তে পাল্লে না। হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেল্লে ?

মধু। আর বেশী কি কত্তেম্ ?

গঙ্গা। আমরা এমন সুযোগ পেলে, দেখার চেয়ে অনেক বেশী———।

মধু। তা ভাই, সকলের রুচি কি সমান ; মনুষ্য মাত্রেরই বিভিন্ন রুচি।

গঙ্গা। তুমি যেমন নির্ব্বোধ তা এই কথা বল। ভাই ! যদি তুমি, আমাদের চরিত্রকে আদর্শ করে চল্‌তে, তবে তোমার তাবৎ কষ্টই নিবারণ হতো।

মধু। তোমাদের চরিত্রের আবার কি অনুকরণ কোর্ব্বো ?

গঙ্গা। দেখ দেখি ভাই, আমরা কত সুখে আছি। অপর সাধারণ সকলেই আমাদের পদ পূজা কচ্চে। বাইরে

ধর্ম্মাড়ম্বরের আর ইয়ত্তা নাই। ললাটে ত্রিপুণ্ড্র; গলায় রুদ্রাক্ষ; গায় শিব নামাবলী; গৈরিক বসন পরিধান; মুখে বরাবর হর হর গঙ্গাধর। পরম সংযমীর ন্যায় চাল চলন। কত লোকের শান্তি স্বস্ত্যয়ন, যাগ্-যজ্ঞ কচ্চি। ছেলে হবার জন্যে কার্ত্তিক পূজা কচ্চি। প্রায়শ্চিত্তাদির ব্যবস্থা দিচ্চি। মহিলা-মণ্ডলে শ্রীমদ্ভাগবতের ব্যাখ্যা কচ্চি। কিন্তু ভিতরে ভিন্ন ভাব। কেবল মুখ-ভারতীই সার, ধর্ম্মের সঙ্গে ভাশুর ভাদ্রবধূর সম্বন্ধ। বিবাহ করি না অথচ বিবাহিত, বল্‌তে কি লোক পরিণীত হয়ে যে সুখভোগ করে, আমরা তা না হয়েও সেই সুখ ভোগ কচ্চি। মরাল যেমন নীর পরিত্যাগ করে ক্ষীরগ্রহণ করে, আমরাও ঠিক সেইরূপ সারগ্রাহী;—

কাঁটাজাল পরিহরি, সুখে তুলি ফুল।
পিয়ি মধু, বাজেনাক, মৌমাছীর হুল॥

তুমি যেমন নির্ব্বোধ তেম্নি ভুগ্‌চ। তোমার তাঁতিকুল, বৈষ্ণবকুল, দুই কুলই গেল। শিক্ষা পেলে এক রকম, কাজ্ কল্লে আর এক রকম। কমণ্ডলু ছেড়ে করবাল ধল্লে। সৃষ্টির রাজাদের অনুসরণ করে, শেষ একটী সেনাপতির পদ পেয়েছ। তায় কি হবে বল দেখি? আমরা তোমার চেয়ে অনেক সুখী।

মধু। (স্বগতঃ) আঃ! এটা কি বায়ুগ্রস্ত! এটার ভাল মন্দ কিছুই জ্ঞান নাই। (পরে প্রকাশে) তা ভাই আমি কি কর্ব্বো বল?

গঙ্গা। হ্যাঁ ভাই! তোমার মনোমোহিনীর এমন কি গুণ আছে যে, তার তুমি একেবারে গোঁড়া হয়ে পড়েচ?

মধু। কমলের সুসৌরভ, চাঁপার বরণ,
লজ্জাবতী বল্লরীর, লজ্জা বিমোহন।
শিশুর সারল্য, পুনঃ যুবতী-বিভ্রম,
একাধারে রাজে যত গুণ মনোরম।

গঙ্গা। তার উপর তোমার যদি এতই অনুরাগ হয়ে থাকে, তবে একটী কাজ কর।

মধু। কি কাজ?

গঙ্গা। পাকে চক্রে সে গোলাবটীর একবার আঘ্রাণ নিয়ে এস।

মধু। যাও মেনে, তুমি আর ও সব বারম্বার উল্লেখ করে, কাটাঘায়ে নুণের ছিটে দিওনা। তুমি নিতান্ত মুখফোঁড়, প্রিয়বাদী হতে গিয়ে বাক্যদোষে অপ্রিয়বাদী হয়ে পড়।

গঙ্গা। আচ্ছা সে সকল থাক্। এখন বল দেখি, তুমি কু-আশায় সাঁতার দিচ্চ কেন?

মধু। কু-আশায় সঁতার দেওয়া আবার কিসে হলো?

গঙ্গা। যার বিষয় কিছু জান না. সে সাপ কি ব্যাং তার নিশ্চয় নাই, তার জন্য এত শরীর মনকে কষ্ট দেওয়ায় ফল কি? অন্ধকারে ঢিল্ ছুড়্লেও যা, আর না ছুড়্লেও তা।

মধু। না ভাই, আমি অন্ধকারে পড়ি নাই। আমি সেই রমণীকে জেনে শুনেই তার উপর আসক্ত হয়েছি।

গঙ্গা। তুমি তারে কিরূপে চিন্‌লে?

মধু। আমি দৈবাৎ তার একটী নিদর্শন পেয়েচি।

গঙ্গা। কি নিদর্শন দেখি?

মধু। (অঙ্গুরীয়ক অঙ্গুলি হইতে বাহির করত) এইটী পড়ে দেখ। (প্রদান)

গঙ্গা। (অঙ্গুরীয়ক লইয়া দেখিতে দেখিতে) "সরোজিনী আদিত্যনন্দিনী, রত্নগিরি।" (পরে ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপূর্ব্বক চিন্তা করিয়া) তাই ত হে! ইনি যে, রাজা আদিত্যসিংহের কন্যা। এঁরে ত আমিও দেখেচি। আহা! কি মনোহর রূপ! সাক্ষাৎ অনঙ্গ-রঙ্গিণী বল্লে হয়। আচ্ছা, বল দেখি ভাই, এঁর সঙ্গে তোমার জায়া-পতি সম্বন্ধ কি করে হবে? তুমি হলে একজন সেনাপতি, আর তিনি হলেন রাজনন্দিনী, বল্‌তে কি আকাশ পাতাল প্রভেদ। এ অবস্থায় কি, আদিত্যসিংহ তোমায় কন্যা প্রদানে স্বীকৃত হবেন?

মধু। কেন না হবেন?

গঙ্গা। তোমার মুখ্ দেখে না রূপ দেখে? তুমি যে বামন হয়ে চাঁদ ধত্তে চাও।

মধু। তার উপায় ভাব্‌তে হবে। চেষ্টা চরিত্র পেলেই না জানা যায়; চেষ্টার অসাধ্য কি আছে বল?

গঙ্গা। কি উপায়?

মধু। এ কথাটী যদি এক্‌বার তুমি আচার্য্যের কাণে তুল্‌তে পার, তা হলে অনেক সুবিধা হয়।

গঙ্গা। তা তোমার জন্য এমন অসমসাহসিক কর্ম্ম কে কর্ত্তে যাবে? জান্তে জান্তে প্রজ্বলিত হুতাশনে কি কেউ হাত দিয়ে থাকে?

মধু। কেন? বাক্যপ্রসঙ্গে একথাটা তাঁরে শুনয়ে দিলে কি তিনি বিরক্ত হবেন?

গঙ্গা। তা নয়, তবে কি না—(চিন্তা) আচ্ছা বল্‌বো। কিন্তু ভয় হচ্চে, পাছে তিনি মুক্‌ঝুক্ করেন।

মধু। না হে না। তিনি তা কখনই কোর্ব্বেন্ না। (পরে সচকিতে) ও ভাই! আংটিটা দেও।

গঙ্গা। এই নেও (প্রদান)

মধু। (অঙ্গুরীর প্রতি স্থির নয়নে দৃষ্টিপাত করিয়া) আহা! প্রেয়সীর কি মধুময় নামটী! একবার উচ্চারণ কল্লেই প্রাণ শীতল হয়। আর একবার পড়ি (পাঠ) "সরোজিনী, আদিত্যনন্দিনী, রত্নগিরি।"

গঙ্গা। ভাল্ বল দেখি, তুমি ওর আংটিটী কি সাহসে নিয়ে এলে?—একি তোমার অপহরণ করা নয়?

মধু। আরে, আমি কি তা এক্‌বারে নিয়ে এসেচি। এ এখন ভাবী-প্রেমের প্রতিভূ হয়েচে বলেই, আমার কাছে রেখেচি। একান্ত যখন দেখ্‌বো যে, আমার সে আশার আর আশা নাই, তখন তাঁর দ্রব্য তাঁরে ফিরে দেব। আমার এ নিয়ে লাভ কি;—ভাইরে!

মহৌষধি হইয়াছে ও মোর এখন,
যদিও কাঁদিছে মন প্রিয়া অদর্শনে,
তথাপি বারেক তারে হেরিলে নয়নে,
আশার সঞ্চার মনে হয় অনুক্ষণ।

নেপথ্যে—ভগবন্! পুরাণ পাঠ আরম্ভ করি?

নেপথ্যে—কোন শ্রোতার ত অপেক্ষা নাই?

নেপথ্যে—মধুকর বাইরে রয়েছেন।

নেপথ্যে—আচ্ছা তারে ডাক।

নেপথ্যে—মধুকর ! ও-ও মধুকর !

মধু। (সত্রাসে) অ্যাঁ ! আমায় কেউ ডাক্‌চে না কি ?

গঙ্গা। বোধ করি আচার্য্য মহাশয়।

মধু। চল তবে যাই।

গঙ্গা। হ্যাঁ চল।

[প্রস্থান।



দ্বিতীয় অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রত্নগিরি, অন্তঃপুর সংক্রান্ত উদ্যান।

(সরোজিনী ও মালতিকার প্রবেশ।)

সরো। আহা! দ্যাক্‌দিকিন্ বোন্! আজ্ বাগানখানির কি অপূর্ব্ব শোভাই হয়েছে! ঋতুরাজ এসেছেন বলে, যেন সে রংচঙ্গে কাপড় পরে, তাঁর অভ্যর্থনা কর্ত্তেছে।

মাল। তাইত বোন্ ঐ অশোক গাছ দুটীকে দেখ,একটীতে একটীও পাতা নাই, আর একটীতে লাল লাল কচি পাতা গুলিন্, ফুর্ ফুরে বাতাসে কেমন কাঁপ্‌চে!

সরো। ভাই, ঐ গাছটীর ও পাশে দেখ, কেমন কোমল সাদা পাতা গুলিন্ দুলচে! আবার তারি কাছে, একটু ডাগর ডাগর সবুজ রংঙের পাতা গুলিন্ কেমন নড়চে!

মাল। ঠিক্ যেন ভাই, তুমি নাচ্‌বার সময়, হাতের আঙ্গুল গুলিন্ নাড়।

সরো। আহা! ঐ আঁবগাছটীকে দেখ, মকুলে কেমন ভরপূর হয়ে রয়েচে!

মাল। আর এ দিকে দেখ, ঐ অশোক আর পলাশ প্রস্ফুটিত হয়ে, কেমন মনোহর শ্রী ধারণ করেছে। ভাই সরোজিনি! তুমি ঐ পুষ্পিত অশোক তলায়, এক্‌বার বসো দেখি। কেমন বাহারটী হবে একবার দেখে নি।

সরো। কেন বল দেখি? তায় কি বাহারই বা আছে?

মাল। ভাই! তুমি তোমার বাহারের বিষয় ভাল জান না।

যদিও সরোজ, সখি, দেয় অকাতরে
সুসৌরভ, জানে কি সে, সুগুণ নিজের?

সরো। তবে বোন্ বসি, দেখ্‌তে হয় দেখ। (উপবেশন।)

মাল। আহা! ঠিক্ যেন অশোক বনে জানকী—

সরো। ভাই! তোমার মনের ভাবটী আমি বুঝেচি।

মাল। কি বুঝেচ বল দেখি?

সরো। সীতা অশোকবনে যে সময় ছিলেন, সে সময় তাঁর মনের ভাব যেমন হয়েছিল, এখন আমার মনে সেই ভাবটী উদয় করে দেবার তরেই, তুমি আমায় এখানে বস্‌তে বলেচ। কিন্তু সখি! তা আর আমায় মনে করে দিতে হবে না; এই অশোকের প্রতি দৃষ্টি পড়া মোত্তরই আমার মন প্রাণনাথের বিরহ-শোকে আকুল হয়ে উঠেচে।

মাল। ভাই! সে জন্য চিন্তা কি? জানকী শেষ রামকে পেয়ে সুখ-সাগরে যেমন ভেসেছিলেন, সেইরূপ তুমিও তোমার প্রিয়-নাথের পবিত্র দর্শন লাভ করে হর্ষসাগরে নিমগ্ন হবে, তায় আর সন্দেহ কি?

সরো। তা কে বল্‌তে পারে বোন্? (পরে অশোকের নিম্নদেশ হইতে উত্থিত হইয়া কিঞ্চিৎ গমন করতঃ) সখি! ঐ দেখ! প্রফুল্ল ফুলগুলির উপর ভ্রমরগুলি কেমন উড়ে বেড়াচ্চে। কখন কোন একটী ফুলে মধুপান কচ্চে; কিন্তু তায় তার মনোবোধ না হওয়ায়, তখুনি আবার

কি মনে করে আর একটী ফুলে উড়ে যাচ্চে। আহা! ঐ দেখ! সেটীও মনোনীত হলো না বলে, ভোঁ ভোঁ শব্দে, অন্য একটী ফুলে যাচ্চে। মধুপান কর্‌বার আশে, ক্রমে তার নিকটবর্ত্তী হলে, ওম্নি ফুল্‌টীও মাথা নেড়ে লম্পট্‌ ভোম্‌রাকে ছুঁতে বারণ কচ্চে। তা দেখে ভৃঙ্গটীও ভোঁ ভোঁ করে তার চতুর্দ্দিকে উড়ে বেড়াচ্চে। আহা! ঠিক্‌ যেন কামান্ধ নায়ক কোন অপরাধের জন্য তার অভিমানিনী প্রেয়সীর উপাসনা কর্চ্চেছে।

মাল। প্রিয়সখি! তা দেখে তুমি কোন শঙ্কা করো না। মহারাষ্ট্রে তোমার মত সুন্দরী আর দুটী নাই। তা থাকলে, তুমি ভয় কত্তে পার্‌তে। ও ভাই!

বিকশিত শতদলে করি দরশন,
অন্য ফুলে মধুকর করে কি গমন?

সরো। হ্যাঁ তা তো জানি;

মনো মতন জায়া লভিলে সুজন।
অন্য কামিনীর কাছে যায় না কখন॥

(পরে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া) হেতা দেখ্‌ ভাই! ঐ এক মেরাপে কত রকম লতা উঠেছে। কিন্তু ওর মধ্যে ঐ কুঞ্জ-লতাটী পুষ্পিত হওয়ায়, আরো ভাল দেখাচ্চে।

মাল। তাইত হে, ঠিক যেন তোমার আশা-লতা মধুকরে লতিয়েছে।

সরো। ছি বোন্‌, তুমি এত তামাসা কর কেন?

মাল। এ তো তামাসা নয়, এ উচিত কথা।

সরো। আর ঐ পূর্ব্বদিকে দেখ, দূরে ঐ পর্ব্বতের উপর নারিকেল গাছ গুলিন্ কেমন সরল ভাবে উঠেচে, বোধ হচ্যে, যেন তারা আকাশের উচ্চতা পরিমাণ কচ্চে।

মাল। আর এ দিক্‌পানে চাও, ঐ তমালতরুর উপর একটী পাপীহা, পিহু পিহু স্বরে আমাদিগকে কেমন তার পরিচয় দিচ্যে। আহা! ঐ শোন, এক এক বার কেমন চেঁচিয়ে ডাক্‌চে। যেন তার গান শুন্‌বার জন্য, আমাদের অনুরোধ কর্ত্তেছে। কিন্তু ভাই! ওর কি মধুর স্বর! জগদীশ্বর ওর কোমল কণ্ঠেই কি যত মধুর স্বর সঞ্চিত করে রেখেচেন্!

সরো। চল্ তবে ঐ চন্দ্ররেখা নিকুঞ্জে গে, একটু জিরোই।

মাল। এখন্ ওখানে না গিয়ে, বরং ঐ দীঘির সোপা-নের উপর বসিগে চল।

সরো। (সোপানোপরি উপবিষ্ট হইয়া) দেখ দেখি সখি! সরোবরের কি মনোহর শোভাই হয়েছে। প্রকৃতি সুন্দরী বেশ-বিন্যাস করবার জন্য যেন তাঁর মণি-দর্পণ খানি খুলে রেখেচেন।

মাল। ভাল, বল দেখি সখি! স্থলের শোভা বেশী কি জলের শোভা বেশী?

সরো। আমি বোধ করি জলের।

মাল। কেন? জলের শোভা কিসে বেশী?

সরো। যখন কমলিনীর শোভা সকল ফুল অপেক্ষা বেশী, তখন জলের শোভা স্থলের চেয়ে বেশী।

মাল। ঈশ! প্রমাণের জাঁকটা দেখ!—

সরো। স্থলে এমন কি জিনীস্ আছে যে কমলিনীর প্রতি-যোগী হয়?

মাল। জলে এমন কি জিনীস্ আছে যে সরোজিনীর প্রতিযোগী হয়?

সরো। ছি ভাই! আর মিছে লজ্জা দিওনা। (পরে দীর্ঘিকার প্রতি দৃষ্টিবিক্ষেপ করিয়া) ঐ দেখ, ভ্রমরগুলিন প্রফুল্ল পঙ্কজের উপর কেমন ঝঙ্কার কচ্চে। বোধ হচ্চে, কম-লিনীকে যেন তারা কোন মনের কথা খুলে বল্‌চে।

মাল। ভাই, তোমার মধুকর এলে তারেও তোমার মনের কথা ঐ রূপ খুলে বলো।

সরো। দূর কর! তুমি যে আর আমায় কথাটী কৈতে দিলে না। আমি যে কথা বলি, তুমি টানাটানি করে শেষ সেই কথা তুল।

মাল। সখি! তা করে আমি তোমার অধিক প্রিয় বই অপ্রিয় হচ্চি না। ভাল, বল দেখি, এটী তোমার আন্তরিক কথা কি না?

সরো। হ্যাঁ, তা তোমায় বল্‌তে লজ্জা কি, তুমি আমার কোন্ কথাই বা না জান।

মাল। তবে ভাই গতিক কচ্চ কেন?

সরো। (মালতীর গলদেশে বামহস্ত প্রদানানন্তর) তুমি যে আমার মালতী ফুল!

মাল। ভাই, ঐ দেখ! মরালমালা জলে সাঁতার দিতে দিতে, পদ্মের মৃণালগুলিন কেটে ফেলায়, ফুলগুলিন নলিনীর জলে কেমন ডুবু ডুবু হচ্চে।

সরো। ভাই, আমার ভয় হচ্চে, দুর্দ্দৈব পাছে আমার আশামৃণালটীকেও ঐরূপ কেটে দেয়!

মাল। না হে না, তা কখনই হবে না। তোমার আশা নিশ্চয়ই ফলবতী হবে।

(উদ্যানের অপর পার্শ্বে মধুরিকার প্রবেশ।)

মধু। (স্বগত) রাজনন্দিনী সেই বিকাল বেলা অবধি আমাদের মালতীকে নিয়ে কোথায় যে গিয়েছেন. তা আমি ভেবে চিন্তে স্থির কত্তে পাচ্চি না। মদনিকার ওখান থেকে এসে তাঁর শয়নমন্দিরে গে দেখ্‌লেম, তথায় জনপ্রাণীও নাই। তার পর নাট্যশালায় গে দেখ্‌লেম সেখানেও তিনি নাই। ওম্নি আবার মহারাণীর শ্রীমন্দিরে গেলেম, সেখানেও তাঁর অদর্শন। তবে আর কোথায় গ্যালেন্! এ বাগানে এসেছেন বলে যে মনে কচ্চি, তাও প্রায় বাস্তব বোধ হচ্চে না। যদি এসেছিলেন তবে এতক্ষণ চলে গিয়েছেন। আর পারা যায় না; সুধু এ মহল ও মহল করে ভারি ক্লান্ত হয়েছি। আমার কাঁচলি খানাও ঘেমে গেছে। যাই তবে ঐ বটগাছের তলায় গে একটু বসি। আর এদিক্ সেদিক্ কত দৌড়াবো। (উপবেশন করিয়া তৎপরে) দূর হ! এখান্‌টায় বোবার মত আর বসে থাক্‌তে পারি না। একটা গান গাই। তা হলে মন্‌টা কতক সুস্থ হবে। (একটী স্খলিত বট-পত্র লইয়া বীজন করিতে করিতে) কি গাব? সে দিন প্রিয়-সখী যে গীতটী রচনা করেছেন সেইটীই গাই।

গীত।

রাগিণী সাহানা—তাল যৎ।

প্রণয়ে কি সুখ হায়, সুপাত্রে হলে মিলন!
কিবা বাসে বনবাসে, সুখ তাহে অনুক্ষণ॥
সাধু প্রেমিক যে জন, তাহারি প্রেম-ভাজন,
হবে বলে নারীগণ, করয়ে প্রেম-পাতন। ১
যার প্রেম-আলিঙ্গন, আর প্রেম-সম্ভাষণ,
প্রেম-সাগর রতন, প্রেমিকা জীবনধন। ২
হায়! কোন্ গুণধাম, পীযূষময় এ নাম,
দিয়া কিবা রত্নদাম, বিরলে কৈল সৃজন। ৩
যাহার প্রভাব বলে, পিতা পুত্রে বাবা বলে,
রমণী রমণ-কোলে, বিরাজিত অনুক্ষণ॥ ৪

মাল। (উৎকর্ণ হইয়া) এ কি! এ বিজন উদ্যানের মধ্যে এমন তান লয়-বিশুদ্ধ গীতালাপ কচ্চে কে? আহা! গানটী কি সুন্দরই গাইলে!

সরো। এ কার কণ্ঠশব্দ বল দেখি?

মাল। তা আমি কিছুই স্থির-নিশ্চয় কত্তে পাচ্চি না।

সরো। কি আপদ্! এও ঠাওরাতে পার না? এ রব যে কত বারই শুনেচ?

মাল। (ক্ষণেক শ্রবণ করত) হ্যাঁ! শুনিচি বটে, কিন্তু লোকটা কে ঠিক কত্তে পাচ্চি না, বোধ হয় মুরলা?

সরো। আ মর্, তুই কালা না কি লো! এ যে মধুরিকার স্বর?

মাল। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক্, অনেক দূরে থাকার দরুণে আমি তা ঠাওরাতে পাল্লেম না।

সরো। বাগানে আমরা আস্‌বার সময় ত এত খুঁজে খুঁজে তার দেখা পেলেম্ না ; এখন সে আবার কোন ফাট্ থেকে বেরিয়ে পড়্‌লো ?

মাল। তা কে জানে ভাই, আমি তা বল্‌তে পাচ্চি না।

সরো। বোধ করি সে আমাদের খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তেই আস্‌চে।

মাল। হ্যাঁ, তা হতে পারে।

সরো। তবে ভাই, তুমিও একটী গান গাও, তা হলে সে সেই শব্দ অনুসারে, এদিক্ পানে চলে আস্‌বে। নৈলে, এ বিস্তীর্ণ বিজন উদ্যানের মধ্যে, সে বেচারী কোথায় আমাদের তত্ত্ব কর্‌বে।

মাল। আর তারও ঐ গানটী গাওয়ার উদ্দেশ্য কেবল আমাদের সংবাদ দেওয়া।

সরো। সে কথা কি আর বল্‌তে আছে। তুমি শীগ্‌গির গান ধর, আর মিচি মিচি বিলম্ব করো না।

মাল। এই যে ধরি।

গীত।

রাগিণী কালাংড়া—তাল একতালা।

শুন্‌লো সজনি! শ্যামের মুরলী বাজিল ঐ।
বিজন কালিন্দী-কূলে, বলি "রাধে রসময়ি"!

মরি কি মধুর তান, শুনিলে জুড়ায় কাণ,
নব বিধ-রস-স্থান, হয় সে বাঁশরী সই ! ১
আঁচড়ি চাঁচর চুল, পরলো দিব্য দুকূল,
আমাদের অনুকূল, কে আছে মাধব বই। ২
তুলি কানন-মল্লিকা, আর চারু শেফালিকা,
গাঁথ লো বর মালিকা, মালিনী যা নারে সই। ৩
বিকীর সময় হলো, আন ত্বরা ননী ঘোল,
মন যে হলো চঞ্চল, সুস্থির কেমনে হই ॥ ৪

মধু। (স্বগত) এতো ভাল মজা! আমি জানি বাগানে আমিই একা আছি, কিন্তু তা তো নয়, দেখ্‌চি আর একজন কে আমার আগে এসে ঢুকেচে। আহা! ঐ যে, বেড়ে গান গাচ্চে। (ক্ষণেক কর্ণ পাতিয়া) এ কার স্বর? এ গান কি আমি কখন শুনিচি?—না, কিছুই যে জানা যাচ্চে না। তবে ঐ শব্দ অনুসারে তার নিকটে যাই। দেখ্‌তে হয়েচে লোকটা কে। (পরে কিছু দূর গমন করিয়া, একটী বৃক্ষান্ত-রাল হইতে সাবধানে দৃষ্টিনিপাত পূর্ব্বক) আঃ। বাঁচ্‌লেম, এই যে, এঁরাই বসে! তাই হোক্, আমি মনে কল্লেম এঁরা চলে গিয়েছেন। ভাল, একবার শুনি এঁদের কি পরামর্শ হচ্চে।

মাল। প্রিয়সখি! এ গানটা আর এক্‌বার গাব, । বন্ধ কর্‌বো।

সরো। যদি গাবে তবে একটী বসন্তবিষয়ক গীতই গাও।

সন্তাগমে আজ কাল তাবৎ তরুলতাই বাসন্তী-শোভায় শোভিত হয়েচে।

মাল। কোন্‌টী গাব, "হরিষে হেমন্ত অন্তে,"—এটী?

সরো। ছি ছি, ও কত কেলে পুরাণ গান কি আর শুন্‌তে চ্ছে করে?

মাল। তা কোর্ব্বে কেন? 'নতুন পেলে পুরাতনে কে রে যতন।'

সরো। তা মানুষের স্বভাবই তো ঐ, একটী নতুন জিনীস্ পেলে পুরাণটিকে আর তত ভাল বাসেনা।

মাল। তা যদি হয়, তবে তোমার স্বামী পুরাণ হয়ে গেলে তুমি একটী নতুন পতি করো।

সরো। হ্যাঁ লা হ্যাঁ, "মাথা নাই তার মাথা ব্যথা।"—

মাল। ও ভাই, বে না হয়ে কি আর চিরকাল আইবড় থাকবে?

সরো। মনোমত পতি না পেলে সাতজন্ম আইবড় থাকাই ভাল। (পরে ঈষদ্ব্যগ্রভাবে) কৈ, তুমি গান গাইলে না?

মাল। এই যে গাই।

গীত।

(রাগিণী বাহার বসন্ত—তাল কাওযালি।)

(ওলো সই) সরস কুসুম কাল আইল।
তরুলতা মরি কি শোভিল।
প্রাণকান্ত বিনে এবে বিরহিণী কাঁদিল॥

ফুটিল মল্লিকা ফুল, সৌরভে করে আকুল,
গোলাপ অশোক আর করবী বকুল,
যূথিকার কি বাহার, বুঝিলো মদন বাণ কাল পেয়ে
হানিল। ১
কোকিলের কুহুধ্বনি, ভ্রমরের গুণগুণি,
পাপীহার পিহু রবে, মন মোহিল, মোহিল, দহিল,
নারী কি ছার সজনি! ঋষিমন রসিল। ২।

মধু। হাতে মণ্ডা, খাবার দেরী কেন? যা শোনবার তরে এত কষ্ট করে দাঁড়ালেম, তা যদি ছাই শুনতেই না পেলেম তবে জড় পিণ্ডের মত, এখানটায় সুধু দাঁড়িয়ে ফল কি? এ বেলা গে, তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। (সন্নিকটবর্ত্তিনী হইয়া তৎপরে) আহা! বেশ!——

মাল। (গীত বন্ধ করিয়া) কে ও, মধুরিকা? আয় লো আয়, আয় বোন্ বোস্, তুই আজ বিকাল বেলা কোথা গিছ্‌লি? আমরা আস্‌বার সময় কত খুঁজে খুঁজে এলেম।

মধু। হ্যাঁ লা হাঁ। আর মিছে কথা কোসনে। তোমাদের আর খুঁজতে হয় নি। যে খুঁজেছে সে খুঁজেছে।

মাল। তা ভাই তুমি পিত্তয় যাবে না ত আমি কি কোর্ব্বো। আমি খুঁজেছি কি না, সেই রাজনন্দিনীরে সুধাও দেখি, তিনি ত আর মিছে কথা কবেন না।

মধু। ভাল, কোন্ জায়গায় খুঁজেছিলি বল্ দেখি

মাল। (স্বগত) এরে একবারে বলা ভাল নয়, এরে একটু নাগর দোলায় দোলাতে হয়েচে। (প্রকাশে) তা কি আমার মনে আছে?

মধু। তা থাক্‌বে কেন? সত্যি কথাই না পষ্ট মুক্‌থেকে বেরিয়ে পড়ে, এ যে মিছে কথা, এ ভাব্‌তে হবে।

মাল। তোর সঙ্গে ভাই কথায় কে আঁট্‌তে পার্‌বে। তোর আকাশ পাতাল যোড়া কথার খেই পাওয়া ভার!

মধু। আচ্ছা, তা যদি মনে নেই, তবে কোন্ সময় খুঁজেছিলি বল্ দেখি?

মাল। (স্বগত) ঈশ! কি খেলুয়ার! যেন সত্যি ঘরে ছেল আর কি?—এর মত কল্লা মেয়ে বাপের কালে দেখিনি। (পরে প্রকাশে) ওলো, বেলা প্রায় চার দণ্ড থাক্‌তে।

মধু। তেমন সময় আমি বাড়ীতে ছিলেম্‌না বটে. আমি মদনিকার সঙ্গে পাশা খেল্‌ছিলেম।

মাল। তবে যে এত মুক্‌ঝুক্ করে কথা বলচ, গায়ে ঢের রক্ত হয়েছে নাকি?

মধু। তুই মাপ কর ভাই! আর অনর্থক ক্ষেপিস্‌নে। তোর খুরেদণ্ডবৎ।

মাল। হ্যাঁ! এতক্ষণের পর রাগ পড়্‌লো। আর উড়্‌তে না পেরেই পোষ মেনেচ।

মধু। প্রিয়সখি সরোজিনি! একটা কথা শুনেচ?

সরো। কি তা বল দেখি সই? তোমার কথাগুলি বড় মিষ্টি, যেমন গুড়-অম্বল।

মধু। আজ রাজারাণী দুজনায় বসে, রঞ্জিতের সহিত তোমার সম্বন্ধ স্থির করেছেন।

সরো। কার সঙ্গে?—রঞ্জিতের সঙ্গে? কেন?

মধু। তা কে জানে ভাই।

সরো। তবেইত সব সিদ্ধি হলো দেখ্‌চি। এত বে দেওয়া নয়, এ গলায় কল্‌সী বেঁধে জলে ভাস্‌য়ে দেওয়া।——

হায় রে! কি কব আর সজনি! তোমায়,
যার লাগি প্রাণ মন কান্দে অনুক্ষণ,
সে জনে যদ্যপি পিতা, পতিপদে মোর,
না করে বরণ, তবে, নিশ্চয় জানিবে
সরোজিনী সরোনীরে জীবন ত্যজিবে!!

মা। আমার ত এরূপ বোধ হয় না, মহারাজা সে বুড়টার হাতে তোমায় সোঁপে দিবেন, এটী নিশ্চয়ই গাল-গল্প।

মধু। (সস্মিত বদনে) হ্যাঁ লো হ্যাঁ, তুই সব জানিস্।

মা। আমি নিশ্চয় বল্‌তে পারি, এ তুমি কার মুখে গালা-ঘুষো শুনেচ।

মধু। তা হয় তো নেই শুন। আমি কিছু যেচে গুঁজে বল্‌তে যাচ্চি না।

মাল। কার মুখে শুনেছ বল্ দেখি?

মধু। ওলো! রাণীর শয়নগৃহে যখন তাঁদের এই কথা হচ্চিল, তখন আমি সেই ঘরের আদ্‌ভেজান জানালাটার নীচে বসে ফুল গাথ্‌ছিলেম।

মা। কোন্ দিগের জানালায়?

মধু। যেটা দর-দালানের দিকে আছে।

মা। আচ্ছা, তুই তোর দুচোক্ ছুয়ে বল দেখি, যা বল্লি তা সত্য কি না?

সরো। (ব্যগ্রভাবে) ভাই মধুরিকে! আমারও বোধ

হচ্চে, তুমি রং দেখ্‌বার তরে, আসল কথাটী বলচনা। ভাই বল বল, আর বের্‌থা ব্যথা দিওনা।

মা। মধু! তুই যদি সত্যি কথা না কস্‌, তবে আমার মাথা বড়মাছের মত খাস্‌।

মধু। রাজনন্দিনি! তোমার হৃদয়নিধিই তোমার পতিত্বে বৃত হয়েছেন।

সরো। সত্য বল।

মধু। কি আশ্চৰ্য্যি! এত দিব্বি দিলে, তবুও কি আমি কপট কচ্চি. আমার কি হস্বী দীর্ঘী জ্ঞান নাই। (পরে বিহসিতাস্যে সরোজিনীর দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া)

সেই নটবর হয়েছে বর।
যার লাগি তুমি এত কাতর॥

সরো। সজনিরে!

সত্য কি হইবে মম হেন ভাগ্যোদয়,
হেরিব সে মনোচোরে. এ পাপ নয়নে,
যাহার লাগিয়া আমি. বিরলে লো বসি,
কাঁদিতেছি দিবা নিশি।———
হায় রে! হইবে কবে সে দিন আমার,
সেবিব সে প্রাণকান্ত চরণ-যুগলে,
মনের মানসে সুখে; কিম্বা কবে হায়!
শুনিব ও বিধুমুখে সুধাময় ভাষা,
কোকিলের কলনাদ, তুচ্ছ যার কাছে।

সখি! এত দিনের পর আমার দেহে জীবন সঞ্চার হলো; আমি স্বপ্নেও জান্‌তেম না যে আমার এতদূর সৌভাগ্যোদয় হবে।

মাল। না হবে কেন ভাই, তোমরা যদি মনের মত পা না পাবে, তবে আর পাবে কে? বিধাতা তোমার অলৌকিক রূপ-লাবণ্য কি দুঃখের জন্য সৃষ্টি করেছেন?

মধু। যুবরাজ এ বিষয়ে কি মত দেন কে জানে?

মা। তিনি কি আর বাপ মার কথার বাহির হবেন?

মধু। তা কে বলতে পারে বোন্।

মাল। তিনি এতে কখনই অমত কোর্কেন্ না। আ যদিও করেন, তবে মহারাজা তাঁহার কথা গ্রাহ্য করবেন না

মধু। তাই হক, তোর মুখই সুত্তও হক, তা হলে রাজ নন্দিনী চিরসুখী হন, আর আমরাও দেখে শুনে পরিতু হই।

মা। (সাগরাভিমুখে দৃষ্টিবিক্ষেপ করতঃ) প্রিয়সখি চল চল, ঐ সমুদ্রের পাড়ে দাঁড়িয়ে, অস্তগামী সূর্য্যের শোভ দর্শন করিগে।

মধু ও সরো। ঃ, চল তবে।

সরো। (সাগরতটে দণ্ডায়মানা হইয়া) আহা! সাগরে কি উদার শোভা! দেখ দেখি সখি, আমাদের দৃষ্টির শে সীমা পর্য্যন্ত নীল জলরাশি কেমন বিস্তৃত হয়ে রয়েচে। ঐ দেখ, দিক-বলয়ের প্রান্ত-ভাগে স্বর্ণ-মেঘ গুলিন কেমন ধারে ধীরে যাচ্চে। আহা! তা দেখ্‌লে মন কেমন ব্যাকুল হয় না?

মাল। ব্যাকুল কেন হবে?

সরো। ব্যাকুল নয়, তবে তোমার মনে এমন ভাব হয় না যে, ঐ মেঘগুলিন্ যেন বারুণী-দেবীর কাঞ্চন-বিমান, সাগর-সলিলে ভাসতেছে।

মাল। হঁ্যা, তা সেরূপ ভাব কখন কখন মনে উদয় হয় সত্য, কিন্তু তা বলে, তায় মন ব্যাকুল হবে কেন ?

সরো। ব্যাকুল এই জন্য বল্‌চি যে, অলভ্য-সুন্দর জিনীস্ দেখ্‌লে ইচ্ছা ও শক্তির বিবাদ উপস্থিত হয় না।

মধু। সে কেমন ?

সরো। ও ভাই! রাত্তিরে অসংখ্য নক্ষত্রমালায় ভূষিত আকাশের দিকে খুব মনোযোগপূর্ব্বক চেয়ে দেখ্‌লে মনে এরূপ ভাব হয় না যেমন সোণার ফুলগুলি ফুটে রয়েচে। মন গিয়ে সে ফুল মাঝে মাঝে তুলে বটে, কিন্তু শরীর যায় না বলেই বিষম গোল বাধে।

মধু। তোমার মত রসিকা ত আমি আর দুটী দেখি-নাই। তুমি তারাকে ফুল করে পর; মেঘ তোমার বিমান হয়। কিন্তু ভাই, সে বিমানে যখন চড়, বোধ হয় এক্‌লা চড় না। আর কেউ তোমার সঙ্গে থাকে ?

সরো। আর কে সঙ্গে থাকে ?

মাল। (সস্মিতাস্যে) আমি বল্‌বো ?

মধু। বল না।

মাল। সখি! মন লয়ে গেছে তব যে মনোমোহন।

সরো। ছি ভাই. তুমি একশবারই ঐ কথা তুল্‌বে!

মাল। কিন্তু বোধ হয় কোন বারই তোমার তা পুরাণ বোধ হয় না।

সরো। (সস্মিত বদনে) যাক্, অন্য কথা কও।

মধু। আচ্ছা ভাই সরোজিনি! বল দেখি, পুরুষোত্তমে সমুদ্রের শোভা কেমন ?

সরো। সেও যার পর নাই সুন্দর। কিন্তু সেখানে লহরী কিছু উত্তাল। আহা! সেগুলি যখন নেচে নেচে তট্পানে আস্তে থাকে, তখন তাদের সেই বরফের মত শাদা ফেণা দেখ্লে বোধ হয় যেন হীরার আতসবাজী হচ্চে। আর সেখানে একটী অভাবও দেখ্লেম।

মধু। কি অভাব?

সরো। এখানে যেমন দুই পাশে দুই মনোহর বস্তু বিরাজিত রয়েচে, একদিকে নীল পর্ব্বত, অন্যদিকে নীল জল, পুরীতে সেরূপ নাই। তার পশ্চিমদিক্‌টা তত ভাল নয়। কিন্তু সে যা হক্, পুরী স্থানটী বড় মনোহর।

মাল। তা ত হবেই, তোমার মনোচোরকে যেখানে দেখেচ, সে স্থান কি কখন মন্দ হতে পারে?

সরো। না ভাই, কেবল তা বলে নয়। তার আর একটী কারণ আছে।

মাল। কারণ আবার কি?

সরো। সেখানে নানা দেশ থেকে নানা রকম লোক আসচে, তাদের সেই নানা রকম বেশ ভূষা, আকৃতি-প্রকৃতি, কথাবার্ত্তা, চাল চলন, ও ভাব ভঙ্গিমা দেখ্লে মন যেন আনন্দনীরে ভাস্তে থাকে।

মাল। সুধু ভাসা কেন? ভাসা ছেড়ে নাচ্তে পার্ত্তো, যদি তার উপর আর——(অর্দ্ধোক্তি)।

সরো। দেখলো সজনি চাই অম্বুরাশি পানে,
পদ্মরাগ রাগে যত লহরীনিচয়,
হইল রঞ্জিত এবে। দেখ নিরখিয়ে

জল--বিহঙ্গমকুল উড়ি ঝাঁকে ঝাঁকে,
নিজ নিজ নীড়ে চলে মলয়-শিখরে।
আমার সুখের সহ ওই লো ডুবিল
দিনমণি———!!

মাল।———উদিবে তা আবার সজনি!

সরো। মম হৃদয়ের মত, পূর্ব্বাশার মুখ
মলিন হতেছে দেখ———!!

মধু।————হাসিবে তা পুনঃ,
যবে লো নলিন-বঁধু প্রেষিবে উষারে,
উল্লাসিতে বসুন্ধরা। হাসিবে নলিনী,
হাসিবে লো তুমি————।

সরো————কেন এ বৃথা সান্ত্বনা
দেও সখি! আসিছে লো করাল যামিনী,
দিবাভাগে থাকি রত বিবিধ ব্যাপারে,
দিনে বাহিরের দৃশ্য, বিনোদে হৃদয়,
নিশিতে মুদিলে আঁখি, মানস সংসারে,
হেরি নানা বিভীষিকা, নৈরাশ্য তিমিরে॥

(নেপথ্যে দুন্দুভি-ধ্বনি।)

মাল। ঐ শোন, লোকের গতাগতি বন্ধ হবার জন্য দুর্গ-দ্বারে দুন্দুভি ধ্বনি হচ্চে।

সরো। চল তবে, এই ব্যালা ঘরে যাওয়া যাক্।

মাল। ভাই, আমায় একটীবার ছেড়ে দিতে হবে।

সরো। কোথা যাবে?

মাল। ঘরে যাব।

মধু। ভাই! আমিও যাব, আমার না গ্যালে নয়।

সরো। আবার আস্‌বে?

মধু। ভাই! আমি আজ্ আর আস্‌তে পার্‌বো না।

সরো। কেন?

মধু। মার বড় জ্বর হয়েচে।

সরো। (মালতীর প্রতি) সখি! তোমার কি?

মাল। আমি যাব আর আস্‌বো।

সরো। তবে যাও।

মাল। কোন্ পথে যাবে বল দেখি?

মধু। ঐ উত্তরের রাস্তা দিয়ে চল। দক্ষিণের পথটা বড় বন্ধুর।

সরো ও মাল। বেশ, তাই চল।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।



তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

রত্নগিরি।—সরোজিনীর প্রমোদ-ভবন।

(সরোজিনী বীণাহস্তে পর্য্যঙ্কপার্শ্বে আসীনা।)

সরো। আঃ! স্ত্রীলোকের কি অস্থির চিত্ত। তারা একটী লোভের বিষয় কি ভাবী সুখশর্ম্মের কথা শুনামোত্তরই, অম্নি যারপর নাই চল-চিত্ত হয়ে পড়ে। হায়! শঙ্কর-মঠে জীবিত-নাথের সেই অনুপম রূপ-লাবণ্য দেখে অবধি, আমার মনের গতিক যে রকম হয়ে উঠেচে, তায় স্পষ্ট বোধ হচ্চে যে, মেয়ে-মানুষের মনে ধৈর্য্যের বাস-গন্ধ নাই। কি আশ্চর্য্য! এর পর যে দিন ও যে রাত্রি ছিল, এখনও তাই আছে, কিন্তু আমার মনে তা যেন অন্যবিধ বলে বোধ হচ্চে। বলতে কি, একটী অহোরাত্র, একটী সুদীর্ঘকাল যুগের ন্যায়, অনুভব হচ্চে। পোড়া মনকে সুস্থ কর্‌বার জন্যে যত পুথী পোড়চি, বীণা বাজাচ্চি, বাগানে বেড়াচ্চি, ছবি আঁকচি, কিছুতেই মন প্রবোধ মান্‌চে না। কেবল নানাবিধ চিন্তাতেই শশব্যস্ত রয়েচে। (দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক) এ কটা দিন কবে যাবে? কবে যে প্রাণনাথ এসে আমার এই পালঙ্কের উপর বস্‌বেন, আমি কোন্ কথা গুলি তাঁর কাছে

আগে খুল্‌বো, তা আমি কিছুই স্থির কত্তে পাচ্চি না। (বীণাবাদ্য।)

(মালতিকার প্রবেশ।)

মাল। প্রিয়সখি! খাটের উপর বসে কি কচ্চো?

সরো। (বীণাবাদনে বিরত হইয়া) এই ভাই তোমার আগমন প্রতীক্ষা করেই বসে আছি।

মাল্‌। এখন আমার প্রতীক্ষায় কাজ্‌ কি বোন্‌। যার কত্তে হয় তারি কর।

সরো। তা ত কচ্চি বোন্‌, কিন্তু কৈ, তায় ত কিছু ফল দর্শাচ্চে না। হায়!

চাইলে হে চাতকিনী, যদি আসি কাদম্বিনী,
সমুদিত হইত গগনে!
কি লাগি তবে সে বল, নিয়ত হতো বিহ্বল,
প্রাণহারী পিপাসা পীড়নে।

মাল্‌। ভাই, লোকে বলে যে, "সবুরে মেওয়া ফলে।" যে আশার মন্ত্রণাতে এত দিন্‌কাল অপেক্ষা কল্লে, সেই আশাদেবীর উৎসাহ বাক্যে বিশ্বাস করে, আর দিন কতক কাটাও তা হলেই তোমার কার্য্য সিদ্ধি হবে। সে জন্য চিন্তা কি?

সরো। তা ত বটে, কিন্তু আমোদের কালটা ঘুণিয়ে এলো দেখে মন্‌টা কেমন চঞ্চল হয়ে উঠেচে।

মাল। (স্বগত) হায়! আর কি সে আহ্লাদের দিন আস্‌বে! আমাদের মন-আকাশে আর কি আনন্দ-ভানু

উদিত হবে! আর কি সে জ্যোৎস্না রাত্তির দেখে প্রাণ জুড়াবে! না সে ফুলবাগানে বেড়াতে ইচ্ছা হবে। হায়! তা আর হবে না, কখনই হবে না। সে সব দিন গেল, জন্মের মত গেল। (পরে প্রকাশে) হ্যাঁ, তা ত হবেই। লোকমাত্রেরই ঐ রূপ হয়ে থাকে। তবে (ক্রন্দনের পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত ও অধোবদন।)

সরো। (করস্থ বীণা যথাস্থানে রাখিয়া) অ্যাঁ, এ আবার কি! তোমার মুখখানি আজ্ এমন ভার ভার বোধ হচ্চে কেন? ঘরে কোন বিবাদ বিসম্বাদ হয়েচে বুঝি?

মধু। (স্বগত) হায়! কেন আজ্ আমি এখানে এলেম্! যে সংবাদ শুনে আমি নিজেই ধৈর্য্য ধত্তে পাল্লুম্ না, তা কেমন করেই বা এঁর কাছে প্রকাশ করি? হা! কি দুর্যোগ! (ক্ষণেক চিন্তা করিয়া) কিন্তু এ দিগে আবার তা না বল্লেও নয়। প্রিয়সখী আমার মুখে শোকচিহ্ন দেখে, যখন তার কারণ জিজ্ঞাসা করেছেন, আর একথা যখন অনেকের কানে উঠেচে, তখন তা গোপন করায় ফল কি? আগুন কতক্ষণ কাপড় চাপা থাকে? (প্রকাশে) প্রিয়সখি! তা কি বল্‌বো ভাই, তা বল্‌তে অন্তর্বাষ্পে আমার কণ্ঠরোধ হচ্চে। (পরে জনান্তিকে) হায়! চিরকাল যার চিত্তবিনোদন করে এলেম্ আজ্ কি বলেই বা তারে কাঁদাই? হায়! কি দুর্দ্দৈব!—(রোদন)

সরো। সখি! তুমি আর কেঁদ না, তোমার কান্না দেখে আমার প্রাণ আইঢাই কচ্চে। এট্টু স্থির হয়ে মনোগত বিষয়টী আমায় বল, আমি তা না শুনে আর থাক্‌তে পারি

না। বিপদে পড়্‌লে যত কষ্ট না হয়, বিপদ হবে বলে যে শঙ্কা সেটী তার চেয়ে ভয়ানক।

মাল। তবে তা এখনি বল্‌চি শুন।

সরো। শীগ্‌গির বল।

মাল। সখি! মহারাণীর মহলে বেড়াতে গিয়ে এই মোত্তর শুনে এলেম্ যে, যুবরাজ রঞ্জিতের সঙ্গে সন্ধি কর্‌বার আশয়ে তাঁরে পত্র লিখায়, তিনি গেল যুদ্ধের ক্ষতি পূরণ স্বরূপ তোমায় বে কত্তে চেয়েছেন!

সরো। (চমৎকৃতা হইয়া) বল কি সখি!

মাল। যা বল্‌চি; ভাস্করের সঙ্গে, এ বিষয় চুক্তি হয়ে, সন্ধি পত্র স্বাক্ষর পর্য্যন্ত হয়ে গেছে।

সরো। (রোরুদ্যমানা হইয়া) কে স্বাক্ষর কল্লে, বাবা না দাদা?

মাল। (গদ্গদ বাক্যে) না যুবরাজ করেছেন্, কিন্তু তায় মহারাজাও পরে সম্মত হয়েছেন্।

সরো। কি! বাবা এতে সম্মত হয়েছেন?

মাল। (বাষ্পাকুললোচনে) হাঁ ভাই, তিনি সম্মত হয়েছেন।

সরো। (সজল নয়নে) কি সর্ব্বনাশ! হায়!

কি বলিলি সজনি লো! ধিক্ রে জীবন,
হেন বার্ত্তা শুনি দেহে, আছিস্ কি লাজে!
হায় একি সর্ব্বনাশ! একি বজ্রাঘাত!
নব-নীল-নীরধর-নিনাদ শুনিয়ে,
মুদিত ময়ূরী যেই, অমনি শ্রবণে
পশিল ব্যাধের ঘোর কোদণ্ড-টঙ্কার।

ধিক্ রে সংসার, ধিক্ শত ধিক্ তোরে,
ধিক রে পাষাণ মন, বিদীর্ণ না হয়ে,
কেমনে ধৈরজ ধরি আছিস্ এখন!
যে আশাবল্লরী তুই পরম যতনে
পুষেছিলি, সমূলে তা ছিঁড়িল রে এবে!
ফুরাইল প্রিয়সখি! লীলাখেলা যত
অভাগীর—ফুরাইল চিরকাল তরে।
অন্ধকার দশদিক্ অরণ্য-সংসার।
হা বিধাতঃ! এই কি রে লিখিলি ললাটে?
হায় সখি! কতবার বলেছ সোহাগে,
সৃজেনাই বিধি মোরে দুঃখের কারণ,
দেখ পরিণাম, হায়! কেন না মরিল
অভাগিনী সরোজিনী জননী-জঠরে!!

(মৌনভাবে চিন্তা)

মাল। আর ও সব কথা বলনা ভাই, ও কথা শুনে বুক ফেটে যাচ্চে।

সরো। (অংশুকে অশ্রুমার্জ্জন করিতে করিতে) হ্যাঁ ভাই, দাদা যখন বাবাকে এ কথা বলেন, তখন সেখানে মা ছিলেন কি?

মাল। হ্যাঁ, তিনি ছিলেন বটে।

সরো। তিনি কি তায় কোন আপত্তি কল্যেন্ না।

মাল। হ্যাঁ ভাই, ঢের আপত্তি করেছিলেন। কিন্তু তায় কোন ফল দর্শাল না।

সরো। ভাল, বল দেখি ভাই! বাবা আর বড়দাদা ইচ্ছাপূর্ব্বক মত করেছেন, না অগত্যা করেছেন?

মাল। বোধ হয় তাঁরা অগত্যা করেছেন।

সরো। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) কে জানে বোন্——

মাল। যা বলচি ঠিক্। শুন্‌লেম্ যে সন্ধির বিলম্ব হওয়ায় সেনারা ক্ষেপে উঠেচে।

সরো। সখি! তাঁরা সিটি দেশের মঙ্গলের জন্য করেছেন সত্য, কিন্তু আমায় যে জীয়ন্তে মেরে ফেলা হলো। আমি এখন কি করি? যখন আমি এক জনকে মন প্রাণ সমর্পণ করেছি, তখন অন্য এক জনকে কিরূপেই বা পতিত্বে বরণ করি। হায়! চণ্ডিকা এত দিনের পর আমার প্রতি প্রতিকূল হলেন! এখন আমার সকলই বৃথা। এ বিপদ হতে আমায় উদ্ধার করে, এমন সুপাত্রও দৃষ্টিগোচর হয় না। কিম্বা আমার দ্বারাও এর কোন উপায় হওয়া অসম্ভব। আমি একে অবলা, তায় কুলবালা, আমার কি সাধ্য যে, আমি মাতাপিতা, সহোদর স্বজনের ইচ্ছার বিরুদ্ধ কায করি। এ সকল যন্ত্রণা সহ্য করা অপেক্ষা এ পাপ জীবনকে বিনষ্ট করাই ভাল। হায়! (করতলে কপোলবিন্যস্ত করিয়া রোদন।)

মাল। সে কি? কাঁদ্‌লে কেন? লোকের কি কোন বিপদ আপদ হচ্চে না। এমন কত শত হচ্চে আর যাচ্চে, তার জন্য চিন্তা কি? মন থাক্‌লে পথও আছে। তুমি যদি একান্তই সেই মনোমোহনকে মন সমর্পণ করে থাক, তবে ঈশ্বর অবশ্যই তোমায় তার করে সুঁপে দিবেন। এ বিষয়ে সন্দেহ কি? ছি ছি, চোক্ মুছে ফেল, ধৈর্য্য ধর, ভয় কোন্ কথার? বিপদ কালে বিহ্বল হওয়া ভাল নয়। তা হলে বুদ্ধি সুদ্ধি লোপ পেয়ে যায়।

সরো। সখি! তা সকলেই বলে থাকে সত্যি, কিন্তু কাযে কেহই কর্ত্তে পারে না। আমার মন এখন যা হচ্চে তা আমি জানি, এ পৃথিবী যদি এই মাত্র দুফাঁক হয়ে যেত, তবে এখুনি আমি তার মধ্যে ঢুকে প্রাণ নষ্ট কর্ত্তেম। হা হত বিধাতঃ! আমার কপালে কি এই ছিল? আমার মাথায় এই মুহূর্ত্তে বজ্রাঘাত হচ্চে না কেন? পৃথিবী আমায় যে শূন্যময় দেখাচ্চে। রে পাপ বিধি! তোর কি আমি এতই অনিষ্ট করেচি? তুই আমায় এত সুখ-সম্পদের মধ্যে রেখেও আমায় চিরদুঃখিনী কল্লি। হায়! তোর মনে যদি এই ছিল, তবে তুই আমায় এক জন দীন দুঃখীর গৃহে কেন না জন্ম দিলি! তা হলে এ বিষম যন্ত্রণা আমায় কখনই ভুগ্‌তে হতো না। হায়! আমি কি এমনি খণ্ডকপালিনী! আমার কপালে তিলার্দ্ধ সুখ নাই! হায় কি হলো! সখি,——অ্যাঁ! আমার মাথা এমন ঘুর্‌চে কেন? ওমা! এ কি গো! এ ঘর ময় ঘুর্‌চে যে—সই! ধর—ধ—র—গো—উঁ—হু—(ভূতলে পতন ও মূর্চ্ছা।)

মাল। (সভয়ে দণ্ডায়মানা হইয়া ব্যস্ততা-জনিত স্বর-ভঙ্গিতে) অ্যাঁ! এ কি! ও মা! এ আবার কি হলো! আ কপাল! (মস্তকে করাঘাত) এ যে কাটা ঘায়ে নুণের ছিটে গো। আহা! ও সুকুমার অঙ্গে কি ভয়ানক আঘাত লাগ্‌লো গো! (পরে সরোজিনীর উভয় কক্ষতলে স্বীয় পাণিদ্বয় প্রদান করিয়া) প্রিয়সখি! ওঠো ওঠো, আর অমন্ করে পড়ে থেকো না।—কি বিপদ! আমি এঁরে এত করে ডাক্‌চি, তবুও এঁর শাড়া শব্দটী পাচ্চি না কেন? ইনি যে

কেতে পোড়েচেন্, সেই কেতেই পোড়ে রয়েচেন্। এ রকম কেন?—তবে কি মূর্চ্ছা?—সখী আমার মূর্চ্ছিতা হয়েচেন? হায় কি হলো! এ আবার কি সর্ব্বনাশ! এখন কি করি? কোথা যাই? হায়! এমন কথা আমি কেনই বা তাঁরে বল্লেম্? পোড়ারমুখী মুরলা কোথায়? ওলো মুরলা! এ ছুঁড়ী থাকে থাকে আবার কোথায় যায়? ওলো মুরলা!

(মুরলার প্রবেশ।)

মুর। হ্যাঁগা, এ ঘরে এত কান্নাকাটী পড়েছে কেন? ওমা সে কি! রাজনন্দিনী এমন হয়ে পড়ে রয়েচেন কেন?

মাল। তুই কোথায় ছিলি লা?

মুর। ওগো আমি ছাতের উপর বসে মালা গাঁথ্‌ছিলেম্।

মাল। আমর! "কার সর্ব্বনাশ কার পৌষ মাস!" ওলো চট্ করে এক ঘড়া জল নিয়ে আয়গে যা।

মুর। কেন গা? রাজনন্দিনীর কি হয়েচে?

মাল। ওলো তুই আগে যা না, পরে শুন্‌বি, বল্লে কথা শুনিস্ না কেন?

(মুরলার প্রস্থান ও জল লইয়া পুনঃ প্রবেশ।)

মাল। এনেচিস্?

মুর। হ্যাঁ এনেচি, এই নেও। (প্রদান)

মাল। (জল লইয়া মস্তকে বক্ষে ও শরীরের অন্য অন্য স্থানে প্রদানপূর্ব্বক) সখি! একবার আমার মুক্‌পানে তাকাও দুটা কথা কও। সে কি? অমন করে পড়ে রয়েচ কেন? তুমি কতবার আমায় বলেচ যে, "আমি কথা না কয়ে থাক্‌তে

পারি না” কিন্তু কৈ! তুমি ত সেই অবধি চুপ করে পড়ে রয়েচ। তোমার কোন শাড়া শুড়িটী নাই। (মস্তকে পুনর্ব্বার জল প্রদান করিয়া) প্রিয়সখি! ওঠো ওঠো।

সরো। (প্রকৃতিস্থ হইয়া তন্দ্রাজড়িত স্বরে) সখি! আমার জীবিতনাথ কোথায়?

মাল। (ব্যগ্রভাবে) এই যে, তিনি তোমার সম্মুখেই দাঁড়িয়ে রয়েচেন্। ওঠো ওঠো।

সরো। (নিদ্রোত্থিতের ন্যায় গাত্রোত্থান করিয়া) ছি ভাই, তুমি আমায় কেন স্বভাবস্থ কল্যে, আমি সে আঁধারে ভাল ছিলাম্। এ যে ভয়ানক আল, কেবল বিভীষিকা বই আর কিছুই দেখায় না। হায়! সে অবস্থায় আমার মনে চিন্তার লেশ মাত্র ছিল না, আমি অনুপম-স্বর্গ-সুখ ভোগ কচ্যিলেম্। হা! জগদীশ! তুমি আমার কি সুকালই হরণ কল্লে!

মাল। সর্ব্বরক্ষে!—ভাই এতক্ষণের পর আমার ভরসা হলো। তোমার এরূপ দুর্দ্দশা দেখে, আমি আর আমাতে ছিলুম্ না।

সরো। ভাই আমায় এটু খাবার জল দাও। পিপা-সায় আমার প্রাণ গেল।

মাল। ওলো মুরলা!

মুর। কি গো?

মাল। এক গেলাস খাবার জল নিয়ে আয় তো।

মুর। এই যে আনি।

[প্রস্থান।

(জলপাত্রহস্তে পুনঃ প্রবেশ।)

মাল। (মুরলার হস্ত হইতে জল গ্রহণ করিয়া) এই নেও ভাই জল খাও।

সরো। (পানান্তে) বাপ! এতক্ষণের পর আমার দেহে প্রাণ বস্‌লো।

মুর। (স্বগত) এঁর কি হয়েচে, আমি কিছুই স্থির কর্ত্তে পাচ্চিনা। কোন ব্যারাম্ স্যারাম্ হয়নি তো?—যা হোক পরে জিগ্‌গেস্‌বো। এখন জিগ্‌গেস্‌বার সময় নয়। (প্রকাশে) ওগো! গা তুলে শোবার ঘরে চলুন, এখানটায় বসে আর কি হবে। আমি যাই শেজ বিছানা করিগে।

মাল। ওলো! এসব কথা যেন কারে খুলিস্‌নে।

মুর। (স্বগত) আমি ঘটনার গোড়াগুড়ি কিছুইতো জানি না, আবার অন্যে বলবো কি!—(প্রকাশে) ওগো তা না, আমি কারেই কিছু বল্‌বোনা আপনারা সে বিষয়ে নিশ্চিন্দি থাকুন।

[মুরলার প্রস্থান।

মাল। চল ভাই, এট্টু শোবে চল। তা হলে তোমার শরীরটা কতক সুস্থ হবে।

সর। সই! এজন্মে কি আর আমার শোবার সাদ আছে।—(রোদন)

মাল। ছি ভাই, আবার কাঁদ্‌লে?—এত হতাশ হচ্চ কেন? এট্টু ধৈর্য্য ধর, ঈশ্বরের কৃপায়, তুমি তোমার প্রাণপতিকে অবশ্য পাবে। রাজ্‌রাজ্যেশ্বরী হবে। এত নিরাশ

হচ্চ কেন? আমার মাথা খাও, আর কেঁদো না। তোমার কান্না দেখে আমার বুক্ ফেটে যাচ্চে। প্রাণ বাইর হচ্চে। (পরে স্বীয় উত্তরীয় বস্ত্রে সরোজিনীর অশ্রু মার্জ্জন করিয়া) চল চল আর বিলম্ব করনা, রাত্ ঢের হয়েচে।

সরো। হা প্রাণেশ্বর! আমি তোমার জন্য জীবন্মৃত হয়েছি। আমার শরীরে আর প্রাণ নাই। আমি স্বপ্নেও জান্‌তেম না যে, আমায় এমন যন্ত্রণা ভোগ কর্ত্তে হবে। হা নাথ! কোথায় তুমি! তোমাবই আমি কাহাকেও জানি না। তুমিই দাসীর সর্ব্বস্ব। দাসীকে আর কষ্ট দিও না। ত্বরায় এস; দাসী তোমার আসা পথ্ চেয়ে রয়েছে।—(রোদন)

মাল। (ক্রন্দনোন্মুখী হইয়া) ভাই আর কেঁদো না। স্থির হও। অমন করে কেঁদে কেঁদে কি শেষ আবার দৃশা হারাবে?

(মুরলার পুনঃ প্রবেশ।)

মুর। ওগো বিচেনা হয়েচে, ঘুমাও গে।

মাল। চল না ভাই। আর——(অর্দ্ধোক্তি)

সরো। চল্ তবে। আমার শুয়া বসা সবই সমান।

[সকলের প্রস্থান।

ইতি দ্বিতীয়-অঙ্ক।

পট-ক্ষেপণ।

তৃতীয়-অঙ্ক।

প্রথম-গর্ভাঙ্ক।

রত্নগিরি।—সরোজিনীর শয়ন-মন্দির।

(সরোজিনী বীণাহস্তে এক খণ্ড পালঙ্কোপরি শয়ানা হইয়া করুণস্বরে গীতালাপ।)

রাগিণী রামকেলী—তাল আড়াঠেকা।

মন রে যে জনে তুমি ভাবিতেছ অনুক্ষণ।
সেজন কি তব লাগি কখন ভাবে এমন॥
এই কি রীতি তোমার, জ্বালাইবে অনিবার,
বুঝাইনু যত বার, শুনিলে না কদাচন। ১॥
বিফলে পরের তরে, লাভ কি ভাবনা করে,
পরের বেদনা পরে মানে কি মন কখন। ২॥
হায় কি লাগিয়া বল, ও রূপরাশি জুতল,
হেরিয়া এত বিহ্বল, হইলি রে অকারণ। ৩॥

(গীতান্তে) হায়! আমি যে ভেবে ভেবে সারা হলেম্। পোড়া মন্‌কে যত বুঝাচ্চি, সে তো কোন মতেই আমার বোঝা মান্‌চেনা, বরং আরো উতলা হচ্চে। এখন উপায় কি? আমি যে জীয়ন্তে মরা হলেম্। হায়! প্রাণবল্লভ বিহনে আমার যে কি দুর্দ্দশাই হবে, তা আমি এখনো

স্থির কর্ত্তে পাচ্চি না। হে বিধাতঃ! তুমি কি আমার প্রতি এতই বিরক্ত !!

(মালতিকার প্রবেশ।)

সরো। (মালতীকে সন্নিকটে দেখিয়া) কে প্রিয়সখি! এস ভাই এস, এইখানে বসো। (পালঙ্কোপরি বীণা রক্ষণ)

মাল। (পর্য্যঙ্ক পার্শ্বে আসীনা হইয়া) না বেশ, আরো এটু ঘুমাও। ব্যালা বুঝি হয় নি?

সরো। তা ভাই হতে দেও, উঠেইবা কি কর্ব্বো? মনে সুখ না থাকলে কিছুই ভাল লাগে না।

মাল। তা তো লাগে না জানি। তবুও অনেক ব্যালা পর্য্যন্ত শুয়ে থাক্‌লে শরীর যে নিতান্ত অলস ও অসুস্থ হয়।

সরো। হয়ে মরুক। আমার এজীবন কেবল দুঃখেরই জন্যে। সুখের সঙ্গে এর কোন সম্পর্কই নাই।

মাল। কি বল তুমি, এদিন কি তোমার যাবে না?

সরো। হায়! এদিন কি সত্য সত্যই যাবে! সত্য সত্যই কি আমার এমন শুভ-দিন হবে যে, আমি জীবিত-নাথের মোহন-মূর্ত্তি খানি মনের সাধে দেখ্‌বো। বিধাতা সত্যই কি আমার প্রতি অনুকূল! সখি! আমার দুঃখ-নিশি সত্যই কি পোহাবে না, চিরকাল এইরূপ থাক্‌বে!

মাল। পোহাবে নয়তো কি, অব্বিশ্যি পোহাবে। না পুহিয়ে কি আর চিরকাল থাক্‌বে?

সরো। আমার ত ভাই ঐরূপ বোধ লাগ্‌চে।

মাল। ছিছি! অমন কথা আর মনে এনো না।

(মধুরিকার প্রবেশ।)

মধু। কি ভাই, দুজনায় বসে কি পরামর্শ হচ্চে?

সরো। পরামর্শ আর কি হবে ভাই। এই দুজনায় বসে দুটা দুঃখের কথা বল্‌চি।

মধু। আচ্ছা ভাই, কেউ যদি সে দুঃখ ঘুচিয়ে দিতে পারে, তারে কি দিবে বল দেখিন্?

সরো। সে যা চাইবে তাই দেবো।

মধু। দেখো! যেন পাল্‌টাইওনা।

সরো। না, কখনই পাল্‌টাবো না।

মধু। সাবধান! প্রতিজ্ঞা বড় দায়।

সরো। সে যদি অসম্ভব প্রার্থনা করে, তা হলে আমি কোত্থেকে দেবো।

মধু। তবে "যা চাইবে তাই দেবো" এর অর্থ কি?

সরো। ওর অর্থ অনর্থ, সে কথায় আর কায কি ভাই। আমার সঙ্গে এত চাতুরী খেলাটা ভাল দেখায় কি। আমি বেশ জানি, তুমিই সে কথা জান। তবে বল্‌চনা কেন? আমায় দুঃখিতা দেখ্‌তে কি তুমি ভাল বাস?

মধু। ঐ ত জ্বালা আর কি। তোমার কাছে কোন কথাটী আর তুল্‌বার যো নাই। তোমার কাণে উঠেচে তো তুমি ওম্‌নি তা জান্‌বার জন্যে পাগল হয়েছ।

মাল। তা কে না হয়?

সরো। সকলেরই ঐ গতিক।

মধু। আর কেউ যদি হয় তো তোমাদের মত নয়, তোমরা যে নদী না দেখে নেংটা হও।

মাল। বল না কেন ভাই। অনর্থক বিলম্বের প্রয়োজন কি ?

সরো। (গাত্রোত্থান পূর্ব্বক মধুরিকার দক্ষিণ হস্ত ধারণ করিয়া) তুই বল বোন্, আমি তা না শুনে আর থাক্‌তে পারি না। আমার প্রাণ আই ঢাই কচ্চে।

মধু। প্রিয়সখি! আমি অনেক ভেবে চিন্তে একটী সদুপায় স্থির করেছি। বোধ হয় তায় তোমার অনেক সুবিধা হতে পারে।

সরো। অ্যাঁ! সুবিধা হতে পারে ? তবে বল বল, তা জান্‌লে আমি জীবন পাই।

মধু। ভাই সে উপায়টী এই যে, তোমার মনোচোরের কাছে, একখানি পত্র পাঠাতে হবে।

সরো (ক্ষণেক ভাবিয়া) ভাল, তায় কি লিখ্‌তে হবে বল দেখি ?

মধু। তাতে তোমার বিগত ঘটনাগুলি লেখা থাক্‌বে, আর তোমায় হরণ করে নিয়ে যেতেও অনুরোধ কত্তে হবে।

সরো। ভাই, বেশ সদুপায়টী কিন্তু বের করেছ। এ যথার্থই আমার মনোমত হয়েছে।

মাল। তবে আর দেরী কেন, এখনি লিখ্‌তে আরম্ভ কর।

সরো। হায়! আমার কি মনের স্থিরতা আছে যে, আমি তা লিখ্‌বো। তুমি বরং লিখে দেও তো বড় ভাল হয়।

মাল। তা কেমন করে হবে। তোমার মনোগত ভাব, আমি কি করে জান্‌বো ?

সরো। আরে লিখে দেও, সে জন্য চিন্তা কি?

মধু। না, না, তা কখনই হতে পারে না। তুমি একজন ভুক্তভোগী হয়ে লিখ্‌লে, সেখানি যত ভাবশুদ্ধ হবে, তত কিছু আমাদের লেখায় হবে না।

সরো। আচ্ছা ভাই, তবে লিখি। (কাগজ মস্যাধার ও লেখনী আনয়ন করিয়া লিখিতে আরম্ভ।)

মধু। কেমন গো মালতি-দিদি! কাল রাত্তিরে বিছানায় পড়ে, ভাব্‌তে ভাব্‌তে, ভাল উপায় মনে পড়ে গ্যাল। ঈশ্বর ইচ্ছায় এটী যদি সিদ্ধ হয়, তবে আমরা সকলকেই ভেল্কীভেকা বানিয়ে দেবো। আর এত কাণ্ড কারখানা সবই ভণ্ডুর হয়ে যাবে।

মাল। তা বই কি, এই বার দেখ্‌তে হবে, সে মিন্‌সে এসে আমাদের রাজনন্দিনীকে কেমনে 'বে কোর্ব্বে। বাছায় এবার শিশুপালের মত নাকালের হদ্দটা হতে হবে। হাতে সূতো বেঁধে বে কর্ত্তে এসে, বোঁচামুখে ঘরে ফিরে যেতে হবে।

মধু। তাইতো লো, লোকের কাছে, তার মুখ দেখান ভার হবে। এত জারী জুরি ভুর ভার, সবই ফেঁসে যাবে। মিন্‌সের সাহসটা দেখ, এ বুড় বয়েসে বে কর্ত্তে চেয়েছে! আর কি বুড়র বয়স্‌ আছে?

মাল। সে কি কোর্ব্বে বোন্‌। তারে যে মদন-জ্বালা ধরেচে।

মধু। তায় আর মদন-জ্বালা ধর্ত্তে হয়নি। তার পিত্তি চুঁয়ে গেছে। শুষ্ক তরু মুঞ্জরিত হওয়া সহজ কথা নয়। ওরে তো মদন-জ্বালা ধরেনি, ওরে মরণের জ্বালা ধরেছে।

ওদিকে যম টান্‌চে এ দিকে আবার বল্‌চে নাকি, আমার বিয়ে হবে! আমার যদি ক্ষমতা থাক্‌তো তবে আমি ঝাঁটার বাড়িতে এখনি তার সে নেশা ছাড়্‌য়ে দিতেম্‌। ওমা! (দন্তে জিহ্বা কর্ত্তন।)

মাল। চুলোয় যাক্‌, সে সব কথায় আর কাজ নাই। আমরা আদা-ব্যাপারী, আমাদের সে জাহাজের খবরে কি দরকার। (পরে সরোজিনীর প্রতি) কি ভাই, পত্তর লেখা ফুরুলো!

সরো। হ্যাঁ ভাই, ফুর্‌য়েছে।

মাল। দেখি কি লিখ্‌লে।

সরো। একটু থামো শিরোনামাটা লিখে দি। (শিরোনামা লিখিয়া তৎপরে) এই নেও (প্রদান।)

মাল ও মধু। (পাঠান্তে) আহা! এ পড়ে তো মধুকর উড়ে এসে জুড়ে বস্‌বে দেখ্‌চি।

সরো। ভাই সেটি হওয়া অসম্ভব।

মাল। অসম্ভব কোন্‌ কথার? সে যদি তোমার চাঁদ মুখখানি একবার দেখে থাকে তবে তুমি নিশ্চয় জেনো যে, সে খোপ গিলেচে; (পরে সরোজিনীর চিবুকাগ্র ধরিয়া) সখি! তার মত যুবক কি কখনো এমন রূপসী ষোড়শীকে দেখে ধৈর্য্য ধর্ত্তে পারে?

সরো। ভাই, তুমি বল্‌চ বটে, কিন্তু আমার তো ততদূর বিশ্বাস হচ্চে না। পুরুষের মনের ভাব, সকল সময় কি সমান থাকে? যদিও সবপ্রথমে আমার উপর এক আদ্‌ টুকু আসক্তি হয়েছিল, এত দিন তা ঘুচে গেছে।

মধু। তা কখনই হতে পারে না। মন-সরোবরে প্রেমের পদ্মকলিকাটী একবার ফুট্‌লে তা কখনই শুকায় না। প্রেম যদি প্রকৃত প্রেম হয়—(অর্দ্ধোক্তি।)

সরো। "হাতে পাঁজি মঙ্গলবার" যা হবার থাক্‌বে আর দিন দুই পরে সব জানা যাবে।

মাল। হ্যাঁ ভাই, সব ত হলো বটে, কিন্তু পত্র খানি কার হাতে পাঠান যায়, বল্ দেখি?

সরো। ঠিক ঠিক, বেশ কথা মনে করেছ। আমাদের সেই ইন্দুর গুলোনের মত বিচার দেখ্‌চি। ঘণ্টা বাঁধা স্থির হলো, এখন ঘণ্টা কে বাঁধে, তার কোন খোঁজ খবর নাই।

সরো। কাকে পাঠালে ভাল হয়, বল দেখি।

মাল। আমার পরামর্শে আচার্য্যকে পাঠালেই খুব ভাল হয়।

সরো। সে কি! তিনি যে এখানে নাই।

মাল। আমি খবর পেয়েচি, তিনি কাল রাত্তিরে বাড়ি এসেচেন্।

মধু। তবে তাঁরে ডাকবার জন্য, এক জন লোক পাঠালে ত ভাল হয়?

সরো। হ্যাঁ তা হয় বৈ কি, কিন্তু কারে পাঠাবে বল দেখি?

মাল। মুরলা কেন যাক্ না?

সরো। হ্যাঁ, সে যেতে পারে; কিন্তু তারে এ সব কথা কিছু খুলে বল্‌বার প্রয়োজন নাই।

মাল। না, না, তাকি বল্‌তে আছে।

সরো। সখি! তবে তুমি গে বলে এসো।

মাল। আচ্ছা যাই তবে।

সরো। আর ভাই আস্‌বার সময়, ওঘর থেকে, আমার অংশুক খানা ওম্নি নিয়ে এসো।

মধু। ওরে আর তা আস্তে হবে না, ও যে কাজে যাচ্চে যাক্। আমি বরং সেখানা এনে দিচ্চি।

[উভয়ের প্রস্থান।

সরো। (স্বগত) হায়! প্রাণনাথকে এই পত্র খানি লিখলেম্ সত্যি, কিন্তু পরিণামে যে কি হবে তা ভেবে চিন্তে স্থির করা কঠিন। (ক্ষণেক চিন্তা করিয়া) হাঁ! যা ঘট্‌বার থাকে ঘট্‌বে। তার তরে প্রস্তুত হয়েই আমি এ পত্র লিখেচি। "হয় লভি প্রেম ধন, নতুবা ত্যজি জীবন।" (চিন্তা) ঐ যা! প্রাণনাথ যে পরাধীন! আমি আপ্ত চিন্তায় মগ্ন হয়ে এটা একবারও ভাবি নাই। এ বিষয়টী পত্রে লিখ্‌তেও ভুলে গিছি! (পত্র ও লেখনী পুনর্ব্বার গ্রহণ করিয়া) কোথায় লিখি, পত্রে এটু জায়গা তো নাই। পুনশ্চ করে লিখে দি, তা হলেই হবে। ইচ্ছা ছিল আর একখানা কাগজে পরিস্কার করে লিখে দিতেম্। কিন্তু আর পারিনে। মন নিতান্ত অস্থির হয়ে পোড়েছে, হয়তো ভাল কত্তে গে মন্দ করে বস্‌বো। নীচে ঢের স্থান আছে, এই খানে সেটুকু লিখে ফেলি। (লিখনারম্ভ।)

(মালতিকা ও মধুরিকার পুনঃ প্রবেশ।)

মাল। ওকি! আবার লিখ্‌চ?

সরো। একটা বিষয় লিখ্‌তে ভুলে গেচ্‌লুম্, সেইটে লিখে দিচ্চি।

মাল ও মধু। (পত্র দেখিয়া) হ্যাঁ হ্যাঁ, এবিষয়টা লেখা উচিত বটে। এটা আমরাও ভুলে গেচ্‌লুম্।

সরো। ভাগ্‌গি আমার মনে পড়্‌লো। তা না হলে— (অর্দ্ধোক্তি।)

মধু। হ্যাঁ, তা বই কি।—

(মুরলার সহিত কৃপাচার্য্যের প্রবেশ।)

কৃপা। জয় যোগীন্দ্ররমণী, শুম্ভ-নিসূদনী,
দনুজ-দলনী শুভঙ্করী। ১।
জয় জলদ-বরণী, গনেশ-জননী,
তারা ত্রিনয়নী, যজ্ঞেশ্বরী ।২॥
জয় মহিষ-মর্দ্দিনী, কৈটভ-নাশিনী,
মহেশ-মোহিনী, মহেশ্বরী ।৩।
জয় মৃগেন্দ্র-বাহিনী, অসুর-ঘাতিনী,
ত্রিলোক-তারিণী, দিগম্বরী ।৪॥
জয় ত্রিগুণ-ধারিণী, ত্রিতাপ-হারিণী,
ত্রিলোক-পালিনী,ভয়ঙ্করী ।৫॥
জয় নমুণ্ড-মালিনী, শম্ভু-সোহাগিনী,
গজেন্দ্রগামিনী, জয়ঙ্করী ।৬॥
জয় যন্ত্রণা-বারিণী, কৈলাসবাসিনী,
সর্ব্বস্ব-সাধিনী, সর্ব্বেশ্বরী ।৭॥

সরো। (আচার্য্যকে আগত দেখিয়া) কে আচার্য্য

মশায় ? প্রণাম, আস্তে আজ্ঞা হয়, ঐ আসন পরিগ্রহ করে স্থান পবিত্র করুন।

আ। (উপবিষ্ট হইয়া) বৎসে সরোজিনি! তোমার কায়িক কুশল তো ?

সরো। কুশল আর কি ভগবন্!—আমার অন্তরিন্দ্রিয় যা হচ্চে, তা কেউ দেখ্‌তেও পার্‌বেনা। আমি তা প্রকাশ কত্তেও পারবো না। হায়! আমার রোগের বৈদ্য, বিভাবসু-সুত।

আ। সে কি ? এত কাতর হচ্চ কেন ?

মধু। ভগবন্! আপনি সিতারায় কিজন্য গিছিলেন ?

আ। বৎসে! কোন বিশেষ প্রয়োজন ছিল।

সরো। ভগবন্! আমাদের দুরবস্থার বিষয় অবগত হয়েছেন কি ?

আ। হ্যাঁ বাছা, তা সবই শুনেছি।

মাল। আপনি আবার কোত্থেকে শুন্‌লেন্ ?

আ। আজ্ প্রাতে ব্রাহ্মণী আমায় সব খুলে তেড়ে বলেছে।

মাল। সেখান্‌কার সংবাদ কি ?

আ। সংবাদ আর কি, দেখ্‌লেম্ রাজার সৈন্য-সামন্ত, জ্ঞাত্-কুটুম্বরা এখানে আস্‌বার জন্যে, উজ্জুগ্ সুজ্জুগ্ কচ্চে।

মধু। তবে তিনি এলেন বলে!

আ। তা বৈকি, এই নিকটেই আস্‌বেন। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, সরোজ আমার যেমন লেখা পড়া শিকে ছিল, তেমন অনুরূপ পাত্রে প্রতিপাদিত হতে পাল্লে না। তার মনের সাধ মনেই রৈল।

সরো। (সকাতরে) হায়! বিধেতা আমায় তা কত্তে দিলে কৈ! এ অভাগিনীর ভাগ্যে যা থাক্‌বে তাই— কপাল ভাঙ্গিলে যোড়া লাগে না। (রোদন।)

আ। না বাছা কেঁদোনা, তোমার অশ্রুপাত দেখে আমি আর চক্ষে জল রাখ্‌তে পাচ্চি না।

সরো। গুরো! আমার কপালে এই ছিল যে, আমার শোণিত অশ্রুতে পরিণত হবে। হায়! আমি কাঁদ্‌বো না তো আর কাঁদ্‌বে কে?—

মাল। মহাভাগ! আপনি যদি মনে করেন তবে প্রিয়সখীকে অনায়াসে এ বিপদ হতে উদ্ধার কত্তে পারেন।

সরো। গুরো! আমি এখন নিতান্ত অনাথিনী হয়েচি, আমার এমন কেউ সহায় সাপক্ষ নাই যে, এ সময় একটু সাহায্য করে। আপনি আমায় অপত্যবৎস্নেহ করেন, তাই প্রার্থনা করি, যে প্রকারে হোক্, আমায় এ যাত্রা বাঁচান।

আ। (স্বগত) আঃ! পরোপকারের ইচ্ছা সত্ত্বে, ক্ষমতা না থাকা কি ক্লেশকর! (পরে প্রকাশে) বৎসে! আমি সাধ্যানুসারে তোমার উপকার কর্ত্তে প্রতিশ্রুত আছি, কিন্তু কি করি, যে উপায়ে তোমায় এ বিপদ হতে উদ্ধার কত্তে হবে, তা যদি আমি জান্‌তেম্, তা হলে সেটী অবলম্বন কত্তে বোধ হয় আমার চেয়ে বেশী আগ্রহ আর কারুরই হতো না।

মধু। গুরো! আমরা একটী উপায় উদ্ভাবন করেছি, অনুজ্ঞাত হলে শ্রীচরণে প্রকাশ করি।

আ। অগৌণে তার আর আজ্ঞাপেক্ষা কি।

মধু। সেটী এই সখী সরোজিনীর দৌত্যকার্য্য স্বীকার করা। সিতারায় মধুকরের কাছে আপনাকে একবার যেতে হবে।

আ। তা আমি এই মুহূর্ত্ত যেতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু কোন রকম নিদর্শন চাই।

মধু। তাও প্রস্তুত। আমরা তাঁর নামে এক খানি পত্র লিখে রেখেচি।

আ। সে লিপি-খণ্ড আমায় দেও, আর এ বিষয়টীকে খুব গোপনে রাখ্‌তে চেষ্টা করো। যেন এই তিন কাণ বই চার কাণ হয় না।

সরো। তা তো রাখবোই। তা আমাদের হৃদয়ে আছে। হৃদয় বিদীর্ণ না হলে, অন্য কেউ তায় জান্‌চেনা। (পরে মধুরিকার প্রতি) সখি! পত্রখান ওঁরে দাও।

মধু। (পত্র আনয়ন করিয়া আচার্য্যের প্রতি) এই নিন মহাশয়। (প্রদান)

আ। (উত্তরীয় বস্ত্রপ্রান্তে পত্রখণ্ড বন্ধনপূর্ব্বক) বৎসে সরোজিনি! তবে আমি চল্লেম্। দেখ, তুমি আর অনর্থক ভেবোনা। সারাঘণ্টি ভাব্‌লে পর শরীর শীর্ণ হয়ে যাবে।

সরো। হায়! তাতো হয়েইছে। হতে আর নাই। (পরে সলজ্জভাবে) আর দেখুন———

আ। এত লজ্জা কেন? যা বল্‌বার থাকে বল না?

সরো। (স্বগত) আ! কি বল্‌বো ছাই স্থির কত্তেও পাচ্চি না। (প্রকাশে) যা বলুতে হবে দাসীর উপর মশায়ের স্নেহই তা বলে দেবে।

আ। বৎসে! যেরূপ বল্‌তে হয়, আমি তা বল্‌বো; কিন্তু তুমি ভালর জন্যই আশা কর। (পরে মালতিকা ও মধুরিকার প্রতি) দেখ বাছা! তোমরা যেন এঁকে ছেড়ে ছুড়ে যেওনা। সর্ব্বদাই এঁর কাছে থেকো।

মাল। তাতো থাকবোই।

মধু। কখন্. আমরা ওঁর কাচ্ ছাড়া হয়ে থাকি যে এখন হবো?

সরো। ভগবন্! আপনি আসুন। আর বিলম্ব কর্‌বেন না।

আ। হ্যাঁ, আসি তবে।

সরো-মা-মধু। প্রণাম হই।

আ। সুখে থাক। (প্রস্থান।)

মাল। কেমন সই, আচার্য্য মহাশয় বেড়ে লোক।

সরো। তা আর বল্‌তে কি, পরের মন বুজ্‌তে ওঁর মত আর তুটী নাই।

মধু। আর তিনি যখন এ বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়েচেন, তখন কোন না কোন একটা পথ করেই আসবেন।

সরো। তা কে বল্‌তে পারে ভাই, সবই ঈশ্বরের হাত।

মধু। তা বটে, তবুও একজন উপযুক্ত ব্যক্তির হস্তে কোন রকম কর্ম্মভার ন্যস্ত কল্যে অক্লেশে নিশ্চিন্দি হওয়া যায়।

সরো। তা অব্বিশ্যি। আচার্য্য মহাশয় যখন একাযে হাত দিয়েছেন, তখন কর্ত্তব্য কর্ম্মের কোন ত্রুটি হবে না। এখন আমার ভাগ্যে যা থাক্।

(মুরলার প্রবেশ।)

মুর। ওগো, বাগানের পুকুর ঘাটে, তেল টেল সব রেখে

এইচি। আপনারা গেলেই পাবেন। আমার আর খোঁজ কর্ব্বেন্ না। আমার আজ অনেক পাটঝাঁট আছে।

সরো। আচ্ছা, তুই যা।

মুর। যে আজ্ঞা।

[প্রস্থান।

সরো। সখি! চল তবে স্নান কত্তে যাওয়া যাক্।

মধু। তা ত যাবে বটে, কিন্তু ভাই বল দেখি, কাল রাত্তিরের মূর্চ্ছার কথাটা এত রাষ্ট হয়ে পড়্লো কিসে?

সরো। সে দৈবাৎ হয়ে পড়লো। আমি শুতে যাচ্চি, এমন সময় মা এসে পড়্লেন্; আর আমার এলো খেলো চুল ও ভিজে কাপড় দেখে তিনি একবারে আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন।

মধু। তা দেখে তিনি কি জিগ্গেসলেন?

সরো। তিনি জিগ্গেস্লেন যে, "হ্যাঁ সরোজ! তোমার কাপড় চোপড় এমন হয়েচে কেন" তায় আমি বল্লেম যে, "কেলিগৃহে একটা পালঙ্কের ধারে বসে মালতীর সঙ্গে ইদিক সেদিক্কের পাঁচ রকম গল্প কচ্চি, কত্তেং দৈবাৎ কি একটা শিরঃপীড়া এসে উপস্থিত হল, কে জানে! আমি তখনি ডিগ্বাজী খেয়ে দাড়দুড়ুম্ করে ভূতলে পড়ে গেলেম, আর পড়েই অম্নি মূর্চ্ছা। কিন্তু সে যা হোক্, সখীর সাহায্যে এখন স্বভাবস্থ হইচি।"

মধু। সে কথা শুনে তিনি কি বল্যেন্?

মাল। তিনি আর বল্বেন কি? তিনি শশব্যস্ত হয়ে কাঁদ কাঁদ মুখে সজনীরে বেশ করে দেখে চেয়ে তাঁর গায়

মাথায় হাত বুলাতে লাগলেন; আর তখনি যুবরাজের কাছে এই অসুখের সংবাদ পাঠিয়ে দিলেন।

মধু। তিনি কি এসেছিলেন?

মাল। হ্যাঁ, তিনি, সেনাপতি ও আর একজন কে, এই তিন জনায় একত্রে এসেছিলেন। আর এঁরা দেখে গেলে পর মহারাজাও এসেছিলেন।

মধু। মহারাণী সমস্ত রাত্রি ছিলেন কি?

মাল। না, মহারাজার সঙ্গেই চলে গেলেন। আর সখী ঘুমিয়ে যাওয়ায় আমিও বাড়ী চলে এলেম্।

মধু। তুই কি তাঁরে একলা ফেলে এলি?

মাল। ওলো না, তাঁর কাছে অনেক মেয়েরা ছিল।

সরো। চল তবে চান কত্তে যাই।

মাল ও মধু। হ্যাঁ চল।

[প্রস্থান।

ইতি প্রথমাঙ্ক।

তৃতীয়-অঙ্ক।

দ্বিতীয়-গর্ভাঙ্ক।

রত্নগিরি।—অন্তঃপুর সংক্রান্ত অস্ত্রাগার।

(ধনঞ্জয় সিংহ উপস্থিত।)

ধন। (পরিক্রম করিতে করিতে) আঃ! রাজারা কি ভয়ানক অর্থ-লোলুপ! তাদের সামান্য একটী ইচ্ছা চরিতার্থের জন্য কি বিষম হত্যাকাণ্ডই না উপস্থিত হয়? লক্ষ লক্ষ রথী, সেনাপতি, পত্তি, রণ-তরঙ্গে মগ্ন হয়ে, কালগ্রাসে পতিত হচ্চে। হায়! এই যে সব কৃপাণ, জড়পিণ্ডের মত খাপে বদ্ধ রয়েছে, যখন এ সকল খাপছাড়া হয়ে রণ-মদ-মত্ত বীর-পুরুষদের হস্তে পড়ে, তখন এ সকলকে রোষভীষণ ভুজঙ্গ বা সাক্ষাৎ শমন বল্লেও অত্যুক্তি হয় না। (ক্ষণ কাল তূষ্ণী-ভূত হইয়া পরিক্রমণান্তর) কাল বাবা আমায় বলেছিলেন সরোজকে বুঝাবার জন্য প্রেয়সীকে পাঠিয়ে দিতে, কিন্তু আগে তাঁর মন না বুঝে, তাঁরে কি করেই বা অনুরোধ করি? যদি তিনি আমার মতে মতী হন, তবে তাঁরে অনুরোধ কত্তে হবেনা, একবার বল্যেই হবে। কিন্তু যদি না হন, তবেই বিষম গোল! ভাল দেখি কি হয়। সুযোগ পাই ত একবার বলবো। (পরিক্রম) কৈ, প্রেয়সী এতক্ষণ এলেন না কেন? কঞ্চুকী কি ডেকে দেয় নি? (পরে উৎকর্ণ হইয়া) না ঐ যে, নূপুরের রুনু ঝুনু শব্দ শুনাচ্যে, বোধ হয় প্রিয়াই এখানে আসচেন।

(মদনিকার প্রবেশ।)

ধন। (মদনিকাকে সমাগত দেখিয়া) এই যে, আঃ! বাঁচলেম; এস এস প্রিয়ে, আমি তোমার জন্যই বসে আছি।

মদ। আমার আজ শুভদিন বল্‌তে হবে।

ধন। প্রিয়ে, তা তোমার কেন? একরকম আমারই বল্যে হয়। আজ প্রায় দিন দুয়ের পর তোমার সঙ্গে এই দেখা হলো।

মদ। তা আমারও দিন দুয়ের পর তোমার সঙ্গে এই দেখা হলো। ভাল, বল দেখি, তোমার এত কি কায ছিল যে, এই দু দিনের মধ্যে তুমি একবারও আস্‌তে পাল্লেনা?

ধন। প্রিয়ে! কায না থাক্‌লে কি তোমার সুধাময় সহবাস ছেড়ে সাধে সাধে বাইরে পড়ে থাকি?

মদ। না হয় মন্ত্রী মশায়ের উপর সেসব কর্ম্মের ভার দাও না; তা হলে তো তোমার অনেক অবকাশ হবে। আঃ! তুমি যে দিবারাত্র খেটে খেটে নাজেহাল হলে।

ধন। প্রেয়সি! বাবা যে বিচক্ষণ মন্ত্রীটী করে রেখে চেন্, তার উপর রাজকীয়-কর্ম্মভার দিলে, দিনদুপরে ডুবে মোক্তে হবে।

মদ। কেন? তিনি কি সে সকল কার্য্য কত্তে পার্‌বেন্ না?

ধন। হাঃ হাঃ, ওযে একটী গর্দ্দভরাজ্! ওর কি ভাল মন্দ জ্ঞান আছে? ও আমার কাছে যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ কেবল আমি যা বলি তারি প্রতিধ্বনি করে। আর তার অধীন কর্ম্মচারীদের কাছে থাক্‌লে কালাচাঁদ খেয়ে, কেবলই ঝিমোয়। ব্যাটা ওদিকে আবার লেখা পড়াতেও

তেম্নি টন্‌ক। পেটে ডুবুরী নাম্‌য়ে দিলে আঙ্ক ফলা খুঁজে পাওয়া ভার। কিন্তু এ দিকে আবার বিদ্যে ফলাতে কসুরটী করেনা। যে কোন বিষয় হোক্ না কেন, সে তায় উড়ে এসে যুড়ে বসে। ওর ভুঁড়ি পেট্ ও খেংরা গোঁফই সার। আমার দেখায়, আমি অমন এক যোড়া গোঁফ ও তিন্ মোণি তেলের কুপোর মত লম্বোদর কখন দেখি নাই। কিন্তু প্রিয়ে! ওছাই কিছু করুক্ আর না করুক্, কলের পুতুলের মত সভায় বসে থাক্‌লেই সভাটা বেশ জম্‌কাল দেখায়। ঠিক্ বোধ হয়, রামচন্দ্রের কাছে বীর জাম্বুবান যেন বসে রয়েচে।

মদ। তবে ও রাজসভায় কি কত্তে থাকে?

ধন। হাই উঠ্‌লে তুড়ি দিতে।

মদ। ও যদি উচিত কথা না বল্‌বে, রীতিমত কায কর্ম্ম কর্ত্তে না পার্‌বে, তবে রাজসভায় থেকে মরে কেন? সুধু কি টাকার শ্রাদ্ধ কত্তে? অমন ভ্যাবাগঙ্গারামকে রেখে ফল কি? ওমা! মাইনা তো কম নয়! তোড়া তোড়া টাকা!!

ধন। তা সুধু কি মাইনে নেয়! ওর সঙ্গে আবার উৎকোচ আছে। উনি বিনা পয়সায় কারুর সঙ্গে কথা কবার পাত্র নন্। ওঁর নিয়ম হচ্চে, আগে ফেল, তবে বল।

মদ। আচ্ছা বল দেখি, তার নীচের কর্ম্মচারীরা কেমন?

ধন। এক ছাই আর ছার দোষ গুণ কব কার। ওদের মধ্যে দুই এক জন যদিও কিছু জানে শোনে, তত্রাচ ঘুষ্ নিতে কেউই কসুর করে না। বিশেষ মন্ত্রীই আমায় জ্বালাতন করে তুলেচে।

মদ। কেন ?

ধন। কাল রেতে রঞ্জিতের কাছে একখানা পত্র লিখ্‌তে হলো। সেখানা তায় লিখ্‌তে বলায়, সে এম্নি ধরণে লিখে আন্‌লে যে তা বুঝে ওঠা ভার।

মদ। কোন্ বিষয়ের পত্র ?

ধন। তা তোমার জেনে কায কি ?

মদ। না, তা বল্‌তেই হবে।

ধন। (স্বগত) কি বলি।—সে পত্রে যখন রঞ্জিতকে বরবেশে এখানে আস্তে বলিচি, তখন তা এঁর কাছে প্রকাশ করাই নয়। (পরে প্রকাশে) আচ্ছা পরে বল্‌বো।

মদ। আর বল্‌তে হবে না। তায় যা লেখা আছে, আমি তা টের পেয়েচি।

ধন। পেয়েছ, ভালই হলো। তোমার বুদ্ধির তীক্ষ্নতা দেখে আমিও সন্তুষ্ট হলেম্।

মদ। সেই বাহাত্তুরে বুড়টা বুঝি রাজনন্দিনীকে বে কত্তে চায় ?

ধন। হ্যাঁ চায় বটে। তায় তোমার কি মত ?

মদ। তুমি ঠাকুর্জ্জিকে ভাল বাস ত ?

ধন। বাসি বই কি ? আমি ওরে প্রাণের মত ভাল বাসি।

মদ। তা আর বল্‌তে হবে না। আমি সে ভাল বাসার বেশ পরিচয় পেয়েচি।

ধন। (স্বগত) যা ভেবেছিলেম্ তাই হলো। ইনি আমার মতের ঠিক্ বিপরীত। কথার রকম সকমে বোধ

হচ্চে, আমায় কতগুলোন্ মিষ্টি ভৎসনা হবে। যা হোক্, কোন রকম পাক্‌চক্রে এঁর হাতথেকে অন্তর হলেই বাঁচি। (প্রকাশে) কেন ? আমি ওর এমন কি অনিষ্ট করেছি ?

মদ। (উভয় কর্ণে হস্ত প্রদান করিয়া)—ওমা! কর নাই ? বল কি ? তুমি যে ওঁর সর্ব্বনাশ করেছ! একজন বাহাত্তুরে বুড়োর হাতে ওঁরে সোপে দিতে যাচ্চ। ছি ছি! এ কি সুবিচারের কায! দেশটা জুড়ে সকলেই কত লাঞ্ছনা, কত ব্যাখ্‌খানা কচ্চে। ঠাক্‌রুণের মুখে একথা শুনে অবধি আমি নিজেই তো মরে রয়েচি।—হায়! এমন কুঞ্জলতাকে কি একটা ভেরেণ্ডা গাছে লতিয়ে দিতে আছে। কেন ? ভারতে কি চন্দন-তরুর অভাব! কি দুঃখের বিষয় !!

ধন। এতেই বা বাধা কি ? রঞ্জিত কিছু সামান্য লোক নয়। তার সমকক্ষ রাজা আমাদের দাক্ষিণাত্যে খুঁজে পাওয়া কঠিন।

মদ। নাথ! তুমি বুঝি এইটী মনে করে রেখেচ যে, যার অতুল ঐশ্বর্য্য আছে সেই উৎকৃষ্ট পাত্র, আর স্ত্রীলোকেরা তারি উপর আসক্ত হয়। হায়! তা যদি হতো, তবে রতি কুবেরের প্রতিই আসক্ত হতো।

ধন। রঞ্জিতের এতই কি দোষ আছে যে, সে এক বারে আমাদের ঘৃণাস্পদ।

মদ। যে জেগে ঘুমায়, তারে হাজার চেষ্টা করেও জাগান ভার। তুমি যখন প্রতিজ্ঞা করেছ যে, রঞ্জিতের কোন দোষ দেখ্‌বেনা তখন তোমায় তার দোষ দেখিয়ে দেওয়াই বৃথা। ভাল বল দেখি তুমি যা বলচ তা কি তোমার

অন্তরের সহিত বলচ। রঞ্জিত সত্যিই কি তোমার ভগিনীর যোগ্য পাত্র? তোমার চেয়ে ঢের বড় বড় রাজার সঙ্গে ত আমার সম্বন্ধ হয়েছিল, কিন্তু বল দেখি আমি তাদের ফেলে তোমায় কেন পতিত্বে বরণ কল্যেম্?

ধন। (স্বগত) আঃ। ইনি যে বাক্-চতুরা, এঁরে কথা কয়ে আঁটা দায়। যাগ্‌গে, আর বেঁকা পথে গিয়ে কায নাই। এইবার সোজা পথে আসি, তা হলেই দুদিক বজায় থাক্‌বে। (পরে প্রকাশে) প্রিয়ে, আমি কি সাধে সাধে তোমাদের চক্ষের বালি হইচি? নিতান্ত বাধ্য হয়ে, আমায় তা হতে হয়েচে। তা না হলে, আমরা সপরিবারে, এতক্ষণ রঞ্জিতের কারাগারে থাক্‌তেম্।

মদ। কেন, অন্য কোন সর্ত্তে কি সন্ধি স্থাপন কল্যে হতো না?

ধন। তা হলে কি আমি এমন জঘন্য কাযে প্রবৃত্ত হই। প্রয়োজনকে কে না নমস্কার করে। শ্রীকৃষ্ণকেও এক দিন গাধার পা ধত্তে হয়েছিল। রঞ্জিতের একান্ত ইচ্ছা যে, সে সরোজের পাণি-পীড়ন করে, তাই আমি সে সর্ত্তে প্রতিশ্রুত হই, নৈলে—(অর্দ্ধোক্তি)

মদ। তা হলে কি হবে। চেষ্টা চরিত্র পেলে তাঁর সে মত ফির্‌তে পার্‌তো। বিনয়ের অসাধ্য কি আছে, বিনয়ে জগৎ বশ।

ধন। প্রিয়ে, তত দূর বিনয় কি আমাদের মত সভ্যতাভিমানী রাজবংশজেরা কত্তে পারে?

মদ। তা কার্য্যসিদ্ধির জন্য একটু নম্র হলে তায় ক্ষতি কি?

ধন। প্রিয়ে, তা কত্তে গেলে কত যত্নেপ্রাপ্ত মর্য্যাদাটুকু যে রসাতলে যায়। লোকে প্রাণপণে আপনার মান রাখ্‌তে চেষ্টা করে, আমি কি তা যদৃচ্ছায় নষ্ট কোর্ব্বো?

মদ। কি উৎপাত! একজন জন্মের মত উচ্ছন্ন গ্যালো, তবুও তোমাদের মানের টান গেল্ না। আঃ! মান যেন মানুষের গতি-গঙ্গা আর কি!

ধন। (সস্মিত আস্যে) ঈশ! মুখ্‌খানা যে আজ্ রাগে গস্ গস্ কচ্চে। এটু্ নরম কথা বল, শুনে কান জুড়াক্।

মদ। কোর্ব্বে না? বল্ কি! তোমরা স্ত্রীলোকের দুঃখের কথা কি জান? পতি বিনে যাদের গতিমুক্তি নাই, পতি যাদের অনন্য উপায়, সর্ব্বস্বধন ও জীবনের জীবন, তারা কি কখন বুড় ড্যাক্‌রা পতির হাতে পড়ে চিরসুখিনী হতে পারে?

ধন। তবে কি বুড়রা আর বে কর্ব্বে না? (মনে মনে হাস্য)

মদ। আমার জানায় গলা টিপে মেরে ফেলা ভাল, তত্রাচ দেখ্‌তে দেখ্‌তে অমনতর মৌতাতি বুড় মিন্‌ষেকে সমর্পণ করা ভাল নয়। হায়! ঠাকুরঝীর কপালে কি এই ছিল! এত শিবপূজা করে শেষে কি তার এই ফল ফল্লো! আহা! তাঁর কান্না শুন্‌লে পাথর গলে যায়, গাছের পাতাটী পর্য্যন্ত ঝড়ে পড়ে।

ধন। এখন সে সব গত কথার তোল্‌পাড করে আর হবে কি?

মদ। কেন, এখন কি তার কোন উপায় নাই?

ধন। আমি যখন সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করেছি, রঞ্জিতের

কাছে আহ্বান পত্র পাঠয়ে দিয়েছি, তখন আর কি উপায় আছে বল? যা হবার ছিল, তা হয়ে গেছে। ওর ভাগ্যে যদি মনোমত পতি থাকে, তবে তা খামখা এসে যুট্‌বে; আর যদি না থাকে তবে সহস্র চেষ্টা কল্লেও কিছু হবে না। ভস্মে ঘৃতাহুতির মত সবই নিষ্ফল হবে। আর তুমি এমন মনে কর না যে, তুমি আমার চেয়ে সরোজকে বেশী ভাল বাস।

মদ। তা ভাল বাসি আর না বাসি, ওঁর মনের কথা আমি যতদূর বুঝ্‌তে পারি, ততদূর কিছু তুমি পার না। তোমরা একে পুরুষ, তায় আবার রাজনীতি পড়ে দয়া মায়া, স্নেহ মমতা, সবই বিসর্জ্জন দিয়েছ। (ক্ষণেক চিন্তা করিয়া) যা হোক্, শেষ তোমাকেই দোষের ভাগী হতে হলো। ঠাকুরঝী এখন মুক্তকণ্ঠে বল্‌বেন যে, দাদা আমায় অকূল সাগরে ভাস্‌য়ে দিলেন।

ধন। (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) তা বলে বলুক! আমি কি কোর্ব্বো। প্রজার সুখের তরে সেটী আমার না কল্লেই নয়।

মদ। ভাল, নাথ! এ ঘটনায় কি তারা অসুখী হবে না?

ধন। হবে না কেন, হবে, কিন্তু এতে ততদূর হবে না, যত দূর সন্ধি না কল্লে হতো। আমি ধ্রুব-নিশ্চয় বল্‌তে পারি, আজ্ পর্য্যন্ত সন্ধি না হলে প্রজারা অবশ্যই বিদ্রোহাচরণ কর্ত্তো।

মদ। (সরোদনে) তবে ঠাকুরঝীকে একান্তই মনাগুনে জ্বল্‌তে হলো! হায়!—(অর্দ্ধোক্তি।)

ধন। (মদনিকাকে বাষ্পবিগলিত করিতে দেখিয়া) প্রিয়ে! তুমি আর কেঁদোনা। তোমার কান্না দেখ্‌লে আমি আর অশ্রুসম্বরণ কত্তে পার্‌বোনা। ভাল, বল দেখি, দৈবনির্ব্বন্ধ কেউ খণ্ডাতে পারে? সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তীকে পর্য্যন্ত যখন দশার ফেরে ঘুর্‌তে হয়েচে, তখন তোমাদের আমাদের কথাই কি।

মদ। (রোদন সম্বরণ করিয়া) তা বটে, কিন্তু তাঁদের প্রণয়ে কোন আঘাত লাগে নাই। অবলা সব সহ্য কত্তে পারে, কিন্তু প্রণয়ের উপর কোন আঘাত—বল্‌তে কি ফুলের ঘা-টী পর্য্যন্ত,—তাদের পক্ষে বজ্রাঘাতের মত অসহ্য হয়। ঠাকুরঝীর কান্নাকাটী দেখে আমার মনটা কেমন অস্থির হয়ে পড়েছে।

ধন। তা সুধু তোমার কেন? আমারও তাই হয়ে পড়েছে। সময়ে সময়ে আমারও কিছু ভাল লাগে না। কিন্তু কি করি, অন্য কোন উপায় থাক্‌লে কি এরূপ দুর্ঘটনার সূত্রপাত হয়? জান্তে জান্তে কে কোথা এমন জঘন্য বিষয়ে হাত দিয়ে থাকে?

মদ। (নতমুখে পদাঙ্গুলী দ্বারা মৃত্তিকা খুঁড়িতে খুঁড়িতে) হঁ্যা, যা বল্‌চো বটে।

(মুরলার প্রবেশ।)

মুর। দেবি! রাজনন্দিনী আপনাকে ডাক্‌চেন।

মদ। তিনি কি কচ্চেন লা?

মুর। তিনি স্নান করে আহার কত্তে বসেছেন।

মদ। তাঁর কাছে আর কে আছে?

মুর। না, আর কেউ নাই।

মদ। আচ্ছা, তবে তুই এখন যা, আমি এটু পরে যাচ্যি।

মুর। যে আজ্ঞা।

[প্রস্থান।

ধন। (স্বগত) এইবারে বেশ সুযোগ পেয়েছি। ভাল, একবার বলে দেখি, কি বলেন। (প্রকাশে) প্রিয়ে! যাও যাও, শীগ্‌গির যাও। আর তারে এটু বুঝিয়ে সুঝিয়ে বলো। তা হলে তার মন্‌টা কতক সুস্থ হবে।

মদ। হায়! সে আগুন কি নেভ্‌বার? তায় জল দিলে, আহুতি দেওয়ার মত সে আরো জ্বলে উঠ্‌বে!

ধন। ওহে না, না, সে বেশ সরলা। তারে মিষ্টি কথায় বুঝাতে পাল্লে সে অনায়াসে ভুলে যাবে।

মদ। তবে তুমি সরলা মানে বোকা বল বুঝি?

ধন। তা নয়, ইদিক্ সিদিক্ করে পাঁচ রকম বুঝিয়ে বল্‌বে যাতে সে এটু প্রবোধ পায়।

মদ। তুমি আমায় যেমন বুঝালে, আমিও তাঁরে ঠিক তেমনি বুঝাব। আমি ভিতরে এক কথা বাইরে আর এক কথা বল্‌তে পারি না। আমি মিছে মিছি কতগুলো প্রবোধ দেব, আর আমার চকের জলই আমায় মিথ্যাবাদী প্রমাণ করে দেবে। এ সব লেঠায় আমি ঢুক্‌তে পারি না।

পেটে এক মুখে আর।
এ ভাব দেখান ভার॥

ধন। আমার মাথা খাও, ওরে যেন আর কান্দাবেনা। অবকাশ মত ওরে এটু বোধ শোধ দিও। লোকে উপ-

রোধে ঢেঁকী গেলে, না হয় তুমি আমার জন্য আজ এই কায্‌টা কর।

মদ। আচ্ছা যাই তবে। যা ভাল হয় বল্‌বো।

ধন। হ্যাঁ, এস। আমিও আমার কাযে যাই। কিন্তু দেখ প্রিয়ে! আমার অনুরোধ যেন রক্ষা করো।

মদ। আচ্ছা।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয়-অঙ্ক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

সিতারা।—তোকারাম স্বামীর তপোবন মধ্যস্থ বঞ্জুল নিকুঞ্জ।

(মধুকর সিংহ উপস্থিত।)

মধু। হে জগদীশ! আমার ভাগ্যে কি এই ছিল!—কেবল চিন্তানলে দগ্ধ হবার জন্য কি সরোজিনীর সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল! আমি সর্ব্ব-প্রথমে যখন তাঁর প্রণয়-প্রার্থী হয়েচি, তখন অন্য একজন তাঁরে 'প্রেয়সি' বলে সম্বোধন কল্লে, আমার এ রক্ত মাংসের শরীরে কি তা সহ্য হবে?— হায়! যে মৃগনয়নীকে আমি আমার মানস-উদ্যানের কোকিলা কোর্ব্বো বলে স্থির করেছিলেম্, যার কূজিত শ্রবণে শ্রবণ পবিত্র কোর্ব্বো ভেবেছিলেম্, যার সুরসুন্দরী-সদৃশ-রূপমাধুরী দর্শনে, দর্শন তৃপ্ত কোর্ব্বো বলে আশা করেছিলেম্, সে এখন কোথায়? সে সুচতুর ব্যাধের বাগুরায় পড়ে অন্য উদ্যানে গমনোদ্যত হয়েচে। উদ্যত কেন? গিয়েছে বল্যেও হয়। কি চমৎকার! এত দিন পর্য্যন্ত তাকে প্রেম ও স্নেহ-চক্ষে নিরীক্ষণ করে তার পানি-পীড়নাশায় অজস্র অশ্রু বিসর্জ্জন করে, এক্ষণে তায় কিরূপেই বা ভিন্ন চক্ষে দর্শন করি?—— (পরে ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপূর্ব্বক) হাঃ ঈশ্বর! যদি তুমি আমায় সহস্র দুঃখে পাতিত কর্ত্তে,

সহস্র কলঙ্কে কলঙ্কিত কর্ত্তে, দরিদ্রতা-হ্রদে আকণ্ঠ মগ্ন কর্ত্তে, আমার আশা-বিহঙ্গকে ছিন্ন-পক্ষ কর্ত্তে, তা সইতেও আমি এক বিন্দু ধৈর্য্য পেতেম্। হায়! প্রকৃত প্রণয়ে বাধা কি প্রাণে সহ্য হয়? যেখানে আমি আমার মন প্রাণ সমর্পণ করেছি, যার বিহনে আমার জীবন জীবনই নয়, সে স্থান হতে বর্জ্জিত হওয়া, সে স্থান অন্যে ভোগ কর্ব্বে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করা, একি প্রাণে সয়! কাল আমায় সসজ্জ হয়ে যেতে হবে।—কোথা যেতে হবে? রত্নগিরিতে, মহা-রাজার বে দিতে; আমার হৃদয়-সর্ব্বস্ব অন্যে লয়ে যাবে, বোবার মত তাই দেখ্‌তে!—— হাঃ! জগদীশ! আমার ভাগ্যে কি এই ছিল! (অধোমুখে মৌন।)

(গঙ্গাধরের প্রবেশ।)

গঙ্গা। কি হে! সন্ধিপত্র খানা পড়েছ?

মধু। (সচকিতে) কে? গঙ্গাধর? এস এস—কি বল্লে?

গঙ্গা। বলি সন্ধিপত্রখানা পড়েছিলে?

মধু। হাঁ ভাই, পড়েছিলেম্।

গঙ্গা। তায় কি সত্যি সত্যি সেই অসঙ্গত সর্ত লেখা আছে?

মধু। হাঁ আছে।

গঙ্গা। এ বুড়ো বয়েসে এঁর আবার বের খ্যাল হলো কেন?

মধু। আমারি ভাগ্যদোষে।—(দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ।)

গঙ্গা। ভাল, বল দেখি ভাই, এ অন্যায় বিষয়টা এঁরা যেন প্রস্তাব কল্লেন, কিন্তু লজ্জার মাথা খেয়ে তাঁরা তায়

কি বুঝে সম্মত হলেন? তাদের কি কাণ্ডজ্ঞান নাই! হাঃ হাঃ, বড়মানুষের বড় বুদ্ধি—

মধু। তাঁদের তা অগত্যা কর্ত্তে হয়েচে।

গঙ্গা। অগত্যা কেমন?

মধু। তা না কল্লে, তাঁদের দুদিকে বিপদ উপস্থিত হতো।

গঙ্গা। দুদিকে বিপদ কেমন?

মধু। এদিকে এঁরা যুদ্ধ কর্ত্তে উদ্যত হন, আর ওদিকে তাঁর সেনারা বিদ্রোহাচরণ করে।

গঙ্গা। কেন? তারা কেন বিদ্রোহাচরণ কোর্ব্বে?

মধু। অনবরত দশ বার বছর কাল যুদ্ধ করে তারা নিতান্ত নিরস্ত হয়ে পড়েচে। তাদের আর যুদ্ধ করবার ইচ্ছা নাই।

গঙ্গা। যাক্, বিবাহের উজ্জুগ্ কত দূর হলো?

মধু। তুমি কি তা জান না?

গঙ্গা। না ভাই।

মধু। কেন? তুমি দেশের বাইরে থাক না কি?

গঙ্গা। আমি ভাই একটা কাযে ব্যস্ত আছি।

মধু। তোমার আবার কায কি?

গঙ্গা। আমার কাযের কথা তুমি কি জান ভাই!

মধু। ভাল, বল দেখি কি কাযে ব্যস্ত ছিলে?

গঙ্গা। সে কথা এখন থাক্।

মধু। আরে বলনা কেন। তুমি আমায় কোন্ কথাটাই না বল।

গঙ্গা। ওহে, এক জায়গায় একটী পরম সুন্দরী রমণী দেখেচি, তারি সঙ্গে আলাপ করবার যোগাড়েই ঘুর্‌চি। সন্ধানে বুঝেচি যে, সেটী অনাঘ্রাত কুসুম।—"কিসলয় মলূনংকর রুহৈঃ।"

মধু। তোমার খেয়ে দেয়ে আর কায নাই, কেবল মেয়েমানুষই খুঁজে বেড়াচ্চ।

গঙ্গা। তা না করে আর কোর্ব্বো কি? পুরুষ ভোম্‌রা জাতি, তাদের সব সাজে। (কিঞ্চিৎক্ষণ পরে) কিন্তু ভাই, যে মেয়েটীর উপর এখন আমার দৃষ্টি পড়েছে, সে এম্নি সুন্দর যে, তা আর কি বল্‌বো। চুনো পুঁটি ধত্তে ধত্তে, এইবার ভাল একটা রুই মাছ জালে পড়েছে।

মধু। ছি ছি, তুমি নিতান্ত কামাতুর, পরস্ত্রীর উপর চোক্‌ দেওয়া কি ভাল?

গঙ্গা। ওহে! তা তুমিও কোন্ না ভাবচ, "পরের জিনীস্‌ বড় মিষ্টি, তায় নেই ইষ্টি নিষ্টি।"

মধু। তোমার ডুবে মর্ত্তে জল নাই?

গঙ্গা। যেতে দেও, সে কথায় আর কায নাই। এখন বল দেখি, বিবাহের উজ্জুগ্‌ সুর্জ্জুগ্‌ কত দূর হয়েচে?

মধু। (স্বগত) আঃ! এ তো ভাল জ্বালাতন কল্লে! ঐ যে বলে "কিসের মধ্যে কি, পান্তাভাতে ঘি," এর তাই হয়েচে। পেটে খেতে অন্ন যোটে না, এ দিকে আবার নাগরালি কত্তেও কসুর করেন না। (পরে প্রকাশে) কাল সকাল বেলায় যখন গায় হলুদ, তখন উদ্যোগের আর বাকী কি আছে।

গঙ্গা। তবে তুমি ওঁর সঙ্গে যাবে ?

মধু। না যেয়ে চারা কি আছে।

গঙ্গা। হাঃ হাঃ, নিজে বর হতে, না হয় বরযাত্রী হও।

মধু। এ তো আমার বে দিতে যাওয়া নয়, এ যমালয়ে যাওয়া।—হায়! যার জন্যে কত কাঁদ্‌চি, কত কষ্ট স্বীকার কচ্চি, আমার চক্ষের সাম্‌নে তারে অন্য লোকে নিয়ে যাবে একি আমার প্রাণে সয়! হায় রে —

নিষ্ঠুর নিষাদ যদি শাণিত বিশিখে
বিন্ধে কপোতীরে বনে, হায় রে যখন
থাকে সে নিভৃত-কুঞ্জে কপোতের সনে ;
পারে কি ধরিতে ধৈর্য্য কপোত তখন
পাড়ি এই পরমাদে ?——

গঙ্গা। পারেনা তা জানি——
কিন্তু কি রূপেতে বল, কপোত তখন
উদ্ধারিবে কপোতীরে,—শরে জর্জ্জরিত—
ব্যাধের কবল হতে ?———

মধু। ভাই! সেই গোলই ত আমার পক্ষে লক্ষ্মণের শক্তিশেল হয়ে পড়েচে। মহারাজা সরোজিনীর পাণি-প্রার্থী না হয়ে অন্য কেহ হলে, আমি এই মুহূর্ত্তে (অসি নিষ্কোষিত করিয়া) আমার এই রুধির-পিপাসু অসিকে তার উষ্ণ শোণিত পান করাতেম্। কিন্তু কি করি বল।—সাপ যেমন মন্ত্র বা ঔষধের বলে বলহীন হয়ে পড়ে, আমিও এক্ষণে ঠিক সেই রূপ হয়েচি। নৈলে মধুকর এক চোটেই—— (অর্দ্ধোক্তি)।

গঙ্গা। তবে ভাই, তুমি এক কায কর।

মধু। কি কায?

গঙ্গা। তুমি সরোজিনীর প্রেম পরিত্যাগ করে সেই প্রেম আর এক জনের প্রতি লাগাও।

মধু। তা কি কখন হয়ে থাকে যে হবে?

গঙ্গা। না হবে কেন?

মধু। সুজনের প্রেমের রীতি তা নয়। তার বৃদ্ধি আছে, ক্ষয় নাই। একবার যখন সরোজিনীকে মন দিয়েছি তখন পুনর্ব্বার কি তায় ফিরাতে পার্‌বো?

গঙ্গা। আরে হাবার মত কথা কচ্চ কেন? যখন তোমার সরোজিনীর মধু লুটে পুটে অন্য লোকে খাবে, তখন তার প্রতি তোমার প্রেমের টান থেকে ফল কি?

মধু। তা না করে আর কি কর্‌বো?

গঙ্গা। কেন, অন্য একজনকে বে কর না? কোনের কি অভাব আছে?

মধু। ওহে! যাহার লাগিয়া সদা ঝুরিছে নয়ন।
সে জন-বিহনে অন্যে মজিবে কি মন?

গঙ্গা। আমি এমন সুন্দরী স্ত্রীলোক এনে দিতে পারি যে, তোমার সরোজিনীকে তার কাছে হার মান্‌তে হবে।

মধু। ও ভাই, তার চেয়ে সুন্দরী থাকা কি সম্ভব?

গঙ্গা। কেন না থাক্‌বে। ঢের আছে। খুঁজলে পরে পণেক্ পাঁচ বুড়ি জুট্‌বে।

মধু। তুমি যেমন ক্ষেপা! ভাল, একটার নাম কর দেখি।

গঙ্গা। ও ভাই! তা নয়। আমি তোমায় পরিহাস

কচ্চিলেম্। তুমি যখন এত বড় পদে আছ, তখন অনেক বড় মানুষ তোমায় আগ্রহ পূর্ব্বক মেয়ে দিতে পারে।

মধু। যাও যাও, বড় মানুষের মেয়ে বলে কি আমি সরোজিনীকে ভালবাসি ?

গঙ্গা। না বাসবে কেন? তাতে যে অনেক যৌতুক পাবে।

মধু। যৌতুকের জন্য জায়া করা তোমার মত লোভীর কায। এ প্রবৃত্তি আমার মনে কখনই জন্মায়নি। হায়! সরোজিনীকে যদি পেতেম্, আর যৌতুক টৌতুক কিছুই না পেতেম্, তবে সরোজিনীর সারল্যই আমার পরম যৌতুক হতো।

নেপথ্যে। গঙ্গাধর, শীগ্‌গির হবি ও সমিধ্ নিয়ে এস। পুষ্পের জন্য আমি লোক পাঠ্‌য়েচি।

গঙ্গা। (সচকিতে) ঐ যে, গুরু ডাকচেন। যাই তবে।

[প্রস্থান।

মধু। (স্বগত) আহা! প্রেয়সীর কি সুরাগ-রঞ্জিত অধর খানি! কি মনোহর মুখচ্ছবি!—অমন লজ্জাশীলা নম্রমুখী কুলকামিনী ত আমি কোথাও দেখি নাই। হায়! আমার কপালে কি ও চাঁদমুখ দেখা ঘটবে? কে জানে!!—

(কৃপাচার্য্যের প্রবেশ।)

কৃপা। (অন্তর হইতে মধুকরকে দেখিয়া স্বগত) আহা! ছেলেটী যেমন সুশ্রী তেম্নি নম্র। সরোজ আমাদের এর কাছে দাঁড়ালে, সাহস ও দয়ার একত্র মিলনের মত, অতি মনোহর

হবে; হা বিধাতঃ! এ কি আমরা প্রত্যক্ষ কোর্ব্বো? আমার সাহায্যে কি এরা পরস্পর পরস্পরের সুখে সুখী হবে! এ ভেবে কি আমি আত্মপ্রসাদ লাভ কোর্ব্বো!—(পরে সন্নিকটবর্ত্তী হইয়া) দুর্গে দুর্গতি-নাশিনী মা—

মধু। (শশব্যস্ত হইয়া) আসতে আজ্ঞা হয় মশাই। ঐ শিলাপট্টে উপবেশন করুন।

আচা। মধুকর, তোমায় অনেক দিন দেখি নাই। কেমন, ভাল আছ তো?

মধু। ভাল আর কি বেঁচে আছি? এই পর্য্যন্ত।

আচা। (স্বগত) আগে এর মনের ভাবটা বুঝি, তার পরে পত্র প্রদান কোর্ব্বো। পত্রখানা হঠাৎ দেওয়া ভাল দেখাচ্চে না। (পরে প্রকাশে) তোমার কোন ব্যারাম্ স্যারাম্ হয়েচে না কি?

মধু। আজ্ঞা না, এমন কিছু হয় নাই। (স্বগত) হায়! যে রোগ হয়েচে, সে একবারে অচিকিৎস্য। এর জ্বালায় বোধ হয় আর অল্প দিনের মধ্যেই আমায় লীলা সম্বরণ কত্তে হবে।

আচা। তোমার মুখ্‌খানি তবে শুক্‌নো দেখাচ্চে কেন?

মধু। মনে কোন সুখ নাই বলে।

আচা। কেন? তোমার আবার কোন্ কথার অসুখ যে, তুমি চিন্তানলে দগ্ধ হচ্চ? যে শান্তরসাস্পদ তপোবনে ক্ষণকাল বস্‌লেই কত লোকের মনোবেদনা অন্তরিত হচ্চে, সেই সুরম্য স্থানে থেকে তোমার আবার দুঃখ কিসের? সংসার ঝঞ্ঝাটের সঙ্গে তোমার কোন সম্পর্ক নাই; তুমি

কর্ম্মক্ষেত্রে যাও, ন্যায্য কর্ম্ম কর, আর এখানে এসে পরিচ্ছদের সঙ্গে চিন্তাকেও খুলে ফেলে মনানন্দে স্বভাবের বিবিধ শোভা দর্শন কর, বা তপস্বীদের সঙ্গে শাস্ত্রালাপ কর। ভাল বল দেখি, এ অবস্থায় তোমার মন প্রশান্ত না হয়ে ক্ষিণ্ন হলো কেন?

মধু। ভগবন্! এ অসার সংসারে জন্ম লাভ করে মানুষের চিন্তা করবার নানাবিধ কারণ বর্ত্তমান রয়েচে, তা হতে নিষ্কৃতি পাওয়া কাহারো সাধ্য নয়। আমি নিশ্চয় বল্‌তে পারি, পর্ণ-কুটীর হতে রাজ-প্রাসাদ-পর্য্যন্ত সকল স্থানেই চিন্তার গতিবিধি আছে।

আচা। হ্যাঁ, যা বল্লে মিথ্যে নয়। চিন্তার কারাগারে সকলকেই মাঝে মাঝে বন্দী হতে হয়; কিন্তু তা হলে কি হবে; তার মধ্যে এট্টু তারতম্যও আছে।

মধু। তারতম্য কি রকম?

আচা। তা এই—কত লোকের প্রতি চিন্তা এরূপ প্রসন্ন যে, তাদের একবারে চিতার নিকটে পৌঁছান, আবার কত লোক এমন আছে যে তারা যাবজ্জীবন সংসার-রঙ্গভূমিতে বিদূষক হয়ে কাল কাটাচ্চে।

মধু। (লজ্জাবনতমুখে) আমি ঐ প্রথম শ্রেণীর মধ্যে এক জন।

আচা। (উত্তরীয় বস্ত্র হইতে পত্র বাহির করিয়া) এই দ্বিতীয় শ্রেণীর হও। (পত্র প্রদান।)

মধু। এ কার পত্র? কি বিষয়ের?——

আ। খুলে পোড়্‌লেই সব জান্‌তে পার্‌বে। আমি এখন

চল্লেম্। আমার অনেক কায কর্ম্ম আছে। কিন্তু বাছা, যা করণীয় হবে, তা খুব সাবধানে করো।

মধু। (নমস্কার করিয়া) আজ্ঞা, আসুন তবে।

আচা। (রীতিমত আশীর্ব্বাদ করিয়া, গমনকালীন মনে মনে চিন্তা) সরোজকে পত্রের বিষয়টা সুধাব বলে, আমার এট্টু আগ্রহ হয়েছিল. কিন্তু না সুধিয়ে ভাল করেচি। যখন পত্র খানা প্রণয়বিষয়ক, তখন সে তা কখনই আমার কাছে খুল্‌তোনা। সে যা হোক্, ঘটনাটির আমূল ভেবে চিন্তে দেখলে পত্রের বিষয়টাও বেস জানা যাচ্চে।— (ক্ষণেক পরে) মধুকরকে আরো কিছু বিশেষ করে বলতেম্। কিন্তু দেখলেম তা বলা বাহুল্য মাত্র। তার আকৃতি প্রকৃতি দেখে বেস অনুভব হচ্চে, যেন সে কোন রমণীরত্নের প্রতি আসক্ত; আর সেই রমণীই যে সরোজিনী, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আঃ! প্রণয় কি ভয়ানক জিনীস্! পৃথিবীতে যত প্রধান ঘটনা হয়েচে ও হচ্চে, তার অধিকাংশই প্রণয় সম্পর্কে। যুবক যুবতীর মনে যখন প্রকৃত প্রণয়ের আবির্ভাব হয়, তখন কোন প্রতিবন্ধকই তায় বাধা দিতে পারেনা। “দ্বিলক্ষ যোজনে চন্দ্র, কুমুদিনী জলেতে।”—

[প্রস্থান।

মধু। (পত্রের খাম খুলিয়া) আর বিলম্বে কায কি? পত্রখানা পড়ি (পাঠ।)

প্রাণেশ্বর!

আমি তোমার মন জানিনা। আমার মন এই পত্রিকাই তোমায় বল্‌বে। লজ্জাই অবলার প্রধান ভূষণ। দাসী

এই পত্রিকা প্রেরণ করেচে বলে তোমার নয়নে যদি সেই ভূষণবিহীনা বোধ হয়, তবে ঘৃণা কর্‌বে না, বিপদের সময়— অবলার মন— এ জেনে দাসীরে ক্ষমা কর্‌বে। রাজা রঞ্জিত সিংহের সহিত দাসীর বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হয়েচে। বিধাতা যদি সরোজিনীকে তার পূর্ব্ব-কথা ভুলিয়ে দিতেন, তাহলে কোন চিন্তাই ছিল্‌ না। দাসীর হৃদয়-মন্দিরে আর স্থান নাই। যাঁরে মন প্রাণ সমর্পণ করেছি, তিনি উপেক্ষা কল্লে আর উপায় নাই। তাঁহা বিনে দাসীর অন্য গতিও নাই। তিনি কে, বোধ হয় অনুমান তা তোমায় অবিদিত রাখ্‌বে না।

দাসীর মনের সহিত অঙ্গুরীটীও তোমার কাছে আছে। তুমি সেটী এত দিন রেখেচ বলে দাসীর মনে একটী আশার সঞ্চার হয়েচে।——না নাথ! সে আঙ্গুটী আমি ফেরত চাই না।

আগামী বুধবার দিন বিবাহ। সে দিন, দিবা দুই প্রহ-রের সময়, কুলপ্রথানুসারে, আমি চণ্ডী দর্শনে যাব। চণ্ডিকার মন্দির আমাদের অন্তঃপুরের বাহিরে, একখণ্ড প্রশস্ত উদ্যান-মধ্যে অবস্থিত। মন্দিরের দেব-চূড়া স্বর্ণ-রচিত; তার উপর সিংহ অঙ্কিত একটী রক্তবর্ণ পতাকা উড়্‌চে। যদি উপস্থিত বিপদ হতে দাসীরে উদ্ধার কত্তে চাও, তবে সেই দেউলের সম্মুখস্থ পুষ্করিণীর পূর্ব্ব পার্শ্বে যে তমাল তরুটী আছে, সেই খানে আমার অনুসন্ধান করবে, আমি তথায় তোমার আগমনের প্রতীক্ষা করবো।

অন্য উত্তর চাই না। দাসীরে ভাল বাস কি না সেই

সময়ই তার পরিচয় পাবো—অবলার প্রাণ ফুলের চেয়ে কোমল।—অধিক কি লিখিব ইতি।

তোমার পদাশ্রিতা

সরোজিনী।

পুনশ্চ—নাথ! তুমি পরাধীন! কিন্তু দাসীর প্রতি যদি স্নেহ থাকে আর দাসীর অনুরোধে যদি পদত্যাগ করে বিদেশে যেতে পার, তবে দাসীও তোমার সঙ্গে যেতে প্রস্তুত আছে। তোমার সঙ্গে থাক্‌লে সহস্র কষ্টেও কষ্ট বোধ হবে না। সীতা যেমন রামের কানন-সহচরী হয়েছিলেন, সরোজিনীও তোমার তদ্রূপ হবে।

মধু। (পত্র পাঠান্তে) এখন মধুকর কি কোর্ব্বে তা ভাব। তোমার বিষম সঙ্কট উপস্থিত! দরিদ্রতা ও স্নেহময়ী সরোজিনী তোমার অধিক স্পৃহনীয়, কি উচ্চপদ অধিক স্পৃহনীয়? এখন কি কর্‌বে? ভাল, বল দেখি, সরোজিনী-অলঙ্কৃত পর্ণকুটীর ভাল, না সরোজিনী-বর্জ্জিত রাজ্-প্রাসাদ ভাল?—ধিক্! তুমি এতক্ষণ কি ভাবচ? পদ্ম নেবে কি শিমূল নেবে, এ ভাব্‌তে এত বিলম্ব কেন? সরোজিনী-সহবাসে বনবাসও তোমার পক্ষে স্বর্গবাস হবে, দরিদ্রতা সৌভাগ্য জ্ঞান হবে, ফল মূল অমৃত হবে! (পরে পুনশ্চ পাঠ করিয়া) প্রেয়সী আমায় যেমন ভাল বাসেন, তিনি আমার অরণ্যবাস-সখী হলে, কানন-কুসুমকেও সুবর্ণ ভূষণের ন্যায় বোধ কর্ব্বেন। আহা! প্রিয়ার রচনা কি সুমধুর! সরলা আপনার মনটী যেন চিত্র করেছে!—আমার

আশা চরিতার্থ হউক বা না হউক, সে পরের কথা। সরোজিনীর যে আমার প্রতি এতদূর স্নেহ হয়েচে, এ জন্যই ঈশ্বরকে শত শত ধন্যবাদ করি।—এখন কি কল্লে আমাদের প্রেম চরিতার্থ হবে?—(চিন্তা) হাঁ! এতক্ষণ ভেবে কি হবে! "মন্ত্রের সাধন নয় শরীর পতন।" প্রেয়সীকে তুরঙ্গে তুলে যত শীগ্‌গির্ পারি কৃষ্ণার ধারে সেই মহাবনে প্রবিষ্ট হব।—হাঁ, না হবই বা কেন? আমার সে কাম্বোজ ঘোটক, বিদ্যুতের ন্যায়, পলক্ মধ্যে কৃষ্ণার কূলে যেতে পারে। সেখানে যদি খুব শীগ্‌গির পোঁছাতে পারি, তা হলে সকলের চকে তাক্ লাগিয়ে দেবো। যখন এ কাযটী খুব কঠিন তখন আপদ ঘট্‌তেও পারে; কিন্তু সে আপদের জন্য এত চিন্তাই বা কচ্চি কেন? যা থাকে কপালে, যুদ্ধ জিতি চায় হারি, এক্‌বার চেষ্টা করে দেখ্‌তে হবে। কমল তুল্‌তে গেলে গায় অবশ্যই কাঁটা লেগে থাকে।

(নেপথ্যে সন্ধ্যাসূচক সঙ্গীত।)

রাগিণী পুরবী।—তাল আড়াঠেকা।

অস্ত হইল তপন।
নলিনী পতি-বিরহে মুদিল নয়ন॥
চক্রবাক ঘন ঘন, হেরিছে প্রিয়াবদন,
বুঝি বিচ্ছেদ কারণ, শোকাকুল মন।১॥
নীড় মুখে পাখীসব, করি মহা কলরব,
হেরিতে শাবক সব, করে আগমন।২॥

প্রফুল্ল কুমুদচয়, মৃদুল পবন বয়,
যার যোগে স্নিগ্ধ হয়, জীবের জীবন। ৩॥
বিমল নীল-গগনে, ভাতিল তারকা গণে,
সুধাংশু রোহিণী সনে, দিল দরশন। ৪॥
কুলবতী নারীগণে, নাদে শঙ্খ হৃষ্টমনে,
সন্ধ্যা করে দ্বিজগণে, করি আচমন। ৫॥

মধু। ঐ যা! ইরির মধ্যে রাঙ্গা ঢুক্‌লো, যাই তবে, সন্ধ্যে করি গে।

[প্রস্থান।

ইতি তৃতীয়াঙ্ক।

পট-ক্ষেপণ।

চতুর্থ-অঙ্ক।



প্রথম-গর্ভাঙ্ক।

সিতারা।—রাজ-সভাগৃহ।

(রঞ্জিতসিংহ রত্নাঞ্চিত সিংহাসনে আসীন।)

রঞ্জিত। হায়! আমার যে গৃহ সদা সর্ব্বদা আনন্দ-সলিলে ভাস্‌তেছিল, সে গৃহে এক্ষণে নিরানন্দের পরিসীমা নাই। যখন বড়রাণী ছিলেন, তখন এ ঘরখানি যেন হাস্‌তেছিল; কিন্তু তাঁর পরলোক যাত্রা অবধিই এঘরে কাল ঢুকেচে। তিনি গ্যালেন, তাঁর ছেলেটী গ্যাল, শেষ আবার ছোটরাণীও চলে গ্যালেন। হায়! এত বড় রাজভবন শূন্যময় হয়ে রয়েচে! ঘর দোর গুলা খাঁ খাঁ কর্‌চে। গভীর রাত্তিরে কোন একটা নির্জ্জন ঘরে ঘুমিয়ে থাকা ভার। মন্‌টা কেমন ভয় ভয় করে। আঃ! সেদিন রাত্রে ছোটরাণীর ঘরে গে চোমকে পড়ায় আমার বুকে যে সট্‌কাটা লেগেছিল, তা আজো ভাল করে সারে নি। যা হোক্‌ বড়রাণীর শীলতায় জগৎ বশ ছিল। অমন লজ্জাশীলা স্ত্রীলোক আমি কোথাও দেখি নাই। কেবল ছোটরাণীর চাতরে পোড়েই আমি তাঁর উপর নানা উপদ্রব করি। আর সেই উপদ্রবই বোধ হয় তাঁর মৃত্যুর মূল কারণ। বল্‌তে কি, তিনি গ্যালেন, আর তাঁর সঙ্গে সঙ্গে রাজলক্ষ্মীও অমনি প্রস্থান কল্যেন!

আঃ! আমি কি নৃশংস পিশাচ! !—ঐ যে ভাস্কর আস্‌চে।

(ভাস্করের প্রবেশ।)

ভাস্ক। মহারাজ, প্রফুল্ল হউন! মহারাজ, আপনার আজ্ঞানুসারে মণি-মন্দির, পুষ্পরাগপুরী, বসন্তপুরী, ও অন্যান্য রাজভবনের জীর্ণসংস্কার করা হয়েচে। প্রমোদ-কানন ও বিলাস-উদ্যান পরিস্কৃত করা হয়েচে। গোপুর বেস করে সাজান হয়েচে। আর সৈন্য সামন্তদের রক্ত বস্ত্র পরিধান কর্ব্বার জন্যও অনুমতি দিয়েছি। আঃ! গগন-মণ্ডল আজ রক্ত পতাকায় আচ্ছন্ন হয়ে রয়েচে।

রঞ্জিত। বাজন্দারদের খবর দিয়েচ ত?

ভাস্ক। (যথাস্থানে উপবিষ্ট হইয়া) আজ্ঞা হাঁ, তাদের ডাক্‌তে লোক পাঠ্‌য়েছি।

রঞ্জিত। রাজ্‌-পথে বেস করে ঝাঁট্‌ দেওয়া হয়েচে?

ভাস্ক। তা ঝাঁট দেওয়া ছেড়ে, জল ছেঁচা পর্য্যন্ত হয়েছে।

রঞ্জিত। নিমন্ত্রণ পত্র যাদের কাছে পাঠাতে বলেছিলেম তা সব পাঠ্‌য়ে দিয়েচ।

ভাস্ক। আজ্ঞা হাঁ, তা সব পাঠ্‌য়ে দিয়েছি।

রঞ্জিত। আগন্তুকদের জন্য খাবার প্রস্তুত হয়েচে?

ভাস্ক। আজ্ঞা হাঁ, যা যা আবশ্যক, তা সবই করা হয়েচে। কোন বিষয়েরই ত্রুটি হয় নি।

রঞ্জিত। দেখ, সাবধান!—ভাল মন্দর দায়ী তুমি। কোন বিষয়ের অভাব বা অনাটন হলে যেন অপ্রস্তুত না হতে হয়।

ভাস্ক। সে ভার আমার। তারজন্যে আপনার ভাব্‌তে হবে না।

রঞ্জিত। আচ্ছা মন্ত্রীবর! আমাদের কোন বিষয়ই তো ছাপা থাকে না। বাইরে যা হোক্, কিন্তু ভেতরে আমি রাজা নই, তুমি মন্ত্রী নও। আচ্ছা বল দেখি সরোজিনী দেখ্‌তে কেমন?

ভাস্ক। মহারাজ! তাঁর মত সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী কামিনী আমি কোথাও দেখি নাই। বোধ হয় স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতলেও অমন সুন্দরী আর দুটী নাই। আপনার বড়রাণী থাকলে এঁর কাছে দাঁড়াতে পার্‌তেন না। চেহারা খানা দেখ্‌লে বোধ হয় যেন মূর্ত্তিমতী রতি!

রঞ্জিত। তুমি তাঁরে সাক্ষাতে দেখেচ, না কারুর মুখে শুনেচ?

ভাস্ক। তাঁরে আমি স্বচক্ষে দেখেছি।

রঞ্জিত। তিনি যখন অন্তঃপুরবাসিনী, বল্‌তে কি চন্দ্র সূর্য্যের আলোক তাঁর গায় লাগা ভার, এমন পিঞ্জর-বদ্ধ বিহঙ্গিনীকে তুমি কি রূপে দেখ্‌লে?

ভাস্ক। তবে কি আমি মিছে কথা বলচি?

রঞ্জিত। আমার ত ঐ রূপ অনুভব হয়।

ভাস্ক। মহারাজ, তা বল্‌বেন্ তো, আমি নাচার।

রঞ্জিত। তুমি কি তাঁরে সত্যি সত্যি দেখেচ?

ভাস্ক। তা বই কি!

রঞ্জিত। কি করে দেখ্‌লে বল দেখি?

ভাস্ক। তবে শুনুন্ বলি।

রঞ্জি। হ্যাঁ বল।

ভাস্ক। সন্ধিপত্রের বিষয় সব চুকে গেলে পর, ধনঞ্জয় আমায় সন্ধ্যার সময় আস্‌তে অনুরোধ করেছিলেন। তাঁর কথা রক্ষার জন্য, আমিও প্রায় ফুলসন্ধ্যার সময় তাঁর ওখানে গিছিলেম। তিনি তখন তাঁর সেনাপতির সহিত পাশা খ্যালায় রত ছিলেন। আমায় দেখে তৎক্ষণাৎ খেলা বন্ধ করে নানা রকম গল্প কত্তে লাগ্‌লেন। তার পর আমি পাশা খেলার ইচ্ছা প্রকাশ করায় তিনি তায় সম্মত হলেন। আমরা দুজনায়, খুব মনোনিবেশ পূর্ব্বক, প্রায় হাতদুই খেলেচি, এমন সময় রাজনন্দিনীর অসুখের সংবাদ এসে পৌঁছাল, যুবরাজ এ কথা শুনা মোত্তরই, শশব্যস্ত হয়ে ও দিক পানে যেতে লাগলেন। আমরাও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে গেলেম। গিয়ে দেখি যে একটী ঘরের মধ্যে চাঁদের হাট বাজার বসেছে। একজন অল্প বয়স্কা কামিনী এক খণ্ড পর্য্যঙ্কে শুয়ে রয়েচে, আর কতক গুলিন্ রমণী তাঁরে ঘিরে বসেছে। আমি দেখেই তো অমনি হাবা হয়ে গেলেম। আমার নেত্র-চকোর নিস্পন্দ হয়ে সেই রূপ-চন্দ্রিকা পান কত্তে লাগলো।

রঞ্জি। তবে তোমার দেখা ঠিক বটে, কিন্তু বল দেখি তাঁর কি অসুখ হয়েছিল। অসুখের কথাটা শুনে আমার পেটের ভাত চাল হচ্চে।

ভাস্ক। সে সামান্য অসুখ। তিনি তাঁর পালঙ্কের ধারে বোসে গল্প কত্তে কত্তে, হঠাৎ মাথা ঘুর্‌য়ে ভূমিতে পড়ে গিচ্‌লেন। আর সেই পড়ার দরুণ গায় এট্টু ব্যাথা লেগেছিল। বোধ হয় সে ব্যাথা এত দিন সেরে গেছে।

রঞ্জি। ধনঞ্জয়কে এ খবর কে বলে পাঠ্‌য়েছিল?

ভাস্কর। মহারাণী বলে পাঠ্‌য়েছিলেন।

রঞ্জি। এই নিয়ে কি এত গোলমাল হয়ে পড়েছিল!

ভাস্কর। তা হবার আশ্চয্যি কি? বড়মানুষের বাড়ী তিল হলে তাল হয়ে উঠে। রাজার একটী মেয়ে, বিশেষ আদরিণী, তাই তাঁর অসুখের কথা শুনে সকলে হাঁপ্‌য়ে পড়েছিল।—আহা! সে ঘরে তাঁর কি বাহারই হয়েছিল! যেন কুমুদ বনে চাঁদের ছবি।

রঞ্জি। যা হোক তুমি ত চোক্‌টা সফল করে নিলে। এখন আমি একবার সেই ইন্দুবদনাকে দেখ্‌তে পেলে বাঁচি।

ভাস্কর। কাল রাত্তিরে বাসর ঘরেই দেখ্‌তে পাবেন। দেখুন বাসর-কৌতুকে যেন একবারে উন্মত্ত হবেন না।

রঞ্জি। আহা! সে বাসর ঘরের কথা মনে হলে, আমার গা সিউরে ওঠে। ইচ্ছা হয় দিন্ একটা বে করি, আর দিন্ সেই বাসর ঘরে আমোদ করি।

ভাস্কর। সে ইচ্ছা সকলেরই হয়ে থাকে। অমন চাঁদের মেলায় আমোদ কত্তে কার না বাঞ্ছা হয়? কিন্তু আর একটী কথা আছে।

রঞ্জি। কি কথা?

ভাস্কর। রসিক পুরুষ না হলে সে পদ্ম-বনে ভ্রমর হওয়া ভার।

রঞ্জি। তা আমি পারি।

ভাস্কর। বোধ হয় এ বয়সে নয়।

রঞ্জি। নয় কেন। বুড় যে রসের গুঁড়।

(দূরে তোকারাম স্বামীর প্রবেশ।)

তোকা। (স্বগত) যৌবন কি বিষম কাল! এ সময় মানুষের তাবৎ রিপুই প্রবল হয়। মনোবৃত্তি সমুদায় উত্তেজিত হয়। আর সকল প্রকার চিন্তা ও অসম্ভব আশা এসে মনকে আক্রমণ করে। এ কালটী পাপ ও পুণ্যের সন্ধিস্থল। এ অবস্থায় মনকে আয়ত্ত করা অত্যন্ত কঠিন। মধুকর ইতি-পূর্ব্বে ছিল ভাল, কিন্তু এই দিন কতক হলো, তার ব্যতিক্রম ভাব দেখ্‌চি। শুনলেম সরোজিনীর প্রেমে প্রেমী। কি বাল-চাপল্য! এমন স্থানে প্রণয়বীজ উপ্ত করেছে যে, তা সহস্র চেষ্টাতেও অঙ্কুরিত হওয়া দুর্ভার। রঞ্জিত কি বিবাহ হতে নিবৃত্ত হবে? কখনই না। গঙ্গাধরের অনুরোধে আমি এলেম বটে; কিন্তু বেস জানি যে আমার এ আসায় কোন ফল নাই।

রঞ্জি। ঐ যে তোকারাম স্বামী আস্‌চেন। মন্ত্রী, তুমি যাও, ওঁরে অভ্যর্থনা করে নিয়ে এস।

ভাস্কর। যে আজ্ঞা। (তোকারামকে লইয়া মন্ত্রীর আগমন।)

তোকা। (অঞ্জলি করিয়া) আয়ুষ্মান্ সুপুত্র লাভ করুন।

রঞ্জি। আস্তে আজ্ঞা হয়, মহাশয়। ঐ আসনের উপর উপবিষ্ট হউন।

তোকা। (উপবেশন করিয়া) মহারাজের সব মঙ্গল তো?

রঞ্জি। হ্যাঁ, মঙ্গল আর কি, অমনি এক রকম আছি।

তোকা। আপনায় এরূপ বিষণ্ণ দেখচি কেন? কোন শারীরিক অসুখ হয়েছে না কি?

রঞ্জি। আজ্ঞা না, অসুখ কিছুই হয় নাই।

তোকা। তবে আপনার মুখখানি এমন ম্লান হয়েচে কেন?

রঞ্জি। ভগবন্! রাজপাটে উপবেশন কল্লে যে সব ঝন্‌-ঝাট ও দুশ্চিন্তা এসে মনকে আক্রমণ করে, বোধ হয় তা মহাশয়ের অগোচর নয়। আমরা যত কেন উদ্যান ভ্রমণ করি, জন-কোলাহলের মধ্যে থাকি, গীত বাদ্যধ্বনি শুনি, আমাদের মন কখনই নিশ্চিন্ত হয় না; কোন না কোন একটা চিন্তাতে শশব্যস্ত থাকেই। দেখুন, যে বিরামদায়িনী নিদ্রা, মশার ভন্ ভন্ শব্দ ও ঘুঁটের ধূমে আকুল দরিদ্রের পর্ণশালায় স্বইচ্ছায় উপস্থিত হন্, তিনি সহস্র উপাসনা-তেও, গীতালাপে ধ্বনিত ও আমোদ-পরিপূর্ণ রাজ-হর্ম্ম্যে সমুদিত হন না।

তোকা। তা বাইরে দেখ্‌তে ভূপতিদিগে পরম সুখী বোধ হয় সত্য, কিন্তু প্রকৃত বল্‌তে গেলে, তাঁরাই চিন্তা-দেবীর বর-পুত্র। যাঁদের উপদেষ্টা অতি বিরল, যাঁদের পদে পদে পরের মুখ, চোক ও কাণ নিয়ে চল্‌তে হয়, তাঁদের মন কি প্রকারেই বা নিশ্চিন্ত হবে!

রঞ্জি। ভগবন্! আপনারা সর্ব্বদর্শী, আপনাদের অ-গোচর ও অগম্যই বা কি আছে।

ভাস্কর। তবে রাজাদের এত আড়ম্বর সবই বৃথা?

রঞ্জি। বৃথা বই কি! সে সব কেবল ইতর লোকের মনোরঞ্জন করবার জন্য। নচেৎ তায় আর কোন ফল নাই। কিন্তু যারা সূক্ষ্মদর্শী, তারা তার ভিতর দিয়ে দেখে।

রঞ্জি। যা বল্লেন প্রমাণ বটে।

ভাস্কর। কিন্তু রাজত্বের গৌরবই এক স্বতন্ত্র। (স্বগত) আমি মন্ত্রী হয়ে যখন বেরই, তখন ত লোকের তাক লেগে যায়। এঁর কথা দূরে থাক, ইনি ত একজন মহামান্য ভূপতি!——

রঞ্জি। মহাশয়, আজ কি মনে করে এ দীন গৃহে শ্রীচরণ-ধূলি প্রদান করা হলো।

তোকা। এই আপনার সহিত সাক্ষাৎ করবার জন্য।

ভাস্কর। সন্ধি স্থাপনের বিষয় শুনেচেন তো?

তোকা। হ্যাঁ, তা সবই শুনিচি। (কিঞ্চিৎ কাল পরে) ভাল বলুন্ দেখি, সরোজিনী দেবীর সহিত আপনার বিবাহ কবে হবে?

রঞ্জি। কাল রাত্রে।

তোকা। তবে আপনি রত্নগিরিতে কখন যাবেন?

রঞ্জি। আজ রাত্তির দুদণ্ডের পর।

তোকা। আপনার এ বয়েসে বিবাহ করাটা যুক্তিসিদ্ধ হয় নাই।

রঞ্জি। তা কি করি বলুন। তা আমার যে বে না কল্লেই নয়। মহিষী বিহনে এ ঘর শূন্যময় হয়ে রয়েচে। তায় আবার, আমার এমন একজন কেউ নাই যে, মৃত্যুর পর আমায় এটু জল দেয়। আর আপনারাইতো বলে থাকেন "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা" এ ত শাস্ত্রের প্রমাণ রয়েচে।

ভাস্কর। বলেন কি মশায়, স্ত্রীবর্ত্তমানে লোক ঝুড়ী ঝুড়ী বে কচ্চে, আপনার মহিষী নাই, আপনি বে কর্ব্বেন্ না।

মহারাজা দশরথের সময়েও ত অনেক উপদেষ্টা ছিলেন, তবে তিনি কেন সাত শ রমণী বে করেছিলেন্?

তোকা। তিনি তা করেছিলেন বলে, যে সেটা বেদবিধি এমন কিছু নয়। ভাল, বলুন দেখি, বয়সের এত বিভেদে কি প্রকৃত প্রেম জন্মাতে পারে?

ভাস্কর। প্রকৃত প্রেম আবার কি? বে কর্‌বার সময় কে কোথা এত ভেবে চিন্তে চলে?

তোকা। তা না করে বলেই সংসার এত দূর মলিন্ হয়ে পড়েচে।

ভাস্কর। সংসার আবার মলিন্ কিসে?

রঞ্জি। (স্বগত) কি আশ্চর্য্য! আমি বে কোর্ব্ব এঁর তায় কি যায় এসে! আমি হিত বুঝিনা, ইনি আমায় হিত বুঝাতে এসেচেন! আঃ ভাল ল্যাঠা! (কিঞ্চিৎ ক্ষণ ভাবিয়া) যা বলুন সৈতেই হবে, এমন জিতেন্দ্রিয় উগ্রতপার ক্রোধ জন্মান ভাল নয়। (পরে প্রকাশে) মন্ত্রি! হরিদ্রা মঙ্গলনের সময় কখন?

ভাস্কর। দিবা এক প্রহরের সময়।

রঞ্জি। তবে সময় ঘুণিয়ে এল।

ভাস্কর। হ্যাঁ, তা এল্ বই কি? (পরে ছায়ার প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া) আর অল্পই বাকী।

তোকা। (স্বগত) যা ভেবেছিলেন ঠিক্ তাই দেখ্‌চি, এঁরে অনুরোধ করা বা উপদেশ দেওয়া ভস্মে আহুতি দেওয়ার মত নিষ্ফল।—আর কেন? এখন উঠবার উদ্যোগ করি।

রঞ্জি। মহাশয়, আপনার নিমন্ত্রণ রৈল, আপনি সশিষ্যে আমার সমভিব্যাহারী হবেন।

তোকা। (স্বগত) তবেই হয়েচে। ইনি একে রাজা, তায় আবার বে পাগ্‌লা হয়েছেন। তবে কুক্কুরকে মুগের পথ্য দিয়ে লাভ কি। এই মুহূর্ত্তে শ্রীহরি করি। (পরে প্রকাশে) মহারাজ্! সম্প্রতি আমি চল্লেম্।

রঞ্জি। (স্বগত) গেলেই বাঁচি। (প্রকাশে) একান্তই যাবেন তো আসুন। কৃপাদৃষ্টি রাখ্‌বেন যেন কিছু বিঘ্ন না ঘটে।

তোকা। (প্রস্থান কালিন্ মনে মনে) আঃ! রাজারা কি নির্ব্বোধ! এঁদের জ্ঞান-চক্ষু কোন কালেই খুল্‌বেনা। তা হবে কোথেকে? এঁদের যে পরকালের ভয় নাই। স্বর্ণছত্রই যে এঁদের ঊর্দ্ধদৃষ্টি রোধ করেচে। কি আশ্চর্য্য! যেমন গাছ যত বড় হয় ততই সে বদ্ধমূল হয়, এঁরাও অবিকল তেম্‌নি, এঁরা যত বুড় হচ্চেন্, ততই এঁদের সংসারের প্রতি মমতা বাড়্‌চে। (প্রকাশে) মহারাজ্ চিরসুখী হউন।

রঞ্জি। (বিধিমত প্রণত হইয়া) ভগবন্, মধুকরকে এক্‌বার আমার কাছে পাঠ্‌য়ে দিবেন। সে আজ্ সকালে আস্‌বে বলে, এত ক্ষণ এলনা কেন! আমি ওরে বড় ভাল-বাসি, মাঝে মাঝে না দেখ্‌লে থাক্‌তে পারিনা।

তোকা। আচ্ছা, তারে ডেকে দিচ্চি।

[প্রস্থান।

ভাস্কর। মহারাজ্ দেখ্‌লেন, এ ব্যাটাদের আস্পর্দ্ধা কত। এরা এট্টু মুখ পেলেই অমনি মাথায় চড়্‌তে ইচ্ছে করে। আপনি এর কথা মাঝে মাঝে শুনেন বলে, এ সেই সাহসে যখন যা মনে উঠে বলে ফেলে। এর কথায় মধুকরকে সেনা-পতির পদ দিলেন তাই এর স্পর্দ্ধাটা বেড়ে উঠেচে। এদের

দেখ্‌লে মুখ ভারি কত্তে হয়, তা হলেই এরা জব্দ হন। আঃ! এদের কি প্রশ্রয় দিতে আছে?

রঞ্জি। তা আমি করে থাকি, তবে কিনা তেজস্বী তপস্বী বলে, মাঝে মাঝে এট্টু মান্য না কল্লেও চলেনা। কি জানি পাছে ক্ষেপে বিভ্রাট্ ঘটায়। এখন ব্যালা কত?

ভাস্কর। প্রহর পূর্ণ হতে আর অল্প বাকী।

রঞ্জি। তবে আমি যাই গাত্রহরিদ্রার সময় হয়েচে। তুমিও যাও, খাওন দাওনের আয়োজন কর গে।

ভাস্কর। যে আজ্ঞা মহারাজ্!

(নেপথ্যে বৈতালিক সঙ্গীত)

রাগিণী আলিয়া——তাল আড়াঠেকা।

মরি কি প্রমোদ আজি, হেরি ভূপতি-ভবনে।
প্রমোদ-পয়োধি-নীরে, মগ্ন পুরবাসী গণে।
রাজপুরোহিত গণ, করি বেদ উচ্চারণ, করিতেছে স্বস্ত্যয়ন,
ভাবী মঙ্গল কারণে। ১
সাজি রতন ভূষণে, আর রঞ্জিত বসনে, যতকুলবধূগণে,
রত মঙ্গলাচরণে। ২
চন্দন বাসিত বারি, পরিপূর্ণ হেম ঝারী, লয়ে যত ভৃত্যসারি,
সিঞ্চিতেছে প্রচরণে। ৩
কেহ বা কুসুম ফলে, মুকুল পল্লব দলে, গৃহদ্বার সকলে,
সাজাইছে সযতনে। ৪
আমোদী আমীর যত, ক্রীড়া কোতুকেতে রত, দেবালয়েতে সতত,
বাজে ঘণ্টা ঠন্ ঠনে। ৫

রথ রথী গজ বাজী, আর পদাতিক রাজী, নূতন সজ্জায় সাজি,
বাহিরিছে বিহরণে। ৬
বাজে নানা বাদ্য ঘন, নাচিছে চারণগণ, যাহার আশা যেমন,
পূরে সে তা ততক্ষণে। ৭
মঙ্গল সঙ্গীত কত, গাইছে গায়ক যত, ঘন বাজে নহবত,
অতি গভীর নিস্বনে। ৮

ভাস্কর। মহারাজ! আপনি গা তুলে অন্তঃপুরে যান। আমি এ দিক্‌কের কাজ্ কর্ম্ম দেখি গে।

রঞ্জি। হ্যাঁ যাই তবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

সিতারা — রঞ্জিত সিংহের কেলিগৃহ।

(রঞ্জিতসিংহ উপস্থিত।)

রঞ্জিত। বরবেশ ধারণ কল্লে লোকের মন সর্ব্বদাই প্রফুল্ল থাকে। কিন্তু কৈ! আমার মন ত বড় এক্‌খানা প্রফুল্ল হচ্চেনা। কত রকম ভাবনা এসে আমার মনকে ঘেরে রয়েচে। আমায় সাজান, শবকে চিত্র করার মত হয়েচে। বাহিরে যুবকের মত কত রকম আনন্দের চিহ্ন দেখাচ্চি সত্য, কিন্তু ভিতরে চিন্তা সদা সর্ব্বদাই জেগে রয়েচে। স্ত্রী মরে গেলে লোকে কেন যে বে করে, আমি কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চিনা। হায়! হৃদয়-মন্দিরের প্রণয়-প্রতিমা কালে হরণ কল্লে, লোকে তার জায়গায় আর একটী স্থাপন করে বটে, কিন্তু সে মিছে প্রয়াস!!—আমি বেস জান্‌চি যে এ বয়সে বিবাহ করে কোন সুখই ভোগ কত্তে পার্‌বোনা, কেবল একজন কুল-কামিনীকে জীবনের মত দুঃখভাগিনী কোর্ব্বো; কিন্তু মন তা কোন প্রকারেই বুঝ্‌বার নয়। ছোটরাণীর মৃত্যুর পর আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলেম্‌ যে আর দার-পরিগ্রহ কোর্ব্বোনা; কিন্তু সময়ে কি না করে; সে সব খ্যাল এখন আর নাই। এখন এক্‌বারে বে পাগ্‌লা হাবা তাঁতি হয়ে পড়েচি। ওঃ! কি

চমৎকার ! আমি জান্‌চি যে আমি মন্দ কাজ্‌ কচ্চি, কিন্তু তত্রাচ তা হতে নিবৃত্ত হতে পার্‌চিনা ! !

(বিদূষকের প্রবেশ।)

গীত।

রাগিণী সিন্ধু।—তাল খেম্‌টা।

ভ্যালা রোগ হলো মোরে, বুঝ্‌তে কিছু নারি রে হায়॥
এরোগের চিকিৎসে করে বৈদ্য হেন পাওয়া যে দায়॥
প্রবল ক্ষুধার বলে, পোড়া পেট্‌ সদাই জ্বলে,
যত খাই তত চলে, বিশ্‌ মোনেও না কুলায়। ১
খেতে যদি বসি পূরী, কিম্বা কচুরী ঝুরী,
কত যে তা পেটে পূরি, কৈতে তাহা লজ্জা পায়। ২
মিলে যদি চিঁড়ে ফলার, গরুর মত করি আহার,
যত পাই করি কাবার, দিতে দিতে লোক আলায়। ৩
খেতে যখন মুখে ছাড়ি, ছুটে যেমন কলের গাড়ী,
থামেনাক একটী বারি, বারণ করি যতরে তায়। ৪

রঞ্জি। (বিদূষককে দেখিয়া) কে হে বয়স্য ! আরে এস এস, তোমার বিরহে যে এ কেলিগৃহ আজ কাঁদ্‌চে!

বিদূ। তা কাঁদ্‌বেই তো, ও ঘরভায়ার সঙ্গে যে শর্ম্মার বড় আলাপ। (পরে সচকিতে) অ্যাঃ ! এ কি! আজ্‌ যে হরিদ্রাক্ত কলেবর ! কেন ? আজ্‌ সাধ করে খোকা সেজেচ না কি ?

রঞ্জি। ওহে খোকা নয় ত আর তোমার মত বুড কি ?

বিদূ। হাঃ হাঃ হাঃ, তুমি খোকা না খোকার বাপ হে, গোফে কলপ দিয়ে এমন জাল যুবা সাজ্‌বে ত শর্ম্মা নাচার।

রঞ্জি। আরে সে সব কথা রেখে দেও। এখন সংবাদ কি বল।

বিদূ। কি রকম সংবাদ? চুম্বক না বাহুল্য?

রঞ্জি। তোমার যেমন প্রাণ চায়।

বিদূ। সংক্ষেপ সমাচার এই যে, তুমি বে হচ্চ; আর বিস্তারিত এই যে, আজ্‌ দুদিন্‌ হলো মিষ্টান্নের বাজারটা বড় সর্‌গরম্‌ হয়ে উঠেছে। বল্‌তে কি, যে দিক্‌ পানে চাই, সেই দিকেই অমনি তার গোবর্দ্ধন দেখ্‌তে পাওয়া যায়।

(পরে গুন্‌ গুন্‌ স্বরে গীত।)

যেদিকে ফিরাই আঁখি, মণ্ডাময় সকলি দেখি।

কাল হলো সে মণ্ডা আমায়, না হেরিলে মরি প্রাণে॥

রঞ্জি। ভালই তো, তোমার দুঃখ ঘুচ্‌লো; তুমি এখন দুহাতে মণ্ডা লুস্‌তে আরম্ভ কর।

বিদূ। তা এ গরিবদের খোঁজে কে? সকলেই তেলা মাথায় তেল দিয়ে থাকে।

রঞ্জি। বল কি হে! তোমার আবার ফলার যোটেনা? আমি ও কথা শুন্‌তে চাই না।

বিদূ। তা না শুন্‌বে কাণে হাত দেও। আমিও আর বল্‌তে চাই না।

রঞ্জি। (হসিত বদনে) ভাল, তুমি পৈতে ছুঁয়ে বল দেখি কাল ক জায়গায় ফলার করেচ?

বিদূ। (স্বগত) এই বারেই তো বড় পেঁচে পড়্লেম্। পৈতে ছুঁয়ে আর মিছে কথা বল্‌বো কি? না, কাজ্ নাই। যথার্থ কথাই বলি। (প্রকাশে) এই পাঁচ ছ জায়গায় হবে।

রঞ্জি। কি আশ্চয্যি! বামুন্ তবে বল্লে কোথাও খাও নাই। আমার কাছে লুকোচুরি?

বিদূ। দুর্গা বল, আমার কি সাধ্যি যে তোমার কাছে লুকোচুরি খেলি, তুমি যত হলে দেশের রাজা, আর আমি হলেম্ তোমার পের্জ্জা। ওরে বাপ!—(দন্তে জিহ্বা কর্ত্তন।)

রঞ্জি। আহা! কি সাধু! যেন সাক্ষৎ ধর্ম্ম আর কি? ভাল, বল দেখিন্, এই য়্যাত জায়গায় খেয়েও কি তোমার তৃপ্তি হয় নাই?

বিদূ। দুর্গা বল, তা কি হয়ে থাকে? ও যে আমার পক্ষে নস্য মাত্র। কোথা এক গণ্ডূষ, কোথা কণিকা মাত্র, এ খেয়েও কি আমার উদর পূর্ত্তি হয়!

রঞ্জি। কেন না হবে? যেমন এক এক ছটাক্ করে যোল ছটাকে এক সের হয়, আবার এক এক সের করে চল্লিশ সেরে এক মোন হয়, তেমনি এক এক গণ্ডূষ করে বিশ্ গণ্ডূষে তোমার পেট ভোর্‌বেনা কেন? তুমি ত আর মায়াবী দেবতা নও!

বিদূ। আঃ! তোমার যে ভাল মোটা বুদ্ধি দেখ্‌চি! তুমি ত কিছুই বুঝ্‌তে পার না।

রঞ্জি। কেন?

বিদূ। ও ভাই, সেই গণ্ডূষটী উদরস্থ হতে না হতেই যদি জীর্ণ হয়ে যায়, তবে শ্রীধরের সে আপত্তি আর কোথায় লাগে। হাঃ হাঃ—(হাস্য)।

রঞ্জি। কি চমৎকার! তোমার পেটের মধ্যে মূর্ত্তিমান বৈশ্বানর আছেন্ বুঝি!

বিদূ। তা বৈ কি! একি আমার সামন্য অগ্নি, এ মহাগ্নি, এতে জিনীস্ পড়্‌তে মোত্তরই খাক্। হায়! শিব মদনকে পুড়্‌য়ে ফেলে বড় ভুল করেচেন্, তিনি যদি পাপিষ্ঠ ক্ষুধাকে ভস্ম কর্ত্তে পাত্তেন, তবে ক্ষুধা মদন উভয়েই যেত।

রঞ্জি। ভাল, বল দেখিন্, তোমার এ বিদ্যে হলো কোথ্থেকে।

বিদূ। হাঃ হাঃ, তাও জান না? যে অগস্ত্য এক শোষে সমুদ্র পান করেছিলেন ও বিন্ধ্য পর্ব্বতের দর্প চূর্ণ করেছিলেন্, শর্ম্মা সেই মহর্ষির বংশজ। শর্ম্মা মনে কল্লে শিল নোড়া পর্য্যন্ত পার কত্তে পারেন্। অধিক কি, হাঁ কল্লেই সর্ব্বনাশ! সাগরটা যদি ডাবের জল বা চিনির-পানা হতো, তা হলে আমি এই মোত্তর দ্বিতীয় অগস্ত্যের খ্যাতি লাভ কত্তে পার্ত্তেম্। লোণা জল, মিছে মুখ খারাপ কোর্ব্বো কেন?

রঞ্জি। তুমি এদ্দিন্ এস নাই কেন?

বিদূ। আমি তোমার কোনে দেখ্‌তে গিছিলেম্।

রঞ্জি। যাত্রার ফলটা হয়েচে তো?

বিদূ। হ্যাঁ হয়েচে।

রঞ্জি। কেমন দেখ্‌লে বল দেখি?

বিদূ। ভাই, আমি এমন গজেন্দ্র-নয়না, ইন্দু-বদনা রূপসী কোথাও দেখি নাই। তার গুণের ত অনেকে সুখ্যাতি করে থাকে।

রঞ্জি। দূর মূর্খ, গজেন্দ্র-নয়না কি রে! বোধ হয় কুরঙ্গ-নয়না বল্‌তে বল্‌তে গজেন্দ্র-নয়না বলে ফেলেচিস্‌।

বিদূ। তা ছাই যাই হোক, কুরঙ্গ-নয়নাই হোক্‌ বা গজেন্দ্র-নয়নাই হোক্‌, দুয়েতেই সুন্দরী বোঝায়, এও যা, সেও তা। আমার ভুল কি ধর্ত্তে আছে! আমি হচ্চি বৈদিক ব্রাহ্মণ, ঋষিতুল্য লোক। আমার যদিও কখন ভুল চুক্‌ হয়ে থাকে, সেটা ধর্ত্তব্যের মধ্যে নয়।

রঞ্জি। আ মরি! কি জিতেন্দ্রিয় তপস্বী! আচ্ছা, তুমি বল দেখি, তোমার কোন্‌ বেদ পড়া আছে?

বিদূ। সে বেদ্‌ টেদ্‌ পড়া নাই। তবে দুচারটা গত্‌ জানি। লোক ভুলাতে পটু শর্ম্মার মত দুটী নাই। যখন পুতী নিয়ে বেদির উপর গম্ভীর চেহারায় বসি, তখন কত তর্কালঙ্কার বিদ্যানিধি আমার কাছে হার্‌ মেনে যান।

রঞ্জি। হাঃ হাঃ! তোমার হাঁদা পেট্‌ দেখে না তোমায় গণেশের অবতার মনে করে?

বিদূ। ওহে! তুমি হাঁদা পেটের গুন্‌ জাননা।

রঞ্জি। হাঁদা পেটের আবার গুণ কি? রাস্তায় চলে যেতে যেতে দৈবাৎ কখন যদি কাপড়ের টীপ্‌টা খসে যায়, তা হলে উলঙ্গ হয়ে, ভেকুয়ার মত, ওত করে পথের মধ্যে দাঁড়াতে হয়।

বিদূ। কেন?

রঞ্জি। ওহে, নুয়ে কাপড় তুল্‌বার যে জো নাই। এ ছাড়া হাঁদা পেটের আর কি গুণ আছে?

বিদূ। তবে বলি শোন। হাঁদা পেট্‌ যার না আছে

তারে কেউ মানুষ বলে না। হাজার কেন বিদ্বান হোক্ না অন্ততঃ ভুঁড়িটা চাই। আমার হাঁদা পেট্ থেকে যত আদর, আমার পেটের ওজনে গ্রন্থ কণ্ঠস্থ করেও তোমার অন্য অন্য সভাপণ্ডিতের সেই আদর। দেখ দেখিন্, তোমার কর্ম্মচারীর মধ্যে যত গুলিন্ অধ্যক্ষ পদে আছে, তাদের অধিকাংশেরই হাঁদা পেট।

রঞ্জি। দূর হতভাগা। হাঁদা পেট্ আছে বলে কি ওরা অধ্যক্ষপদে মনোনীত হয়েচে ?

বিদূ। তা বই কি ?

রঞ্জি। দূর্ বানর !

বিদূ। আমি বানর নয়, তোমার কর্ম্মচারীরাই বানর। তুমি নিজে যেমন হাবাচন্দ্র রাজা, তোমায় তেম্নি গবাচন্দ্র মন্ত্রীও মিলেচে। ভাল, বল দেখিন্, ও ভাস্করটাকে এত উচ্চ পদ কেন দিয়েছ? তোমার মত লোকের হাতে ঈশ্বর রাজ্-দণ্ড কেন যে দিয়েছেন, তা তিনিই জানেন।

রঞ্জি। আমার অপরাধ ?

বিদূ। আচ্ছা, বল দেখি, তোমার ভাস্করের কি গুণ আছে? ওর সেই লম্বোদরটী আছে, সময়ে সময়ে দুচারটা মন পোরা কথা বল্‌তে পারে, ফাল্‌ত কথা নিয়ে চেঁচা চেঁচি কত্তে পারে, আর কারে কিছু দিতে হলেই মুখ খিচোয়। আঃ! সেটা কি অলম্বুষ্, তারে দেখ্‌লে আমার চিম্‌টী কাট্‌তে ইচ্ছে করে।

রঞ্জি। কেন ?

বিদূ। যে কারণ কুচ-মর্দ্দন কত্তে ইচ্ছা হয়, সেই কারণ মোটা লোক্‌কে চিম্‌টাতে ইচ্ছা করে।

রঞ্জি। তা হলে তোমার নিত্যি রক্তপাত হওয়া উচিত। ভাস্করকে যে অলম্বুষ বল, তুমিও কোন্ ঘটোৎকচ নও।

বিদূ। আমি এত কি মোটা, লোকে যেমন মোটা হয়ে থাকে আমি ঠিক্ সেই রূপ। ওর পেট্ তো নয়, যেন গজ-কুম্ভ! হঠাৎ দেখ্লে বোধ হয় যেন পূর্ণ দশ মেসে পোয়াতি।—আঃ! ওটা জান্নবে গিয়েছে।

রঞ্জি। আ মর্! তুই যে এত দিন্ ভাস্করকে তোর পরম মিত্র বলে বল্তিস্! তোরে এ রোগ আবার কেন ধল্লে?

বিদূ। তার কারণ আছে। আমি যারে জানি শুনিনা তারে তুমি উচ্চপদ দেও গে তায় আমার কোন আপত্তি নাই। কিন্তু যার সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠতা তারে উচ্চপদে দেখ্লে আমার ঈর্ষ্যানল জঠরানলের মত জ্বলে ওঠে। ঐ ছোঁড়া মধুকরকে যে উচ্চপদ দিয়েছ, তায় আমি কখনো কিছু বলে থাকি?

রঞ্জি। তুমি যা বল ভাই, ভাস্কর কিন্তু বিলক্ষণ নম্র।

বিদূ। ও তোমার বুঝ্বার ভুল।

রঞ্জি। কেন?

বিদূ। ও মাথা হেঁট্ করে একশ বার পেট্টী দেখে, তাই বুঝি তুমি ওরে নম্র বল?

রঞ্জি। তা নয়, তবে কি না ভাস্কর লোকে মন্দ নয়। আমি ত ওরে বয়স্যের মত জ্ঞান করি।

বিদূ। মন্দ ছিল না বটে, কিন্তু বর্ত্তমান মন্দ হয়েচে। আমি ওর মত লম্বোদর গজানন ত কোথাও দেখি নাই। আগে ও আমার সঙ্গে কত আলাপ টালাপ কর্ত্তো, পদে

পদে কোলাকোলি হতো। সেই কোলাকোলির দরুণ ওর পোড়া পেটের দাগ্ হয় তো আজো আমার গায় আছে।

রঞ্জি। আহা! তোমরা দুজনায় যেমন স্থূলোদর কোলাকোলির সময় বোধ হয়, যেন দুটা সিন্ধুঘোটক ঝগড়া বাদ্য়েছে।

বিদূ। তা যা বল, ভাস্করকে আমি পূর্ব্বে কিছু না জান্তেম্? না তার সঙ্গে আমার বন্ধুতা ছিলনা? সেই বন্ধুতার এখন ভাবান্তর হয়ে দাঁড়্য়েচে। মানের হানি হবে বলে, সে অন্যের সম্মুখে আমার সঙ্গে কথা বলে না। মুখ্ খানা ভারি করে ফেলে। অভিমানে রাজা দুর্য্যোধনের চেয়েও এক কাঁটা শরেস্। আমি যদি যেঁচে গুঁজে এক আদটা কথা বলি, তা হলে নাচার পক্ষে হুঁ হাঁ করে সেরে দেয়। নৈলে উলূকের মত গম্ভীর ভাবে বসে থাকে। কিন্তু আমি কি সে ভাব বুঝ্তে পারি না?—পারি। তাই মুখ ঘুরিয়ে সরে দাঁড়াই। হাঃ হাঃ, আমার কাছে আবার চাতুরী করেন,আমি কি এমনি বোকা? আমি উড়ে যায় পাখী, তার পাখা গণি। (ক্ষণেক পরে) ঈশ! উঁনি আবার আর কেউ থাক্লে আমার সম্মুখে হাসেন্ ও না। হাসি পেলে অমনি চেপে যান। আবার নির্জ্জনে আমায় দেখে ফুর্সোৎ মত দাঁত বের করেন।

ভালরে মজার বড় মানুষী।
সিকি পয়সায় সরু ঘুণসী।

রঞ্জি। তুমি বড় পরশ্রীকাতর।

বিদূ। পরশ্রীকাতর নয়, মিত্রশ্রীকাতর। তা সুধু আমি

কেন? অনেকের মনে এই বীজ উপ্ত আছে, সুবিধা মত অঙ্কুরিত হয়।

রঞ্জি। আত্মবন্মন্যাতে জগৎ।

বিদূ। মহৎ ব্যক্তির রীতিই ঐ।

রঞ্জি। তোমার মত মহৎ ব্যক্তি কি আছে? তোমার কাছে গাম্ভীর্য্যে সাগর রাজা পরাস্ত।

বিদূ। আর সৌন্দর্য্যে গজানন, না না, ষড়ানন পরাস্ত।

রঞ্জি। হাঃ হাঃ, তুমি যা আগে বলেছিলে তাই। পরের কথাটী গ্রাহ্য নয়।

বিদূ। হাঁ, আমি অসুন্দর হই, তার জন্য দুঃখ নাই। কিন্তু তোমার ভাস্করই হচ্চে সৌন্দর্য্য-নীরাধার রত্ন। কেমন নয়?

রঞ্জি। তা তোমার চেয়ে ভাস্কর দেখ্‌তে অনেক ভাল।

বিদূ। হাঃ হাঃ, পদ্মের কাছে শিমূল আর ময়ূরের কাছে সাল্‌কি।—ভাল বল দেখি তুমি এমন বক্কেশ্বরকে সন্ধি কত্তে কেন পাঠ্‌য়েছিলে?

রঞ্জি। সন্ধির সর্ত্তটা কিছু কঠিন্ ছিল।

বিদূ। কি কঠিন্?

রঞ্জি। আদিত্যসিংহের দুহিতার পাণি প্রার্থনা। বুঝ্‌লে এখন?

বিদূ। হাঁ, এতক্ষণের পর বুঝ্‌লেম্। তোমার দেশের রূপরাশির নমুনা রাজনন্দিনীকে দেখাবার জন্য বুঝি ভাস্করকে সেখানে পাঠ্‌য়েছিলে।

রঞ্জি। তুমি যেমন বুঝ্‌তে বৃহস্পতি!

বিদূ। যাগ্‌গে, ও সব কথা থাক্, এখন কাজের কথা যা তা বল।

রঞ্জি। কাজের কথা আবার কি ?

বিদূ। আজ্ কত কালের পর তোমার ও অভাগা কপালে চন্দন পাটী কল্লে, বের ফুল ফুট্‌লো, আজ্ গাত্র হরিদ্রা, কৈ পেট্ টা ভরে আমায় এক্‌বার খাওয়ালেও না।

রঞ্জি। কি আপদ্! খাওয়াবার জন্য যখন ডেকে পাঠ্‌য়েচি, তখন কি তোমায় খেতে না দিয়ে তাড়্‌য়ে দেবো ?

বিদূ। তোমরা কোন্ তা না পার, কত বামুনকে এমন শ্যামচাঁদ ও শতমুখী দিয়ে বিদেয় করেচ।

রঞ্জি। এস তবে, তোমায়ও তাই করি।

বিদূ। সে কথা আমি শুনিনা, এখন খাওয়াবার কথা বল।

রঞ্জি। আরে এট্টু থামনা, আহারের সময় হলে অন্তঃপুর থেকে খবর আস্‌বে।

বিদূ। তুমিও কি খাও নি ?

রঞ্জি। না, আমি তোমার সঙ্গে খাব বলে বসে আছি।

বিদূ। (নৃত্য করিতে করিতে) তবে ত ফলার পেকেচে। তবে ত ফলার পেকেচে। দ্রিম তানা নানা, দেরেনা দেরেনা, ত্রিকেট্ তোম্ তায়রে, হায়রে হায়রে হায়রে, আর মহারাজার মোর বিয়ে রে।

রঞ্জি। আরে বসো, বসো, তোমায় আর নাচ্‌তে হবে না।

বিদূ। আমার জন্য পাল্কী হয়েচে কি না বলুন্।

রঞ্জি। ওকি ! তুমি আবার কোথায় যাবে ?

বিদূ। তোমার বে দিতে!

রঞ্জি। তা তোমার গিয়ে কাজ্ কি।

বিদূ। না বেশ্! আমি যাবনা তো আর যাবে কে?

রঞ্জি। আর কি লোক নাই?

বিদূ। আমার মত কাজের লোক আবার কোন্ ব্যাটা আছে! তোমার সব কটী কর্ম্মচারীই তো উন্‌পাজুরে, তারা শর্ম্মার কাছে আবার কল্কে পেতে পারে।

রঞ্জি। (হাস্য করিতে করিতে) ও হে ক্ষেপ না, ক্ষেপ না, আমি তোমায় ছেড়ে কোথাও গিয়ে থাকি যে যাব। তুমি নিশ্চয়ই আমার সঙ্গী হবে।

বিদূ। (ভূপতির মস্তকে অপসব্য কর প্রদান করিয়া) সুখে থাক প্রাণটী আমার চিরজীবী হয়ে, নুণ ফেন খেয়ে, আর আমার মত হয়ে। (পরে কটি দেশে দক্ষিণ হস্ত, ও মস্তকে বাম হস্ত প্রদান পূর্ব্বক নৃত্য) তাক্ ধিনা ধিন্, তা থৈ, তা থৈ, তাক্ ধিনা ধিন্ ধিন্; আর ভ্যালারে আমোদের দিন্।

রঞ্জি। ও ঢের নেচেছ. এই বারে বসো, অধিক নাচ্‌লে যে আবার বাতিয়ে যাবে।

বিদূ। বসি তবে। (উপবশেন ও তৎপরে) আঃ! আর কত বিলম্ব, আমি যে থাক্‌তে পারি না। আমার পেট্ টা খাবার জন্য ফণীন্দ্রের ন্যায় গর্জ্জন কচ্চে।

রঞ্জি। আর দেরী নাই। ঐ দাসী ডাক্‌তে আস্‌চে।

বিদূ। আঃ বাঁচলেম্। তবে ত মেঘ চাইতে জল পেলেম্ দেখ্‌চি।

রঞ্জি। তা বই কি, বিড়ালের ভাগ্যে শিকা ছিঁড়েচে। এই ব্যালা একটা গেয়ে নেও। •

বিদূ। যে আজ্ঞা। (পরে নাকী সুরে গাইতে আরম্ভ।)

"তানা দরে তদেম্না য়্যালী য়্যালী য়্যালালে, উদনতুঁ তানাদরে তদেন্না দেন্না দেন্না তান দের নাধি তি লানারে।"

রঞ্জি। বেস বেস। এ গান্ শুনে ভেক সব জলে ডুবে মর্‌বে দেখ্‌চি। ভাল বল দেখি তুমি কটা কোকিল পুড়্‌য়ে খেয়েছিলে?

বিদূ। কোকিল পোড়া তো খাই নাই, কাঁকড়া পোড়া বরং বার দুই খেয়েচি।

রঞ্জি। ঝাঁপ কইর ঝোল খেয়েচ?

বিদূ। হাঁ, খেয়েচি বই কি? ঐ সে দিন্ যে তোমায় আমায় এক জায়গায় বসে খেলেম্। কেমন, মনে আছে তো?

রঞ্জি। আর কেন, এই বার বাক্ দ্বারে লৌহ অর্গল প্রদান কর। নিতান্ত চেঙ্গড়ামী ভাল্ লাগে না।

(জনৈক অসিক্নীর প্রবেশ।)

অসি। (বদ্ধাঞ্জলিপুটে) মহারাজ্! গা তুলে ভিতরে চলুন্, খাবার প্রস্তুত হয়েচে।

রঞ্জি। আর যারা আস্‌বার তারা সব এয়েচে তো?

আসি। আজ্ঞা হাঁ, তারা সকলেই এয়েচে। কেবল আপনারই অপেক্ষা মাত্র।

বিদূ। তবে চল চল, আর দেরী সয়না। আমার উদর ভায়া বড় ক্ষেপে উঠেচেন্।

রঞ্জি। আচ্ছা চল।

বিদূ। সর্‌লো রে মোর ব্রেজের খেলা, শূন্য পড়্‌লো কদম্ তলা।

[সকলের প্রস্থান।

ইতি চতুর্থাঙ্ক।

পট-ক্ষেপণ।

পঞ্চম-অঙ্ক।

প্রথম-গর্ভাঙ্ক।

রত্নগিরি।—রাণী উর্ম্মিলার উপবেশন—বেশ্ম।

(করতলে কপোল বিন্যাস করিয়া উর্ম্মিলা আসীনা।)

উর্ম্মি। সরোজকে আমার সৈতে হলো। পোড়ার দশা, মরণ আর কি! সরোজিনীর বে! কত বড আমোদের দিন! আজ্ আহ্লাদে বুক্ পাঁচ হাত হতো। কোথা আমি চরকীর মত ঘুর্তে থাক্তেম্, কথা কবার অবসর থাক্তো না, না অসুখের ছল করে এখানে বসে আছি। না বোসে আর কি কর্ব্বো? আমায় কিছুই ভাল লাগ্চে না। অন্ন জল তিক্ত হয়ে গেচে। বাছা আমার জীবন্মৃত হয়ে রয়েচে, কারুর সঙ্গে ভাল করে কথা বল্চে না। মৌনবতীর মত চুপ্টী করে বসে আছে। আর মাঝে মাঝে এক একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেল্চে। কাল আমি গে কত করে বুঝালেম্। কিছুতেই কিছু হলো না। সে আমার মুখ্ পানে চাইলে না, কথাও কৈলে না, কেবল নতমুখে কাঁদ্তে লাগ্লো। আমিও তা দেখে চোকে জল রাখ্তে পাল্লুম্ না। কি করি, শেষ আবার হা পিত্যেশ করে উঠে এলেম। হায়! কত দিন হলো বাছা আমার চুলে চিরণী দেয় নি। ভাল কাপড় পরে নি। গয়না সব বাক্সে পূরে রেখে দিয়েচে। মুখ খানিতে

আর শ্রী নাই, যেন ভাবনা রাক্ষসে সব চুষে খেয়েচে।—আঃ! আজ সকালে মদনিকা গে, কত কষ্টে, তার চুল আঁচ্ড়ে দিয়ে, ভাল কাপড় চুপড় ও গয়না গাঁটি পর্য়ে এসেচে। কিন্তু, ওরে কোনের সাজে সাজিয়ে দেওয়া আর বিষ খেতে দেওয়া দুইই সমান। মধুকর জামাই হলে সোণায় সোহাগা হতো। বাছার মুখ্খানি আজ্ আনন্দে হাঁস্‌তে থাক্‌তো। আর তা দেখে আমারও সুখের পরিসীমা থাক্‌তো না। কিন্তু পোড়ার দশা। তা কত্তে দিলে কৈ? মনের সাধ মনেই রৈল। সরোজ্‌কে আমার একান্তই কাঁদ্‌তে হলো, সইতে হলো, আর আজম্মটা ভাব্‌তেও হলো। দেখ্‌চি সেই ভাব্‌নাই শেষ তার জীবন কুসুমের কীট হবে!—(রোদন।)

(মদনিকার প্রবেশ)

মদ। কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ!

উর্ম্মি। (সচকিতে গাত্রোত্থান করিয়া) হয়েচে কি! হ্যাঁ মা, হয়েচে কি?

মদ। (সরোষে) এত বড় স্পর্দ্ধা। দিন দুপরে চুরি!

উর্ম্মি। হ্যাঁ মা, হয়েচে কি? কার ঘরে চুরি?

মদ। আর হবে কি! উনুনের পাঁশ হয়েচে! আহা! চুঃ চুঃ, কল্লে কি গা!

উর্ম্মি। কে কি কল্লে গা?

মদ। ও মা! ঘোড়াটার কি তেজ্! দেখ্‌তে দেখ্‌তে নেই! যেন তীর।—

উর্ম্মি। কার ঘোড়া মা?

মদ। এত সাহস! সাপের গর্ত্তে হাত! সিংহের সঙ্গে বাদ! শুনেছিলেম্ যে কৃষ্ণ রুক্মিণীকে হরণ করেছিলেন, কিন্তু এ বার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ কল্লেম্। ও মা! এ কি ভদ্রের কাজ্! কি অত্যাচার!

ঊর্ম্মি। হ্যাঁ বৌ, ব্যাপার খানা কি?

মদ। তা বল্‌তে গ্যালে গা কাঁটা দিয়ে ওঠে। হায় হায়! কল্লে কি গা!

ঊর্ম্মি। শীগ্‌গির বল বাছা, আমি না শুনে আর থাক্‌তে পারি না। আমার প্রাণ কেমন কচ্চে।

মদ। ও গো! আমরা ঠাক্‌রুণ্ দর্শন করে আস্তে আস্তে ঠাক্‌রুণ বাড়ীর সাম্‌নে সেই তমাল গাছ্‌টার কাচে হয়েচি, এমন সময় এক জন ঘোড়্‌সওয়ার এসে, ঠাকুরঝীকে নিয়ে বায়ুবেগে পাল্‌য়ে গেল।

ঊর্ম্মি। (ভয় ও বিস্ময়ব্যঞ্জক স্বরে) অ্যাঁঃ! কাকে? সরোজ্‌কে? আমার সরোজ্‌কে!!

মদ। হ্যাঁ! ঠাকুরঝীকে। আঃ! তার চেহারাটা দেখেই আমাদের আত্মাপুরুষ শুক্‌য়ে গেল।

ঊর্ম্মি। (সকাতরে) বল কি! সরোজ্‌কে! এ বজ্রাঘাত কখন হলো? আমার সরোজ্‌কে? ও মা! কোর্ব্বো কি গো! কে নিলে গা? হায়! হায়! তোমরা কি কত্তে ছিলে? ধনঞ্জয় শুনেচে ত? খোজ্ খবর লওয়া হয়েচে ত? এত ক্ষণ বলনি কেন? হায় হায়! আমি যাব কোথা! হতভাগা কল্লে কি গা! এ বয়সে আমায় এ যন্ত্রণা ভুগ্‌তে হলো? হায় হায়! এক্ বারে আমাদের সর্ব্বনাশ করে গ্যালো। প্রাণে মেরে

গ্যালো! হাড়হাবাতে হতোচ্ছাড়া কল্লে কি গা? (রোদন ও শিরে করাঘাত।)

মদ। এত উতালা হচ্চেন্ কেন? এট্টু ধৈর্য্য ধরুন, আর অমন্ করে মাথা চাপ্ড়ে ফল কি?

উর্ম্মি। হায় হায়! এখন কি করি? আমার বাছাকে কি আর দেখ্‌বো! আর কি সরোজ্ আমার আস্‌বে? আর কি মা আমায় মা মা বলে ডাক্‌বে? বিদেস্তার মনে কি এই ছিল! হায়! কি দুর্দ্দৈব!!

মদ। (স্বীয় অঞ্চলে রাজ্ঞীর অশ্রুমার্জ্জন করিতে করিতে) ঠাক্‌রুণ, তুমি আমার মাথা খাও আর কেঁদনা। এট্টু স্থির হও। ঠাকুরঝীর হরণ-সংবাদ অনেক ক্ষণ গেছে। বোধ হয়, আর্য্যপুত্র এত ক্ষণ শুনেচেন্।

উর্ম্মি। হ্যাঁ মা! কি বল্লে? ধনঞ্জয় শুনেচে!

মদ। তার আশ্চয্যি কি? যখন এত গোলমাল হয়েচে তখন কি তাঁর আর শুন্‌তে বাকী আছে!

উর্ম্মি। পোড়ারমুখো হাবাৎকুড়ে কল্লে কি গা! এত লোকের চক্ষে ধূল দিয়ে গেল! হ্যাঁ মা, সে সময় সরোজ্ কিছু বলেছিলো কি?

মদ। খুব অস্পষ্ট স্বরে বার দুই তিন কি বলেছিলেন্। কিন্তু পোড়া বাজ্‌নার দিয়ে কিছুই শোনা গেল না। তা ছাই সে সময় কি কারুর মনঃস্থির ছিল? ওর সজ্জা দেখে সকলেই ভেকাচেকা হয়ে গিচ্‌লো, ঠাকুরঝীকে নে যাবার সময় কেউ কুঁ শব্দটী কত্তে পাল্লে না। সকলেই কলের পুঁতুলের মত দাঁড়ুয়েছিল। আঃ! কি ভয়ানক সাহস!—যেমন বাজ্ পায়রাকে

ছো মেরে নিয়ে যায়, সে তেম্‌নি করে ঠাকুরঝীকে নিয়ে গ্যালো।

উর্ম্মি। চেটীরা তবে কি কত্তে ছিল, তারা কি সুধু রূপ দেখাতে গিচ্‌লো?

মদ। তা তাদের দোষ দেওয়া বের্‌থা। ওর মত তেজীয়ান পুরুষের সঙ্গে কি ওদের যুদ্দু সাজে? ওদের চেষ্টা করাই যে নিষ্ফল হতো।

উর্ম্মি। কোন্‌ দিকে গেল?

মদ। সেই মন্দিরের ঈশান কোণে যে আঁব বাগান আছে, তারি পাশ্‌ দে দৌড়ে গ্যালো। এত শীগ্‌গির গ্যালো যে তা আর কি বল্‌ব! দেখ্‌তে দেখ্‌তে অদৃশ্য হয়ে গ্যালো।

উর্ম্মি। তা হোক্‌, তবুও বেটীরা এট্টু গোলমাল কল্লে তার মনে এট্টু ভয় জন্মাতো। তারা যখন বিশ্‌ ত্রিশ্‌ জন ছিল, তখন তারা চেষ্টা পেলে এক জন পুরুষকে কি ঘিরে ফেল্‌তে পার্‌তো না?

মদ। হরণের এট্টু বাদে আমরা সকলে প্রাণ পণে আর্ত্তনাদ কল্লেম্‌, কিন্তু কে তা শোনে? বাজ্‌নার গভীর শব্দে সবই ঢেকে গ্যাল।

উর্ম্মি। হ্যাঁ বৌ, তারে তোমরা চিন্তে পেরেছিলে কি?

মদ। তা কি করে চিন্‌বো বলুন্‌। যখন তাঁর সর্ব্বাঙ্গ কবচে ঢাকা, বল্‌তে কি ঘোড়াটা পর্য্যন্ত! তখন সে চেনা লোক হলেও যে তারে চেনা ভার।

উর্ম্মি। তা বটে, কিন্তু এখন উপায় কি বল দেখিন্‌?

মদ। আমরা কি তার উপায় কর্‌বো বলুন্‌। যখন আর্য্যপুত্ত্রের কাছে সংবাদ গেছে, তখন তিনি অবিশ্যি এর একটা সদুপায় করে থাক্‌বেন। সেনাপতি নিশ্চয়ই তাঁর অনুসন্ধান কত্তে গিয়ে থাক্‌বে।

(বেগে মধুরিকার প্রবেশ।)

মধু। ও গো, ধরা পড়েচে এবার চোর চূড়ামণি।

ঊর্ম্মি। অ্যা! বল কি মধু! চোর ধরা পড়েচে?

মধু। না ধরা পড়েনি বটে, কিন্তু লোক্‌টা চেনা গেচে।

মদ। কি রকমে চেনা গেল, বল দেখিন্‌ ভাই?

মধু। রঞ্জিতের প্রধান সেনাপতি নাই। তিনি এক্‌বারে অনুদ্দেশ হয়েচেন্‌। তাইতে সকলে এই স্থির করেচে যে তিনিই এ কাজ্‌ করেচেন।

ঊর্ম্মি। কে, মধুকর সিংহ? বল কি মধু?

মধু। হ্যাঁ, তিনিই।

মদ। তিনি যদি হয়ে থাকেন, তবে আর কোন কথার ভয় নাই, বরং ভালই হয়েচে। ঠাকুরঝী যাঁরে খুঁজ্‌ছিলেন, দৈবযোগে তাঁরেই পেয়েচেন।

মধু। তা বই কি, অমন ভদ্র চোরের হস্তে কোন অনিষ্টের আশঙ্কা নাই।

ঊর্ম্মি। হ্যাঁ মা মধুরিকে! তাঁরে আনবার জন্য লোক পাঠান হয়েচে কি?

মধু। হ্যাঁ, শুনলেম্‌ তো, ওঁরে ধরে আনবার জন্য আমাদের প্রধান সেনাপতি গিয়েচেন। রঞ্জিত একবারে

তেলে বেগুণে জ্বলে উঠে সেনাপতিকে এই আদেশ করেচেন যে " সে নেমকহারামকে কয়েদীর মত বেঁধে নিয়ে এস। আমি তারে শক্ত সাজা দেবো।"

মদ। তবে ত বড় দায়। এ যে গোদের উপর বিষ ফোড়া। ঠাকুরঝী যার জন্যে কেঁদে সারা, তার এ দুর্দ্দশা দেখ্‌লে কি তিনি ধৈর্য্য ধরবেন ?

উর্ম্মি। তাই তো মা, আমি এ খবরটা শুনে, এট্টু তুষ্ট হয়েছিলেম। কিন্তু দেখচি আবার বিষাদ এসে উপস্থিত। এখন সে ধরা না পড়ুক তায় আমার কোন চিন্তা নাই। সরোজ আমার রাজ প্রাসাদেই থাক বা পর্ণ-কুটীরেই থাক, পতিসুখে সুখী হয়ে, দেহে প্রাণে ভাল থাক্‌লেই সব কথা। ও মা ! যে বর এসেচে, আমার দেখেই চক্ষুস্থির !

মদ। তা মধুকরকে ধরা সহজ ব্যাপার নয়। তিনি কি এমনি কাঁচা লোক ? তিনি আগে লুকোবার স্থান স্থির করে তবে এ কাজে ঢুকেচেন।

মধু। তা তিনি কোথাও না লুক্‌য়ে যদি তোকারামের তপোবনে যান, তবে আর তাঁরে কে পায় ! সেখান থেকে ধরে আনা সহজ কথা নয়। তোকারামস্বামীকে কে না ভয় করে ?

মদ। হঁ্যা, তার জন্যেই ত মধুকর কারে ডরায় না।

মধু। তা ডরাবে কেন ? তোকারাম কি একজন সামান্য লোক ?—তাঁরে না ডরায় এমন লোক এ মহারাষ্ট্ররাজ্যের মধ্যে নাই।

মদ। (ক্ষণেক চিন্তা করিয়া) হঁ্যা হঁ্যা, ভাল কথা মনে পড়েচে। যদি তাঁরা এ ফিকিরটী ফেঁদে থাকেন, তবে

রঞ্জিতকে নিশ্চয়ই নাকাল হতে হবে। যেমন আহ্লাদে বে কত্তে এসেছিলেন, তেমনি বিষাদে বাড়ী ফির্‌তে হবে।

উর্ম্মি। তা কি বল দেখিন?

মদ। সেই তপোবনেই যদি এঁদের বিবাহ কার্য্য সাঙ্গ হয়ে যায়, তবে আর ভাবনা কোন্ কথার? সব আপদই ঘুচে যাবে।

উর্ম্মি। তা হওয়াও বড় চমৎকার নয়। তিনি যখন হরণ করেচেন, তখন কোন না কোন একটা উপায় ভেবেই, সে কাজে প্রবৃত্ত হয়েচেন।

মদ। আমার ভয় হচ্চে, রঞ্জিত পাছে তাঁর উপর কোন উপদ্রব করে।——রাগ চণ্ডাল!

মধু। তা সে কখনই পার্ব্বে না। তা কল্লে, তোকা-রামের কোপে পড়্‌তে হবে। আর অমন একজন দক্ষ সেনা-পতিকে হারাতে হবে। বিশেষ আবার সে যখন তাঁরে অপত্যবৎ স্নেহ করে, তখন সেই স্নেহই প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়াবে। রাগের সময়টা যদি ভালয় ভালয় কেটে যায়, তা হলে সে দিকে আর ভয় নাই।

(কঞ্চুকীর প্রবেশ।)

কঞ্চু। (অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া রাজ্ঞীর প্রতি) ভগবতি! মহারাজা আপনাকে স্মরণ করেছেন।

উর্ম্মি। তিনি কোথায় আছেন?

কঞ্চু। তিনি ঐ ওপাশের ঘরে বসে আছেন।

উর্ম্মি। আচ্ছা তুই বলগে যা, উনি আস্‌চেন।

কঞ্চু। যে আজ্ঞা।

[প্রস্থান।

মদ। ঠাক্‌রুণ, আমরা তবে এখন আসি। আপনি শীগ্‌গির যান। মহারাজা আপনার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছেন।

উর্ম্মি। হ্যাঁ বাছা, আমি তবে চল্লেম। তোমরাও যাও, খাওয়া দাওয়া করগে।

মদ। হ্যাঁ, তাই যাই।

[সকলের প্রস্থান।



পঞ্চম-অঙ্ক।

দ্বিতীয়-গর্ভাঙ্ক।

রত্নগিরি।—রাজসভা-গৃহ।

(আদিত্যসিংহ ও রঞ্জিতসিংহ সিংহাসনে আসীন। ধনঞ্জয় ও ভাস্কর তাহাদের পার্শ্বে উপবিষ্ট। তোকা-রাম, গঙ্গাধর ও বিদূষক যথা-স্থানে আসীন। অন্তঃপুরবাসিনী মহিলাগণ দূরে তিরস্করিণী অন্তরালে উপবিষ্ট। সরোজিনী ও শৃঙ্খলা-বদ্ধ মধুকরকে লইয়া সেনাপতির প্রবেশ।)

ধন। সেনাপতি, তুমি এ ব্যাটাকে কোথায় ধল্লে ?

রঞ্জি। (মধুকরের প্রতি) হ্যাঁ রে পাপিষ্ঠ নরাধম !—তুই কি শিশুপালের মত আমায় অপ্রস্তুত কত্তে চাস্? তোরে অপত্যবৎ স্নেহ করার বুঝি এই ফল? তুই যার খাস্ তারি সর্ব্বনাশ কত্তে চাস্। তারি মুখে কালি চূণ দিতে চাস্। এই গুণে তোরে লোক সাধু বলে, তুই অসাধুর শেষ, দুষ্টের শেষ। তোর মত নেমকহারাম্ আর দুটী নাই। আমার ইচ্ছা হয়, এই মুহূর্ত্তে তোর মস্তক ছেদন করি।

তোকা। মহারাজ! এত রাগবেন্ না। এটু ধৈর্য্য ধরুন। সেনাপতি কি বল্‌চে শ্রবণ করুন।

আদি। হ্যাঁ মশাই, একটু স্থির হউন। সেনাপতির কথাটা শুনুন্। (পরে সেনাপতির প্রতি) বল, মধুকরকে কি করে ধল্লে?

সেনা। সে অনেক কষ্টসৃষ্টে।

ভাস্কর। আচ্ছা, কি করে ধল্লে সে সব কথা খুলে বল দেখি?

ধন। শীগ্‌গির বল।

সেনা। যে আজ্ঞা বলি।—মহাশয়! আমি আপনার আজ্ঞানুসারে ১০ জন অশ্বারোহী ও একখণ্ড শিবিকা সঙ্গে করে চণ্ডীর মন্দিরের ঈশানকোণে আম্র-কাননের ধারে যে পথ আছে, সেই পথ দিয়ে সোজা যেতে লাগলেম্। অনেক দূর গিয়ে কয়েক জন কাঠুরের কাচ্‌থেকে কতক সন্ধান পেয়ে, অবশেষে কৃষ্ণার কূলে এসে ঠেক্‌লেম। সেখানে খুব নিরীক্ষণ করে দেখায় দূরে একজন বর্ম্মাবৃত পুরুষ আমার দৃষ্টিপথে পড়্‌লো।

রঞ্জি। সে কত দূর হবে?

সেনা। সে প্রায় দেড় পোয়া হবে।

আদি। তার পর?

সেনা। তার পর আমরা ঘোড়া থেকে নেমে টিপি টিপি সে দিক্ পানে গেলেম্।

রঞ্জি। কৃষ্ণার এ পারে না ওপারে?

সেনা। আজ্ঞা না, এই পারে।

তোকা। যেখানে সকলে মৃগয়া কত্তে গিয়ে থাকে?

সেনা। আজ্ঞা হাঁ, সেই মহাবনের ধারেই।

ধন। বল্ বল আর বিলম্ব করনা।

সেনা। আমরা সেখানে পৌঁছে দেখি যে, সেস্থলে আর কেহই নাই। কেবল এঁরা দুজনাতেই বসে রয়েচেন।

ভাস্ক। এরা তখন কি কচ্চিলো?

সেনা। মধুকর সে সময় ঘোড়া থেকে নেমে, একটী গাছের ছায়ায় বসেছিল, আর আমাদের রাজনন্দিনী তার পাশে বসে পত্রপুটে জলপান কচ্ছিলেন।

ভাস্ক। তারা তখন কি কথাবাত্রা বল্‌ছিলো?

সেনা। তারা তখন কি বলাবলি কচ্ছিলো সত্যি, কিন্তু সে দিকে আমাদের মনোযোগ না থাকায় আমরা তা শুন্‌তে পারি নাই।

আদি। তবে তুমি সেইখানেই এরে ধরেচ?

সেনা। আজ্ঞা হাঁ, সেইখানেই ধরেচি সত্য, কিন্তু অনেক কাণ্ড কার্‌খানার পর। ঐ যে দেক্‌চেন্ নিরীহ ভালমানুষটী দাঁড়িয়ে রয়েচে, ও যখন রাগে, তখন সিংহের চেয়েও অধিক ভয়ানক হয়।

ধন। কাণ্ড কারখানা আবার কি?

সেনা। আমাদের দেখে, এ ক্ষুধার্ত্ত শার্দ্দূলের মত ক্ষেপে উঠে, নিষ্কোষিত কৃপাণ হস্তে, আমাদের কাছে ছুটে এলো।

ভাস্ক। তবে কি যুদ্ধ হয়েছিল?

সেনা। আজ্ঞা হাঁ, ঘোর যুদ্ধ——! সেই যুদ্ধে আমাদের একজন অশ্বারোহী আহত হয়েচে। আমার মস্তকেও কৃপাণাঘাত লেগেছিল, কিন্তু তায় কিছু হয় নাই। শিরস্ত্রাণ থাকাতেই ভাগ্যে বেঁচে গেলেম।

রঞ্জি। (আমর্ষাবেশে) কি!—তোমার মাথায় লেগেছিল?

সেনা। আজ্ঞা হাঁ।

ধন। তবে তুমি এ ব্যাটাকে কি রূপে ধল্লে?

সেনা। আমি কৌশল ক্রমে এর দক্ষিণ হস্তে কঠিন দণ্ডাঘাত করায়, অসি-খণ্ড এর হাত থেকে বেগে খসে পড়ে, আর সেই অবসরে আমরা সকলে মিলে, এরে পরাস্ত করে, লৌহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করি।

ধন। তবে এ সহজে ধরা পড়ে নাই?

সেনা। তা বই কি, করবাল ওর করে থাক্‌লে, ওরে কোন ক্রমেই আয়ত্ত করা যেত না। ও নিশ্চয়ই আমাদের হাত থেকে প্রস্থান কর্ত্তো।

ভাস্ক। সেনাপতি, তোমার আখ্যায়িকার এই পর্য্যন্ত, না আর কিছু আছে?

সেনা। না মশাই, আর কিছু আছে।

তোকা। বল না, আর কি আছে বল। তোমার গল্পটী শ্রুতিসুখাবহ বটে।

সেনা। ভগবন্! আমি এমন বিপদে কখনই পড়ি নাই। আপনি সে কথা শুন্‌লে চমৎকৃত হবেন।

তোকা। তবে তা অগৌণে প্রকাশ কর।

সেনা। আমার সঙ্গে যে শিবিকা খানা ছিল, তায় রাজনন্দিনীকে বসায়ে তাড়াতাড়ি আস্‌চি এমন সময় সমীপস্থ অরণ্যের মাঝ্‌থেকে রৈঃ রৈঃ শব্দে দশ বার জন দস্যু এসে আমাদের আক্রমণ কল্লে।

তোকা। কি!— দস্যু?

সেনা। যে আজ্ঞা। প্রায় ১০।১২ জন বন্য ধনুর্ব্বাণ হস্তে পশ্চাদ্দিক্ হতে আমাদের প্রতি বাণসন্ধান কত্তে লাগ্‌লো। যদিও দুই একটা বাণ আমাদের গায় ঠেকেছিল কিন্তু তায় কোন হানি হয় নাই। দেহ কঠিন-বর্ম্মে আবৃত থাকায়, তা ব্যর্থ হয়েচে।

আদি। তবে দস্যুদের হস্তে কিরূপে নিষ্কৃতি পেলে?

সেনা। আমরা পাঁচজন ঘোড়া ফিরায়ে, তা দিকে আক্রমণ করায়, তারা আমাদের সমর সহ্য কত্তে না পেরে বেগে কানন-মধ্যে প্রবিষ্ট হলো।

গঙ্গা। অ্যাঁ! পালিয়ে গেল!

সেনা। হ্যাঁ, বনের দিকে পলায়ন কল্লে।

ভাস্কর। যাক্ আপদ চুকে গেছে। আমি মনে কচ্ছি-লেম বা আর কিছু হলো।

ধন। তার পর?

সেনা। তার পর আর কিছু হয় নাই। রাত্তির প্রায় তৃতীয় প্রহরে আমরা এখানে পৌঁছালেম। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, দস্যুদের মধ্যে কাহাকেও ধত্তে পাল্লেম না।

বিদূ। তাইতো হে তারা বড় ফাঁকি দিয়ে গেল।

তোকা। (সস্মিত বদনে) তায় হান কি? সে সময়ে তুমি তাদের অনুসরণ কল্লে, তোমার প্রকৃত কর্ম্মের ব্যাঘাত হতো। কিম্বা হয় ত তারা দলে বলে তোমায় আক্রমণ কত্তে পার্‌তো। আমি রাত্রে সেই পথে যখন মাঝে মাঝে

যাই, তখন ও দিকে দলবদ্ধ হয়ে আগুন জ্বাল্‌তে অনেক বার দেখেচি।

সেনা। হ্যাঁ, তা আপনি দেখে থাক্‌তে পারেন।

রঞ্জি। সে যা হোক্, এখন যে ধরা পড়েচে, তার শাস্তি বিধান করা উচিত।

ধন। আপনার মতে তারে কোন্ দণ্ডে দণ্ডিত কল্লে ভাল হয়?

রঞ্জি। আমার মতে ওরে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করাই বিধেয়।

ভাস্ক। মহারাজ! এ দুই দোষে দোষী। প্রথম, আমার বিনা অনুমতিতে কার্য্য হতে অবসৃত হওয়া; দ্বিতীয়, পরস্ত্রী হরণ করা। বিশেষ আবার আপনার সঙ্গে যার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হয়েচে, তারে যখন হরণ করেছে, তখন এ কোন সময় রাজবিদ্রোহীও হতে পারে। অতএব, বিবেচনা করে দেখ্‌লে এর উপর তিনটী অভিযোগ হচ্চে। আর সেই প্রত্যেক অভিযোগের জন্যই উৎকট দণ্ডবিধান হতে পারে।

বিদূ। (স্বগত) ব্যাটা যেন স্বয়ং মনু আর কি? (পরে প্রকাশে) তোমায় আর আইনের বিদ্যা ফলাতে হবে না। (অনন্তর রঞ্জিতের প্রতি) বয়স্য! তুমি যখন রেগেচ, তখনই পর্য্যাপ্ত হয়েচে! কোন কারণ না থাক্‌লেও ওর শাস্তি পাওয়া উচিত।

আদি। (স্বগত) আঃ! ভাল গোলযোগ এসে উপ-স্থিত। ইনি যেমন হরণ করেছিলেন আর দিন কতক লুকিয়ে থাক্‌লেই ভাল হতো। তা হলে সব দিক্‌ই রক্ষা

পেতো। যা হোক্ এঁরে এ যাত্রা বাঁচাতে পাল্লেই সব কথা। (প্রকাশে) সে কথা পশ্চাদ্বিবেচ্য! বর্ত্তমান ওরে এসম্পর্কে কোন প্রশ্ন করা উচিত।

তোকা। হাঁ, তা উচিত বই কি। বিচার যত সূক্ষ্ম হয় ততই ভাল। ওর যদি ওকালতী গ্রহণ করা ন্যায়-সঙ্গত হয়, তবে আমিই তা গ্রহণ কচ্চি। মহারাজ!—— (অর্দ্ধোক্তি।)

রঞ্জি। (স্বগত) ইনিই যত অনিষ্টের মূল। এঁর দ্বারাই আমি এই উৎপাতগ্রস্ত হয়েচি। এমন প্রতারককে যদি ইনি না যুটাতেন তা হলে, এসব কাণ্ড কারখানা কিছুই হতো না। (প্রকাশে) ভগবন্! যা বল্‌বার আছে বলুন্।

তোকা। মহারাজ! আমার অন্তরে একটী নিগূঢ় বিষয় নিহিত রয়েচে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করুন যে, তা শুন্‌বার জন্য, তিনি আপনায় এত দিন জীবিত রেখেচেন। আমি বহুদিবস পূর্ব্বে, এই নিগূঢ় বিষয় আপনার কর্ণগোচর কর্ত্তেম, কিন্তু এতদিন সুযোগ পাই নাই বলে তা বল্‌তে পারি নাই। মহারাজ! আপনি ও নৃপ-কুল-তিলক আদিত্যসিংহ, প্রায় বহুকাল পূর্ব্বে একবার বদরিকাশ্রমে গিয়েছিলেন্। তথায় আমি সশিষ্যে পূর্ব্বাবধি ছিলাম। আমার সহিত আপনাদের সাক্ষাৎ হলে, আমি আপনাদের একবার নিমন্ত্রণ করেছিলেম। সেই নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্য আপনারা যখন আমার বাসায় উপস্থিত হন, তখন আমার একটী শিষ্য বাল্মীকি-রামায়ণ অধ্যয়ন কর্ত্তে ছিল। আপনারা তাহার সুশ্রীকতা ও সুস্বরের বিস্তর প্রশংসা করেছিলেন,

ও সে বালকটীকে তার পরিচয় জিজ্ঞাসু হয়েছিলেন। আমি ইতস্ততঃ করে আপনাদের কৌতূহল বিষয়ান্তরে লওয়াই।—ভাল, বলুন দেখি, সেই বালকের অবয়বের সহিত এই সভাস্থ কোন ব্যক্তির অবয়বের সাদৃশ্য আছে কি না?

রঞ্জি। (স্বগত) মধুকর যখন কর্ম্মাকাঙ্ক্ষী হয়ে আমার কাছে আসে তখন তার চেহারা দেখে আমার বোধ হয়েছিল যেন তারে আর কখনো দেখে ছিলেম! তবে সেইখানে কি এরে দেখেছিলেম?—হাঁ হতেও পারে। (পরে প্রকাশে) ভগবন্! আমার বোধ লাগ্‌চে মধুকরের অবয়বের সঙ্গে সে বালকটীর অবয়বের কতক সাদৃশ্য আছে। (আদিত্যসিংহের প্রতি) কেমন মশাই, আপনার কি অনুভব হয়?

আদি। কৈ!—আমার ত তা বড় মনে নাই। আমি সে সব ভুলে গিচি। কেবল মাত্র এই বিষয়টী মনে আছে যে, সেই স্থলেই তোমার আমার বিবাদের সূত্রপাত হয়।

ধন। (ক্ষণেক ভাবিয়া) হ্যাঁ পিতঃ! আমিও আপনার সঙ্গে নেমন্তন্নে গে সেইখানে একটী বালককে দেখেছিলেম। বোধ হয় সে বালক যেন এই——

তোকা। এই অপরাধীই সেই বালক। আপনারা আমার নিকট হতে বিদায় গ্রহণ করে, যখন গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তখন পথি-মধ্যে একটা প্রশস্ত প্রান্তরে শিবির সন্নিবেশ নিয়ে তুমুল বিবাদ উপস্থিত হয়, আর সেই বিবাদই এই দশম বার্ষিক রক্তারক্তি যুদ্ধের মূল সূত্র। আমিও দিন কতক পরে বদরিকাশ্রম পরিত্যাগ করে বারাণসীতে এলেম্। তথায় মধুকর ও গঙ্গাধর উভয়ে মহামহোপাধ্যায়

বিট্টল শর্ম্মার নিকট বেদাধ্যয়ন করে। তৎপরে মধুকর আমার অজ্ঞাতসারে আমার নিকট হতে পলায়ন করে। আমি অনেক অনুসন্ধানের পর, ভরতপুরের ভূপতির মল্লশালিকায় এরে দেখি। এ সেখানে আমায় দেখা মাত্রই তটস্থ হয়, ক্ষমা প্রার্থনা করে, ও স্বকীয় যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষার অভিলাষ প্রকাশ করে। ক্ষত্রিয়-তনয়, তার প্রকৃতিই তায় সে বিষয়ে প্রবৃত্ত করেছে, এই ভেবে আমি তৎক্ষণাৎই তার প্রার্থনায় অনুমোদন করি। সে সেখানে কতকদিন অবস্থান করে, যুদ্ধশাস্ত্রে বিলক্ষণ বিশারদ হয়। অনন্তর কর্ম্মপ্রত্যাশায় অনেক দিন ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করে, অবশেষে সিতারায় উপস্থিত হয়। ঈশ্বরানুগ্রহে দৈবাৎ সে সময় আপনার সেনানীর পদ শূন্য ছিল। আমার অনুরোধে আপনি এরে সে পদে প্রতিষ্ঠিত করেন।

আমি এর পূর্ব্ব বৃত্তান্ত এত দিন বলি নাই। বল্‌বার অবসরও পাই নাই। আপনার দ্বিতীয় রাজ্ঞীর জীবদ্দশায় এবিষয় প্রকাশ কল্লে তাঁর দুরপনেয় কলঙ্ক হতো। ফলতঃ বৃত্তান্তটী এই—যখন আপনি দ্বারকায় গিয়েছিলেন তখন বড়-মহিষী জাতাপত্যা হন। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, সন্তানটী ভূমিষ্ঠ করেই তিনি লোকান্তরে গমন করেন। তৎপরে সেই সদ্যজাত শিশুটীকে ছোটরাণী একটী বাক্সের মধ্যে বন্ধ করে কৃষ্ণার স্রোতে ভাসিয়ে দেন। আমি অতি প্রত্যূষে স্নানার্থে তথায় গমন করে দেখি যে, তরঙ্গিণীর খর-স্রোতে একটী বাক্স ভাস্‌তেছে। আমি তদ্দর্শনে বহু কষ্টে সেই বাক্সটী তীরে আনয়ন করি। তদনন্তর, কৌতূ-

হলাক্রান্ত হয়ে, তার দ্বার মোচন করে দেখি যে, তন্মধ্যে একটী নবকুমার অচৈতন্যাবস্থায় শায়িত রয়েচে। ক্ষণেক পরীক্ষা করে দেখায় স্পষ্ট প্রতীয়মান হলো যে, কেবল মাদক প্রয়োগ নিবন্ধনই শিশু-সন্তানটী এরূপ ঘোর-নিদ্রায় অভিভূত রয়েছে। এই স্থির-নিশ্চয় করে, আমি তার প্রতি-বিধান কল্লেম, ও তদ্দ্বারাই শিশুটী স্বভাবস্থ হলো। মৃত-কল্প নব-কুমারটীর এরূপ জীবিতাবস্থা দেখে, আমার মনে অপরিসীম আনন্দের সঞ্চার হলো। আমি তৎক্ষণাৎ স্নানাদি প্রাতঃকৃত্য নিষ্পন্ন করে, শিশুটীকে তপোবনে নিয়ে গেলেম। তথায় অপত্যনির্ব্বিশেষে রীতিমত লালন পালন ও যথাকালে সংস্কারাদি তাবৎ বিষয় সম্পন্ন কল্যেম। মহারাজ! আমি নির্ম্মলান্তঃকরণে বল্‌তেছি, মৎপ্রতিপালিত সেই শিশুটীই এই মধুকর। এক্ষণে অপরাধী হয়ে, আপ-নার সম্মুখে দণ্ডায়মান্। এর পর যা অবশিষ্ট আছে, তা এই, শ্রবণে অবধান করুন। (গাত্রোত্থান করিয়া মধুকর ও সরোজিনীর প্রণয় বৃত্তান্ত রঞ্জিতসিংহের কর্ণমূলে গোপনে কথন।)——

রঞ্জি। (ক্ষণেক স্তব্ধ হইয়া সাশ্রু-লোচনে।) ভগবন্! আপনি যা বল্লেন্, তা শ্রুতমাত্রই আমার হর্ষে বিষাদ, ও বিষাদে হর্ষ উপস্থিত হলো। এক মুহূর্ত্তের মধ্যেই আমি আমার সমস্ত জীবনের চিত্র দর্শন কল্যেম। হায়! এক বিষৎ কালের মধ্যে কতই অলৌকিক ঘটনা ঘটেচে! (পরে গদ্গদ স্বরে) ভগবন্! আপনার অনুগ্রহেই আমি পুত্রবান হলেম। আমার এমন আশা ছিলনা যে, আমি এ বয়সে পুত্রমুখ

দেখে এ পাপ চক্ষু জুড়াবো।—(বেগে গাত্রোত্থান করিয়া মধুকরকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক) এস বৎস! তুমি আমার হারা নিধি। তোমার মার কপালে এ সুখ নাই। হায়! আমার মত দুর্ভাগার ভাগ্যে যে এ সুখ ছিল তা আমি স্বপ্নেও জান্‌তেম্ না। বাছা মধুকর, তুমি এত দিন আমার কাছে রয়েচ, তবুও আমি তোমায় চিনি না। হা জগদীশ! আমার বাছাকে প্রথমেই যখন আলিঙ্গন কচ্চি, তখন তার গায় লৌহ-শৃঙ্খল রয়েচে। হায়! এ ঘটনার এ উপসংহার হবে, এ বিষয় কাহারো মনে ছিল না। আমার মনে আর সুখ ধরে না। আমার হৃদ্‌পদ্ম আজ্ আনন্দ সরোবরে ভাস্‌তেছে। এ কি!—দৈবাৎ চতুর্দ্দিক ঘুর্‌চে কেন?—আঁ্যা! এ কি!—ধ—র ধ—র উঁ—হুঁ। (ভূতলে পতন ও মূর্চ্ছা।)

আদি। (সচকিতে) ওরে কে কোথা রে, ওরে শীগ্‌গির জল নিয়ে আয়। শীগ্‌গির শীগ্‌গির—দেরী সয়না।

মধু। (অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে) ওরে—জল আন রে—বাবা ওঠ ওঠ! (ভৃত্যদ্বয়কর্ত্তৃক জল আনয়ন। রঞ্জিতের সংজ্ঞা লাভ ও মধুকরের বন্ধনমোচন।)

রঞ্জি। (প্রকৃতিস্থ হইয়া) বাছা মধু! আয়, তোরে এই মুহূর্ত্তে সিংহাসনে বসাই। (আদিত্যের প্রতি) কি ভাই, কি ভাবচ? আমার মত দুরাশয়কে যদি বেহাই কত্তে মানস থাকে, তবে আর বিলম্ব কেন?—এস, এই দণ্ডে এদের দুজনার পরিণয়-ক্রিয়া নিষ্পন্ন করি।—না, আমি তোমার আদেশের অপেক্ষা কর্‌বো না। মা সরোজিনী এস।

আদিত্য। (স্বগত) হে জগদীশ! তুমিই ধন্য।

তোমার কৃপাতেই আমার মনস্কামনা এতদিনে সফল হলো। আমার সরোজের প্রেম ও রাজনীতির এমন মিলন হবে এ বিষয় কে জান্ত। (প্রকাশে) ভাই, আমার মত হত-ভাগাকে বেহাই কত্তে যদি তুমি রাজি আছ, তবে তার আপত্তি কি? (সরোজিনীর প্রতি) আয় মা লজ্জা কি? (তোকারামের প্রতি) ভগবন্! আপনিই এদের শুভ মিলন সম্পন্ন করুন।

তোকা। (উভয়কে সিংহাসনে উপবিষ্ট করাইয়া) বাছা মধুকর, এতদিন তপস্বী-সন্তান ছিলে, এক্ষণে রাজকুমার হও। (পরে সরোজিনীর কণ্ঠহার লইয়া মধুকরের গল-দেশে প্রদান ও মধুকরের কণ্ঠহার লইয়া সরোজিনীর গলে প্রদানপূর্ব্বক) বাছা মধুকর! এক্ষণে প্রফুল্ল হৃদয়ে একবার সরোজিনীর পাণিগ্রহণ কর। (উভয়ে উভয়ের করগ্রহণ। যবনিকান্তরালে ঘন ঘন শঙ্খধ্বনি ও পৌরাঙ্গনাগণেরপ্রস্থান।)

মধুকর। (করযোড়ে) মহাভাগ! এ সেবক মহাশয়ের প্রসাদেই সকল প্রকার ভয় হতে উত্তীর্ণ হয়ে, এ রাজপাটে উপবিষ্ট হয়। আমি রাজকুমার হই আর যা হই, কিন্তু আপনার—(অধোবদন ও মৌন।)

তোকা। বাছা! আর বল্‌তে হবেনা। আমি তোমায় বিলক্ষণ জানি। এক্ষণে জায়াপতী সুখে থাক, এই চাই।

বিদূ। (রঞ্জিতের প্রতি) মহারাজ! আপনার মত ভাগ্য আমি কারো দেখিনি। লোকে প্রথমে পুত্রমুখ দেখে, আপনি পুত্র ও পুত্রবধূ একবারে দেখ্‌লেন। হাঃ হাঃ হাঃ! দেখ্‌চি এরা যে মার গর্ব্ভ হতে বে করে এসেচে। ছেলের

বে, এর চেয়ে সুখের দিন কি আর আছে? শাস্ত্রে প্রমাণ আছে, "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা" আপনার এ তাই হলো। (সকলের হাস্য।)

গঙ্গা। (জনান্তিকে) যা হোক্, সরোজিনীর মুখ্খানি আমার বড় মনে ধরেচে। বল্‌তে কি সাক্ষাৎ পূর্ণেন্দু বল্লেও অত্যুক্তি হয় না। আর সুধু মুখ্খানি কেন? ওর সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গই অতি তাৎপর্য্য। আহা! কি সুন্দর সরল নাসা, ধনুকের মত কি সুন্দর বঙ্কিম ভ্রূ দুটী! নীল-উৎ-পলের মত কি সুন্দর লোচন! আহা! বেণী ত নয়, যেন কামের নিগড়! তাতে আবার যেখানে যা গয়না আবশ্যক, সেখানে তা পরায় রূপখানা যেন ফুটে বের্‌য়েচে। কিন্তু মধুকরের ধন্য কপাল! সে এদিকে এমন সুন্দরী স্ত্রীলাভ কল্যে, ওদিকে আবার যুবরাজও হলো।—হাঁ, না হবে কেন?

ধরে যদি মানুষের কপাল।
পলক মধ্যে হয় সে ভূপাল॥

(নেপথ্যে মিলন-সূচক সঙ্গীত।)

রাগিণী বিভাস।—তাল আড়াঠেকা।

মধুকর বামে কিবা সাজিল রে সরোজিনী।
পূর্ণ শশধর পাশে, ভাতিল যথা রোহিণী॥
বিচ্ছেদের বিচ্ছেদ হলো, আশা লতা মুকুলিল,
সবার মানসসরে, ফুটিল সুখ-পদ্মিনী।১।
পিও সবে নেত্র দ্বারে, এইরূপ সুধা ধারে,
অপূর্ব্ব যে সুষমারে, দেবাসুর বিমোহিনী।২।

গাওরে সুখে সকলে, মিলিয়া এ সুমঙ্গলে,
থাকুন সদা কুশলে, নৃপনন্দন-নন্দিনী। ৩।

আদি। (মধুকর ও সরোজিনীর প্রতি) এস বাছা তোমাদের নিয়ে অন্তঃপুরে যাই। (ধনঞ্জয়ের প্রতি) ধনঞ্জয়! তুমি আগে গিয়ে ভেতরে বলে টলে দেও গে।

ধন। যে আজ্ঞা যাই।

[প্রস্থান।

রঞ্জি। হ্যাঁ, তাই চল।

তোকা। "সুখস্যানন্তরং দুঃখং দুঃখস্যানন্তরং সুখং" "চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানিচ সুখানিচ।" (শ্লোক পাঠান্তে) তবে সকলে বিশ্বনাথের ধন্যবাদ করে গাত্রোত্থান ক[রি] আর অনর্থক বিলম্ব কেন?

আদি। হাঁ চলুন। বাছা মধুকর চল তবে। মা সরোজিনী তুমিও এস।

[মধুকর ও সরোজিনীকে লইয়া সকলের প্রস্থান।

অন্তিম যবনিকা পতন।

